চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 76 Wednesday, 15 February, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৭৬ সংখ্যা ❋ ২ ফাল্গুন, ১৪২৯, বুধবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

২ দিনের মধ্যে ডিএ না দিলে ফের কর্মবিরতি

হুঁশিয়ারি আন্দোলনকারীদের, চিঠি মুখ্যসচিবকেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনের ঝাঁঝ আরও বাড়ল। পঞ্চায়েত ভোটে ভোট কর্মীর দায়িত্ব না পালন করার হুঁশিয়ারি। নির্বাচন কমিশনকে চিঠি আন্দোলনকারীদের। চিঠি দেওয়া হয়েছে মুখ্যসচিবকেও। বকেয়া ডিএ না মিললে লাগাতার কর্মবিরতিরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। সূত্রের খবর, ডিএ আন্দোলনকারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে ইতিমধ্যেই চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে। পাশাপাশি চিঠি দেওয়া হয়েছে মুখ্যসচিবকে। সেখানেই তাঁরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন দ্রুত তাঁদের বকেয়া ডিএ না দেওয়া হলে তাঁরা আগামীর নির্বাচন কমিশনে অংশ নেবেন না। অর্থাৎ, সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। সেখানে তাঁরা কোনওভাবেই অংশ নেবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের জন্য তাঁরা দুদিনের সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়েছে আন্দোলনকারীদের তরফে। এই দুদিনের মধ্যে তাঁদের ডিএ না মিটিয়ে দিলে তাঁরা লাগাতার কর্মবিরতিতে যাবেন। এ প্রসঙ্গে আন্দোলনকারী ভাস্কর ঘোষ বলেন, ''আমাদের দাবি মানা না হলে আমরা কোনও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেব না। আমরা বাড়তি কিছু চাইছি না। আমাদের প্রাপ্যই আমরা

চাইছি। আমাদের মহার্ঘ ভাতা দিতে গিয়ে যদি ভাঁড়ার শূন্য হওয়ার বাহানা দেন তাহলে যতরকমভাবে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করা যায় ততরকমভাবেই করা হবে। এর সঙ্গে প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট ধরে ধরে কর্মচারিরা দুর্নীতিগুলিও তুলে ধরবেন। আমরা দুদিন সরকারকে সময় দিয়েছি। এরমধ্যে ডিএ দেওয়ার ঘোষণা না হলে আমরা কর্মবিরতির ঘোষণা করে দেব।'' এই ইস্যুতে তৃণমূল সরকাররে বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা ভাষায় তোপ দাগতে দেখা গিয়েছে বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীকে। রীতিমতো আগ্রাসী সুরে তিনি বলেন, ''কর্মচারিদের দাবি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। আসলে এই সরকার অপদার্থ। গ্রামের গরিব মানুষের টাকা লুঠ করছে। যুবকদের কাজের অধিকার লুঠ করছে। কর্মচারিদের হকের ডিএ লুঠ করছে। এদের দাবি এবং আন্দোলন খুবই স্বাভাবিক।'' তোপ দেগেছেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীও। তিনি বলেন, ''ওরা তো আর দিদির দলের লোকদের মতো বোমা-পিস্তল ধরতে পারবেন না। ওদের কাছে বোমার মশলা আছে বলে তো আমার জানা নেই। তাই তাঁরা গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করবে। সেটাই করেছে। তার জন্য যদি মনে হয় পঞ্চায়েত ভোট অংশ নেবে না, তো নেবে না। সরকারের টনক নাড়ানোর জন্য সব কিছুই করতে হয়।''

আদালতে ইডি'র আইনজীবী বললেন 'ফেমাস' পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষাকে ১০০ বছর পিছিয়ে দিয়েছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তুলনা! একজন একশো বছর শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে দিয়েছেন। অপর জন একশো বছর পিছিয়ে দিয়েছেন। আদালতে এবার চাঞ্চল্যকর দাবি ইডির আইনজীবীর। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের শুনানি ও মামলা থেকে প্রত্যহরের শুনানি ছিল মঙ্গলবার। ইডির আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনের তীব্র বিরোধীতা করেন। ইডি আদালতের কাছে আবেদন জানান, দুটো দিনই খুব বিখ্যাত। প্রথম, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০ জন্মদিন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের। বর্ণ পরিচয় হাত ধরে শিক্ষার আলো এনেছেন তিনি। জ্ঞানের জন্য ঈশ্বর চন্দ্রকে সাংস্কৃত কলেজ থেকে নাম দেওয়া হয়েছিল বিদ্যাসাগর। যিনি ১০০ বছর এগিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে। অন্য দিকে, ৬ অক্টোবর ১৯৫২ 'ফেমাস' পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন। যিনি এডুকেশন সিস্টেমকে নষ্ট করেছেন। সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট করেছেন। আর ইনি ১০০ বছর পিছিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে। ইডির আইনজীবী আরও বলেন, ''কুন্তল ঘোষের থেকে ১০ লাখ নিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। জেরায় চঞ্চল্যকর তথ্য ইডির হাতে। মুখ্যমন্ত্রী বা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বলতে চাই না। পার্থ প্রভাব শালী ব্যক্তি। তিনি কতটা প্রভাবশালী সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। একজন একশো বছর এগিয়ে দিয়েছেন আরেকজন একশো বছর পিছিয়ে দিয়েছেন।'' পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী জীবন কৃষ্ণ শ্রীবাস্তব এদিন জামিনের আবেদন করেন

আদালতে। তাঁর আবেদনে বলা হয় ইডি ধারণাকে কেন্দ্র করে তদন্ত করতে পারে না। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে কোনও টাকা পাওয়া যায়নি। পার্থকে শুধুমাত্র জামিন দেওয়া হোক, এটা গ্রান্ট হলে ডিসচার্জ নিয়ে কিছু বলব না। তিনি প্রভাবশালী নয়। তাঁর বয়স হয়েছে শারীরিকভাবে অসুস্থতা রয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবীর যুক্তিতে পাল্টা ইডির আইনজীবী জবাব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদন ও মামলা থেকে অব্যহতির জন্য আবেদন দুটোই ইন্টারলিংক অর্থাৎ একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আগে ঠিক করুন কোন আবেদনের শুনানি হবে। বিচারক এরপর পার্থর আইনজীবীর উদ্দেশ্য করে বলেন, ''পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন ও ডিসচার্জ জন্য শুনানি হওয়ার কথা ছিল মঙ্গলবার। এখানে দুটি পিটিশন থাকার কথা।'' দুপক্ষের সওয়াল জবাব শুনে বিচারক শুভেন্দু সাহা বলেন, ''কেস ডায়েরি ও পারিপার্শিক তথ্য প্রমাণে মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় যুক্ত থাকার তথ্য প্রমাণ মিলেছে, প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে। গত ৬ মাসের তদন্তে অভিযুক্তর ভূমিকা উঠে এসেছে এবং কেস ডায়েরি বয়ান থেকে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সম্ভবনা জোরালো হয়েছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না অভিযুক্ত একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ফলে তদন্ত প্রভাবিত করা ও তথ্য প্রমাণ লোপাট এর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পারিপার্শিক এই তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে জামিনের স্বপক্ষে নই। ফলে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিনের আর্জি খারিজ করা হল।''

এয়ারবাসের সঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়ার বিরাট চুক্তি

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ মঙ্গলবার (১৪ ফেব্রুয়ারি), বিমান প্রস্তুতকারক সংস্থা এয়ারবাসের সঙ্গে ২৫০টি বিমান ক্রয়ের বিষয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষর করল টাটা গোষ্ঠীর আওতাধীন এয়ার ইন্ডিয়া। এই উপলক্ষে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁর সঙ্গে এক ভার্চুয়াল বৈঠকে মিলিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুই রাষ্ট্রনেতাই এয়ারইন্ডিয়া এবং এয়ারবাস সংস্থার এই চুক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এই চুক্তিকে ভারত-ফ্রান্স

সম্পর্কের প্রতীক বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে ফরাসী প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে এই চুক্তি। এই চুক্তির জন্য ইমনুয়েল ম্যাক্রঁকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি জানিয়েছেন, এই চুক্তি ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে সাফল্য এবং আকাঙ্খার প্রতিফলন। অসামরিক বিমান পরিবহণ ভারতের বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে জানান তিনি। আরও বলেন ভারত সরকারের জাতীয় পরিকাঠামো কৌশলের অন্যতম অংশ হল অসামরিক বিমানবন্দর। তিনি জানান, গত ৮ বছরে ভারতের মোট বিমানের সংখ্যা ৭৪ থেকে বেড়ে ১৪৭ হয়েছে। সরকারের 'উড়া' প্রকল্পে প্রান্তিক এলাকাগুলিকে বিমান-যোগে জুড়ছে। নরেন্দ্র মোদি বলেন, ''অদূর ভবিষ্যতে অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহ বাজার হতে চলেছে। এর জন্য আগামী ১৫ বছরে ২০০০-এর থেকে বেশি বিমান লাগবে। এই বাড়তি চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে এই চুক্তি।'' এই চুক্তি ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত সম্পর্কের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এদিনের ভার্চুয়ার বৈঠকে দুই রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টাটা সন্স-এর চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন, এয়ারবাসের সিইও গিয়োম ফওরি, টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারপার্সন রতন টাটা, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। এন চন্দ্রশেখরন জানান, এয়ার ইন্ডিয়া সংস্থা এয়ারবাসের সঙ্গে মোট ২৫০টি বিমান ক্রয়ের জন্য চুক্তি করছে। এর মধ্যে ৪০টি হল দূরপাল্লার বৃহদাকার এ৩৫০ বিমান, বাকিগুলি ছোট আকারের। চন্দ্রশেখরন জানান, এই চুক্তির ফলে টাটা গোষ্ঠী এবং এয়ারবাসের মধ্যে ৩৬০ ডিগ্রির সম্পর্ক গড়ে উঠল। আর গিয়োম ফিউরির মতে এয়ার ইন্ডিয়ার পুনরুত্থানে সহায়তা করছে এয়ারবাস। এটা এয়ার ইন্ডিয়া এবং এয়ারবাসের জন্য এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। তিনি আরও জানান, এয়ারবাসের ভারত সংক্রান্ত পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হল 'মেক ইন ইন্ডিয়া'। প্রধানমন্ত্রীর 'আত্মনির্ভর ভারত' দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি আস্থাশীল এয়ারবাস। প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সরাসরি 'ডিয়ার নরেন্দ্র' বলে সম্বোধন করেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট। ম্যাক্রঁ জানান, ভারতের হাত ধরে যৌথভাবে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে ফ্রান্স। মহাকাশ, সাইবার, প্রতিরক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, বায়োটেক, পরমাণু শক্তির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে গিয়েছে ফ্রান্স। কোভিড মহামারির শেষে এই সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও বাড়বে বলে আশাবাদী ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ।

ষড়যন্ত্রে সত্যের ক্ষতি হয় না, হিন্ডেনবার্গ ইস্যুতে বিজেপি-র ভয় নেই শাহ

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ অবশেষে মুখ খুললেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। গত কয়েক সপ্তাহে হিন্ডেনবার্গ-আদানি দ্বন্দ্বে উত্তাল ভারতীয় রাজনীতি। সংসদে ক্রমাগত বিরোধীদের আক্রমণের মুখেই কার্যত চুপ করেই ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অবশেষে সংবাদ মাধ্যমের কাছে নীরবতা ভঙ্গ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্পষ্ট ভাষায় বললেন, ''বিজেপির লুকানোর বা ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'' যদিও অমিত শাহ বলেছেন, এই বিষয়টি আপাতত সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন, তাই এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা তাঁর পক্ষে উপযুক্ত হবে না। অমিত শাহ সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, ''মন্তব্য করা আমার পক্ষে ঠিক নয়। তবে এতে বিজেপির লুকানোর কিছু নেই এবং ভয় পাওয়ারও কিছু নেই।'' সম্প্রতি আদানি গোষ্ঠী সম্পর্কে হিন্ডেনবার্গ একটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেই প্রতিবেদনকে হাতিয়ার করে কংগ্রেস ও অন্য বিরোধী দলগুলি একযোগে আক্রমণ শানাচ্ছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ওঠা এই পক্ষপাত এবং স্বজনপোষণ দোষে দুষ্ট পুঁজিবাদের অভিযোগ এই মুহূর্তে ভারতে সব থেকে বড় রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই ইস্যুতে বাজেট অধিবেশনে ঝড় উঠেছিল সংসদে। বিরোধীদের যৌথ সংসদীয় কমিটির তদন্তের দাবি তোলে, কিন্তু বিজেপি এই বিষয়টিকে ক্রমাগত এড়িয়ে যায়। আদানি গোষ্ঠী-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধী নেতাদের বারবার সরব হন সংসদের উভয় কক্ষে। এই পরিস্থিতিতে আগামী ১৩

মার্চ পর্যন্ত রাজ্যসভা এবং লোকসভা মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির বিরুদ্ধে 'প্রতিষ্ঠান দখল' করে নেওয়ার অভিযোগ তুলছে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি। এ প্রসঙ্গে অমিত শাহ জানান, আদালত বিজেপি-র প্রভাবাধীন নয়, ফলে বিরোধীদের উচিত আদালতে যাওয়া উচিত। সংবাদ সংস্থা এএনআই শাহকে উদ্ধৃত করে বলেছে, 'আদালত আমাদের কুক্ষিগত নয়।' অমিত শাহ বলেন, ''বিরোধীরা কেন আদালতে যায় না? এমনকী যখন পেগাসাস ইস্যুটি উত্থাপিত হয়েছিল, তখনও আমি বলেছিলাম প্রমাণ নিয়ে আদালতে যান... বিরোধীরা কেবল চিৎকার করতে জানেন। সে বার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, আদালত পেগাসাস ইস্যুকে বিচারের জন্য গ্রহণ করে, রায়ও দেয়। তদন্তও করা হয়েছিল।'' হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট এবং বিবিসি ডকুমেন্টারির পরিপ্রেক্ষিতে কোনও ষড়যন্ত্র আছে কি না জানতে চাইলে অমিত শাহ বলেন, ''হাজার ষড়যন্ত্রও সত্যের ক্ষতি করতে পারে না। সত্য সূর্যের মতো উজ্জ্বল। বিরোধীরা ২০০২ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছে এবং প্রতিবার, তিনি তাঁর সততার বলে আরও বলিয়ান হয়ে উঠেছেন, প্রতিবার মানুষের মধ্যে আরও জনপ্রিয়তা অর্জন করে আবির্ভূত হয়েছেন।''

বিবিসির দিল্লি, মুম্বইয়ের দফতরে আয়কর দফতরের হানা! মোদি তথ্যচিত্রের পাল্টা

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে বিতর্কিত তথ্যচিত্রের পরই ভারতে বিবিসি-র দু'টি প্রধান দফতর হানা দিল আয়কর দফতর। এ দিন সকালেই দিল্লি এবং মুম্বইয়ে বিবিসি-র দফতরে আয়কর দফতরের আধিকারিকরা হানা দিয়েছেন বলে খবর। সূত্রের খবর, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কর ফাঁকি এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিয়ম নিয়ে বিবিসি-র বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সূত্র ধরেই সংস্থার দফতরে হানা দিয়েছেন আয়কর আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, বিবিসি-র দিল্লি দফতরে আয়কর দফতরের ২০ জনের একটি দল হানা দিয়েছে। অন্যদিকে, বিবিসি-র মুম্বইয়ের স্টুডিওতেও হানা দিয়েছেন আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। তল্লাশি চলাকালীন বিবিসি-র সাংবাদিকদের ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোন নিজেদের হেফজাতে নিয়েছেন আয়কর দফতরের আধিকারিকরা। তল্লাশি চলাকালীন এই দু'টি অফিসই সিল করা থাকবে। তল্লাশি সম্পর্কে কোনও তথ্য কাউকে না জানানোর জন্যও বিবিসি-র কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আয়কর দফতরের কর্তারা অবশ্য একে তল্লাশি অভিযান বলছেন না। তাঁদের দাবি, এটি একটি সমীক্ষা। সাংবাদিকদের ফোন, ল্যাপটপও ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আয়কর দফতরের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে

এনডিটিভি জানিয়েছে, 'আমাদের কয়েকটি তথ্য সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া দরকার ছিল। সেই কারণেই আমাদের দল বিবিসি-র দফতরে সমীক্ষা চালাচ্ছে। তাঁরা হিসেবনিকেশ পরীক্ষা করে দেখবেন। তবে এটি তল্লাশি অভিযান নয়।' সূত্রের খবর, বিবিসি-র ফিনান্স দফতরের থেকে লেনদেনের হিসেব এবং অক্যাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য চেয়েছেন আধিকারিকরা। সম্প্রতি গুজরাত হিংসা এবং তাতে নরেন্দ্র মোদির ভূমিকাকে নিয়ে বিবিসি-র একটি তথ্যচিত্রকে নিয়ে তীব্র বিতর্ক ছড়ায়। ওই তথ্যচিত্রে যা দাবি করা হয়েছে, তা অসত্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করে কেন্দ্রীয় সরকার। ইউটিউব সহ সোশ্যাল মিডিয়াগুলিতে এই তথ্যচিত্রের প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে কেন্দ্র। তার পরেই বিবিসি দফতরে আয়কর দফতরের আধিকারিকরা যাওয়ায় এই পদক্ষেপ ঘিরেও নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কংগ্রেস অভিযোগ করেছে, যেহেতু বিবিসি-র তথ্যচিত্রে যেহেতু গুজরাত হিংসার জন্য নরেন্দ্র মোদির দিকে আঙুল তোলা হয়েছে, সেই কারণেই এবার বিবিসি-কে নিশানা করছে মোদি সরকার।

আস্থানার ফাইল আটকানোতেই নন্দিনীতে আস্থা 'না' রাজভবনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যপালের প্রধান সচিব পদ থেকে নন্দিনী চক্রবর্তীকে অব্যাহতি দেওয়া প্রসঙ্গে রাজ্য-রাজভবনের সংঘাতের জল্পনার আবহে হঠাৎ কাহিনীতে এক নয়া মোড়। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, নন্দিনী পরবর্তী পর্বে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের পরামর্শদাতা নিয়োগে উদ্যোগী হয়েছে রাজভবন। সেই সূত্রের আরও দাবি, এই পরামর্শদাতার তালিকায় নাম রয়েছে বিতর্কে নাম জড়ানো প্রাক্তন সিবিআই কর্তা রাকেশ আস্থানার। এই নিয়োগসংক্রান্ত ফাইল নন্দিনী চক্রবর্তী আটকে দেন বলে সূত্রের দাবি। আর তাতেই নাকি সংঘাতের সূত্রপাত। সূত্র জানাচ্ছে, এরপরই রাজ্যের মুখ্যসচিবকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করেন রাজ্যপাল বোস।

নন্দিনীকে তাঁর প্রধান সচিব হিসাবে আর চান না বলে, তখনই বার্তা দেন। নন্দিনী চক্রবর্তীকে রাজ্যপালের প্রধান সচিব হিসাবে ইতিমধ্যেই অব্যহতি দিয়েছে রাজভবন। তবে সূত্রের দাবি, নবান্ন এখনও সেই কাগজে সই করেনি। নন্দিনীর অব্যহতি নিয়ে কার্যত ধীরে চলো নীতিতেই হাঁটছে নবান্ন। রবিবার রাতেই নন্দিনীর অব্যাহতির বিষয়টি সামনে আসে। যদিও সূত্রের খবর, নন্দিনী সোমবারও রাজভবনে যান। এমনকী মঙ্গলবারও রাজভবনে নিজের দফতরে গিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এরইমধ্যে নতুন তথ্য উঠে আসছে সূত্র মারফত। সূত্রের দাবি, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁর পরামর্শদাতা হিসাবে তামিলনাড়ু প্রশাসনে কাজ করা এক বরিষ্ঠ আমলা শীলা সুব্রহ্মণ্যম ও রাকেশ আস্থানাকে এ রাজ্যে আনতে চান। রাজভবনে তাঁদের জন্য আলাদা অফিস ঘরও হচ্ছে বলে সূত্র মারফত উঠে আসে তথ্য। আর এ সংক্রান্ত ফাইল নন্দিনী চক্রবর্তীর হাতে গেলে তখন নন্দিনী চক্রবর্তী তা আটকে দেন। এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই রাজ্যপালের সঙ্গে নন্দিনী চক্রবর্তীর সম্পর্কের অবনতি হয় বলে দাবি সূত্রের। এরপরই তাঁকে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। জগদীপ ধনখড় উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আগে নিয়ম মেনেই এ রাজ্যের রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দেন। সে সময় পরবর্তী রাজ্যপালের সম্ভাব্য নামের তালিকায় ছিল রাকেশ আস্থানার নাম। অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস রাকেশ আস্থানা ১৯৮৪-র গুজরাট ক্যাডারের অফিসার। সিবিআই-এর স্পেশাল ডিরেক্টর ছিলেন তিনি। ছিলেন বিএসএফের ডিরেক্টর জেনারেল পদেও। পরে তিনি দিল্লি পুলিশের কমিশনারও ছিলেন। এরপর অবসর। তাঁকে বাংলায় আনা হতে পারে বলে শোনা গিয়েছিল সে সময়। যদিও তা হয়নি। তবে এবার রাজ্যপাল বোসের বিশেষ পরামর্শদাতা হিসাবে তাঁকে আনা হতে পারে বলে নতুন জল্পনা ভেসে উঠছে। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ''বিজেপির রাজ্যপাল কি তৃণমূল পরিচালিত সরকারকে গোলাপ দেবে?'' তাঁর দাবি, জগদীপ ধনখড়কে যাঁরা পাঠিয়েছে, তারাই তো সিভি আনন্দ বোসকেও পাঠিয়েছে। তবে প্রথম থেকে রাজ্যপালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া তৃণমূল আগ বাড়িয়ে কঠোর মন্তব্য করতে নারাজ। এখন শুধু পর্যবেক্ষণ করছে তারা। তবে রাজ্যপাল যদি অবস্থান বদল করেন তাহলে তৃণমূলও যে কঠোর অবস্থান নেবে, এদিন সেকথাও স্পষ্ট করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র।

শহিদ মিনারে আন্দোলনের অনুমতি দিলেন বিচারপতি মান্থা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ চাকরির পরীক্ষার দাবিতে আন্দোলনে অনুমতি হাইকোর্টের। শহিদ মিনারে অবস্থান-বিক্ষোভের অনুমতি দিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য অবিলম্বে পরীক্ষা নিতে হবে, এই দাবিতে মামলা হয়েছিল আদালতে। ২০১৬ সালে শেষবার হয় এসএলএসটি পরীক্ষা। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশে সহ শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য ওই পরীক্ষা নেওয়া হয়। গত ৬ বছর কোনও পরীক্ষা না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে ক্রমশ। কমিশনে একাধিক চিঠি দিয়েও মেলেনি কোনও আশ্বাস। স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে চাইলেও অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ। সে কারণেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন চাকরি প্রার্থীরা। মঙ্গলবার বিচারপতি মান্থার বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। এদিন তিনি আন্দোলনের অনুমতি দিয়েছেন। সেই নির্দেশ মতো আগামী সপ্তাহ থেকে আন্দোলন শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

'সরকারের নিজের টাকায় তৈরি', রাস্তা সারিয়ে করতে হবে এই প্রচার, নির্দেশ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ সামনে পঞ্চায়েত ভোট। তার আগেই গ্রামীণ এলাকার মানুষের মন পেতে দ্রুত গ্রামীণ এলাকার রাস্তা সংস্কারে খরচের ব্যাপারে কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। এজন্য পঞ্চায়েত দফতর থেকে পৃথক পোর্টাল এবং অ্যাপ তৈরি করতে বলা হয়েছে। যে গ্রামীণ রাস্তার সংস্কার করা হবে সেগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে জিও ট্যাগিং করতে হবে। পোর্টালে দিতে হবে রাস্তার সংস্কার হওয়ার আগে ও পরের চিত্র। ভিডিওগ্রাফিও এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। প্রতিটি চিত্রের ওপর তারিখ ও সময় যেন উল্লেখ থাকে। পঞ্চায়েত দফতর থেকে জেলাশাসকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার ২৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই জেলাগুলিকে রাস্তা সংস্কারে প্রশানিক অনুমতির জন্য পঞ্চায়েত দফতরের কাছে পাঠাতে হবে। আগামী ২৭ মার্চের রাজ্যের সাড়ে আট হাজার রাস্তার টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে কাজ শুরুর ওয়ার্ক অর্ডার দিতে হবে। ঠিকাদারী সংস্থা ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার পর কাজ ফেলে রাখতে পারবে না। জেলাশাসকদের পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিকে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা যাবে না। মহকুমা শাসক, বিডিও বা জেলাশাসকের অফিস থেকে প্রশাসনিকভাবে টেন্ডার ডাকতে হবে। জেলাপরিষদের বৈঠকে রাস্তা সংস্কারের সিদ্ধান্ত পোর্টালে তুলে দিতে হবে। অন্য দিকে কাজ শুরুর আগে নবান্ন চায় এলাকায় ঢালাও প্রচার। এজন্য সূচনা পর্বেই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার কথা বলা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে দিতে হবে ফ্লেক্স বা হোর্ডিং। যাতে এলাকার মানুষের কাছে বার্তা যায়, রাজ্য সরকার নিজের টাকায় এই রাস্তা তৈরি করছে। বেহাল রাস্তার কাজ চলাকালীনই হয়তো পঞ্চায়েত ভোট পর্ব চলবে। প্রসঙ্গত কেন্দ্রীয়

সরকারও প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রাস্তা নির্মাণে গাইড লাইনে লোগো-সহ এধরনের প্রচারের কথা বলেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নিজস্ব লোগো রয়েছে। রাজ্য সরকার লগো বদল করাতেই কেন্দ্র রাজ্য সংঘাত তৈরি হয়েছিল। একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের গাইড লাইনে প্রচারের উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চায়েত দফতর জানিয়ে দিয়েছে, জেলাশাসককে বাধ্যতামূলকভাবে সংস্কারের জন্য রাস্তা নির্বাচন থেকে টেন্ডার প্রক্রিয়ার জন্য বৈঠক এবং রাস্তা নির্মাণের কাজের ভিডিও ফটো পোর্টালে বাধ্যতামূলকভাবে তুলতে হবে। যাতে পঞ্চায়েত দফতর বা নবান্ন ঘরে বসে দেখে নিতে পারে কী ভাবে কোন ধরনের রাস্তা সংস্কারের কাজ কি কি আলোচনা হয়েছে। কাজের গতিপ্রকৃতি কেমন। কোনও স্তরে অভিযোগ উঠলেই তৎক্ষনাৎ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে যাচাই করে দেখতে হবে। কোনও ক্ষেত্রেই গাফিলতি রেয়াত করা যাবে না। কাজ শেষ হওয়া মাত্রই খরচের হিসেব-সহ ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে হবে। ফেলে রাখা যাবে না। পঞ্চায়েত দফতরের কর্তাদের কথায়, সারা রাজ্যে ছোট, বড়, মাঝারি প্রায় সাড়ে দশ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার হবে। সরকার আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা খরচ করে এই সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই অপচয় বন্ধ করাই লক্ষ্য। তবে গুণগত মানের ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। জেলাশাসকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সংস্কার চলাকালীন নিয়মিত আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের পরিদর্শনে যেতে হবে। তার ছবিও পোর্টালে দিতে হবে। প্রতি সপ্তাহেই কাজের গতি প্রকৃতি নিয়ে জেলাশাসকদের পর্যালোচনা বৈঠক করতে হবে। অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমা শাসকদের রাস্তা ধরে ধরে নজরদারির দায়িত্ব দিতে হবে। পঞ্চায়েত দফতর থেকে আধিকারিকদেরও এক্ষেত্রে জেলা ভিত্তিক নজরদারির দায়িত্ব থাকবে।

বুনিয়াদপুরে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ১৫৮তম জন্মজয়ন্তী পালন

বুনিয়াদপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর কোর্ট মোড়ে তৃণমূল যুব অফিসের সামনে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ১৫৮তম জন্মজয়ন্তী পালিত হল।মঙ্গলবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি অম্বরিশ সরকার। বুনিয়াদপুর টাউন যুব সভাপতি স্বাধীন সরকার প্রমুখ। এদিন পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও তার জীবন নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত বক্তারা।অপরদিকে, বুনিয়াদপুর পুরসভার উদ্যোগে সোমবার বিকেলে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন পালিত হয়। বুনিয়াদপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এদিন পঞ্চানন বর্মার নতুন মূর্তি উন্মোচন করেন পুর প্রশাসক অখিলচন্দ্র বর্মন। মূর্তিতে মাল্যদান ও তার জীবনী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

দিল্লি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে মনোনীত সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন নাঃশীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সুপ্রিম কোর্ট সোমবার যে দিল্লি কর্পোরেশনের মনোনীত সদস্যরা পৌর কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না বলে সোমবার শীর্ষ আদালত মৌখিকভাবে পর্যবেক্ষণ মেয়র নির্বাচন সংক্রান্ত একটি আবেদনের শুনানিকালে জানিয়েছে।ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ মৌখিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে সাংবিধানিক বিধান খুব স্পষ্ট যে মনোনীত সদস্যরা নির্বাচনে যেতে পারবেন না।আদালতে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে আদালতকে বলেন, ২৪৩ আর অনুচ্ছেদে মনোনীত সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন না। এদিকে, অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল সঞ্জয় জৈন মেয়র নির্বাচন স্থগিত করতে সম্মত হয়েছেন। এরপরে সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার পর্যন্ত মেয়র নির্বাচন স্থগিত করে। মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের নির্বাচনে মনোনীত সদস্যদের ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আপ এবং শেলি ওবেরয়ের আবেদনের শুনানি করে আদালত।

বেঁচে আছেন প্রভাকরণ, মৃত্যুর ১৪ বছর পর এলটিটিই নেতাকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি

চেন্নাই, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মৃত্যুর ১৪ বছর পর বেঁচে উঠলেন এলটিটিই নেতা ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ। ওয়ার্ল্ড কনফেডারেশন অব টামিলস-এর সভাপতি পি নেদুমারানের দাবি করেন, প্রভাকরণ বেঁচে আছেন এবং সুস্থ আছেন। শীঘ্রই তিনি প্রকাশ্যে আসবেন বলেও দাবি করেছেন তামিলনাড়ুর বর্ষীয়ান রাজনীতিক। ২০০৮-০৯ সালে তামিল টাইগার বা এলটিটিই-র বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিল শ্রীলঙ্কার সেনা। ২০০৯ সালে ১৮ মে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর সঙ্গে গুলি লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছিল প্রভাকরণের। উত্তর শ্রীলঙ্কার মুল্লিভায়াকালের জঙ্গল থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছিল। সেই সময় তাঁর দেহ প্রকাশ্যে আনে তকালীন শ্রীলঙ্কা সরকার। দেহটির সঙ্গে ছিল একটি ' লেখা একটি লকেট, দু'টি পিস্তল, একটি টেলিস্কোপ লাগানো টি ৫৬ রাইফেল, একটি স্যাটেলাইট ফোন এবং বেশ কিছু ওষুধ। নতুন করে প্রভাকরণের বেঁচে থাকার দাবি ওঠায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দিল্লির আবহাওয়া মনোরম রয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতের আমেজ এখনও বজায় রয়েছে রাজধানী দিল্লিতে, দূষণও এখন তেমন নেই। মঙ্গলবার মনোরম আবহাওয়ায় ঘুম ভাঙল দিল্লীবাসীর। এদিন দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে বইতে পারে জোরালো হাওয়া। আর সেই হাওয়ার কারণেই দূষণ প্রায় নেই বললেই চলে। রাজধানীর মানুষজন একটি সুন্দর ও মনোরম দিন উপভোগ করলেন মঙ্গলবার। দিল্লিতে এদিন সকালে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল ৫৬ শতাংশ। কনকনে না হলেও, শীত বেশ ভালোই মালুম হয়েছে দিল্লিতে।

নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য নতুন কৌশল তৈরি করতে হবেঃরাজনাথ সিং

বেঙ্গালুরু, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্তমানে পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান গতির প্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রকৃত সময়ে কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের সম্মেলনের সূচনা করে তিনি বলেন, অর্থনীতি, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং জলবায়ু ক্ষেত্রে যে কোনও বড় ধরণের পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী প্রতিফলিত হয়। কোনও একটি অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে, গোটা পৃথিবীতে নানা দিক দিয়ে তার প্রভাব অনুভূত হয়।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ সেক্টরের মূল সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক-এর সিইও-দের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। পরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সম্মেলনে অংশ নেন। সম্মেলনে একটি কফি টেবিল বইও প্রকাশ করেন তিনি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন সম্মেলনে বলেছেন, সম্মিলিত নিরাপত্তা আমাদের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা এবং মাদক চোরাচালান সমগ্র বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে। নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য বর্তমান বাস্তবতার জন্য নতুন কৌশল তৈরি করতে হবে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, ভারত সমস্ত দেশকে সমান অংশীদার হিসেবে দেখে আমরা একটি দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার বাহ্যিক সমাধান চাপিয়ে দেওয়ায় বিশ্বাস করি না। ...যখন আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলিতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রফতানি করি, তখন আমরা সক্ষমতা বিকাশে আমাদের পূর্ণ সমর্থন প্রদান করি।

বিমানবন্দরে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা উদ্ধার, আটক তিন বাংলাদেশি যাত্রী

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশগামী তিন যাত্রীর কাছ থেকে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আটক করা হয়েছে। তাঁদের একজনের হাতের মুঠোফোনের মোড়কে পাওয়া যায় লুকানো ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার সূত্রের খবর, ওই মুঠোফোন দেখে সন্দেহ হয়েছিল আধিকারিকদের। তাঁরা বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেন। মুঠোফোন পরীক্ষা করতেই পর্দাফাঁস। বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা উদ্ধার করল সিআইএসএফ (সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স)। ৬৫০০০ টি ইউ এস ডলার,১৯০০০ টি কানাডিয়ান ডলার বাজেয়াপ্ত করা হয়। আটক হন শফিকুল ইসলাম, মহম্মদ নাসিরুদ্দিন, ফিরোজ আলম নামে তিন বাংলাদেশি যাত্রী।বিমানবন্দর সূত্রে খবর, সকাল ৫.৪৫ মিনিটে কলকাতা থেকে ঢাকাগামী বিমান যাওয়ার সময়ে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন আধিকারিকরা। বিমানের বোর্ডিং হয়ে গিয়েছে। ব্যাগেজ স্ক্রিনিংয়ের সময়ে সন্দেহ জনক বস্তু দেখতে পান সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের কর্মীরা। যাত্রী শফিকুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। জানা যাচ্ছে তাঁর দুটি মোবাইল ফোনের মধ্যে লুকানো ছিল মার্কিন ডলার। ভারতে যার আনুমানিক মূল্য ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। তাঁর কাছ থেকেই আরও দুজন যাত্রীর নাম জানতে পারেন আধিকারিকরা।সেই সূত্র ধরেই তল্লাশি চলে। মহম্মদ নাসির উদ্দিন নামে অপর আরেক জনকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর জ্যাকেটের ভিতর থেকে কানাডিয়ান ডলার উদ্ধার হয়। ভারতীয় মুদ্রায় তা ১১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫০০ টাকা। আবার তাঁর কাছ থেকেই যাত্রী ফিরোজ আলমের খোঁজ পান আধিকারিকরা। তাঁরও ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ট্রাউজারের পকেট থেকে ইউএসডি উদ্ধার হয়। ভারতীয় মুদ্রায় ২৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। সেন্ট্রাল ইন্ডাস্টিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের আধিকারিকরা ওই তিন যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে শুল্ক দফতরের এয়ার ইন্টেলিজেন্স শাখার আধিকারিকদের হাতে তুলে দেন। বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার উৎস কোথায়? সেটাই জানার চেষ্টা করছেন আধিকারিকরা।

বর্তমান চাহিদা ও আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে পুলিশ প্রযুক্তি মিশন চালু করা হয়েছেঃঅমিত শাহ

কারনাল, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার হরিয়ানার কারনালের মধুবনে হরিয়ানা পুলিশ অ্যাকাডেমিতে সে রাজ্যের পুলিশের ব্যতিক্রমী পরিষেবার স্বীকৃতিস্বরূপ হরিয়ানা পুলিশকে প্রেসিডেন্টস কালার উপহার দিয়েছেন। দেশের সেবায় অসামান্য স্বীকৃতিস্বরূপ সামরিক অথবা পুলিশ ইউনিটকে দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মানই হল প্রেসিডেন্টস কালার। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টারও।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন নিজের বক্তৃতায় বলেছেন, বর্তমান চাহিদা ও ভবিষ্যতের আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে পুলিশ প্রযুক্তি মিশন চালু করা হয়েছে । তিনি বলেছেন, এই প্রকল্পের অধীনে, কনস্টেবল থেকে ডিজিপি, সবাইকে প্রযুক্তিগত শিক্ষা দেওয়া হবে যাতে এটি অপরাধ নিরসনে ব্যবহার করা যায়।২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলায় শহিদদের স্মরণ করে অমিত শাহ বলেছেন, ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় একটি সন্ত্রাসী হামলায় ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা ইতিহাসে এই ৪০ জন অফিসারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমি সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

এনসিআরবি তথ্য অনুযায়ী উত্তর পূর্ব ভারতের সব থেকে রাজনৈতিক হিংসা ও সন্ত্রাস ত্রিপুরায় বেশি ঃঅভিষেক

আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ এনসিআরবি তথ্য অনুযায়ী উত্তর পূর্ব ভারতের সব থেকে রাজনৈতিক হিংসা ও সন্ত্রাস ত্রিপুরায় বেশি । সোমবার বক্সনগর এর নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিয়ে এমনটাই দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাথে তিনি জনগনে কাছে কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপিকে সুযোগ দিয়েছেন এইবার তৃণমূল কংগ্রেসকে সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।এদিন তিনি জোর গলায় দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে যে উন্নয়ন হয়েছে, ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস তা করে দেখাবে। বাংলার মানুষ কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীভান্ডার পেয়েছেন। সরকার গঠনের একমাসের মধ্যে ত্রিপুরার মানুষও সেই সমস্ত প্রকল্পের সুযোগ পাবেন।এদিন তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে যদি দুয়ারে সরকার থেকে তাহলে ত্রিপুরায় থাকবে না কেন। তিনি এদিন আরও বলেন , বিজেপি যত হেরেছে মূল্যবৃদ্ধি ততই কমেছে।তাঁর কটাক্ষ, ২৫ বছরে সিপিএম ত্রিপুরার যা সর্বনাশ করে ছেড়েছে, গত পাঁচ বছরে বিজেপি তার থেকেও বেশি ক্ষতি করেছে। তাঁর পরামর্শ, বিজেপি কর্মীরা এখন মানুষের কাছে যাবেন, প্রলোভন দেখাবেন এবং টাকা দেবেন।তিনি এদিন দাবি করেন , ত্রিপুরায় শিক্ষা ,স্বাস্থ্য ,আইন শৃখলার দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে। এনসিআরবি তথ্য অনুযায়ী উত্তর পূর্ব ভারতের সব থেকে বেশি রাজনৈতিক হিংসা ও সন্ত্রাস ত্রিপুরায় হয়।তিনি জনগনের কাছে আবেদন করেন, এত বছর সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির রাজত্ব দেখছেন এখন তৃণমূল কংগ্রেস কে সুযোগ দিন।

"এরো ইন্ডিয়ার গগনভেদী আওয়াজ আসলে ভারতের সংস্কার, কার্যসম্পাদন করা এবং পরিবর্তনের বার্তাবাহক"

নয়াদিল্লি,১৪ফেব্রুয়ারিঃপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বেঙ্গালুরুর ইয়েলেহঙ্কা বিমানবাহিনীর ঘাঁটিতে ১৪তম এরো ইন্ডিয়া ২০২৩-এর উদ্বোধন করেছেন। এবারের এরো ইন্ডিয়ার মূল ভাবনা - ' কোটি সুযোগের অপেক্ষায়'। ৮০টির বেশি দেশের ৮০০টি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উপাদক সংস্থা এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে। এদের মধ্যে ৭০০টি প্রতিষ্ঠানই ভারতীয়। প্রধানমন্ত্রীর ' ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' (বিদেশের জন্য দেশে তৈরি সামগ্রী) ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই প্রদর্শনীতে দেশে তৈরি বিভিন্ন সরঞ্জাম প্রদর্শিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি সংস্থার অংশীদারিত্বে এগুলি তৈরি করা হয়েছে।প্রদর্শনী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় শ্রী মোদী বলেন যে বেঙ্গালুরুর আকাশ নতুন ভারতের দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করছে। এই নতুন উচ্চতাই নব-ভারতের বাস্তবতা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের ক্রমবর্ধমান দক্ষতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে উঠেছে এরো ইন্ডিয়া, ২০২৩। এই কর্মসূচিতে ১০০টিরও বেশি দেশের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বের ভারতের প্রতি আস্থা প্রকাশিত। তিনি বলেন, ভারতীয় অণু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলির সঙ্গে বিশ্বের নামকরা সংস্থাগুলি এই প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছে। এরো ইন্ডিয়ার মূল ভাবনার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আশা করেন যে আত্মনির্ভর ভারতের শক্তি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাবে।এই প্রদর্শনীর সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের কনক্লেভ এবং বিভিন্ন সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকদের গোলটেবিল বৈঠকের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এরো ইন্ডিয়ার সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।কর্ণাটকে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করার গুরুত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই রাজ্য ভারতের প্রযুক্তির অগ্রগতির কেন্দ্র। কর্ণাটকের যুব সম্প্রদায়ের কাছে এই প্রদর্শনী বিমান চলাচল ক্ষেত্রের নতুন সুযোগ এনে দেবে। কর্ণাটকের যুব সম্প্রদায়ের দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার জন্য তাদের কারিগরি দক্ষতাকে কাজে লাগানো উচিত।শ্রী মোদী বলেছেন, দেশ যখন নতুন ভাবনা, নতুন উদ্যোগে অগ্রসর হচ্ছে তখন দেশের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনারও সেই নতুন ভাবনায় চালিত হওয়া উচিত। নতুন ভারতের ভাবনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরো ইন্ডিয়া ২০২৩-এর পরিবর্তনের দিকটি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন এই প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল তখন এটি ছিল নিছকই এক প্রদর্শনী যেখানে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলি তাদের উপাদিত পণ্যসামগ্রী ভারতে বিক্রির জন্য নিয়ে আসত। আজ, এরো ইন্ডিয়া শুধুমাত্র একটি প্রদর্শনী নয়, প্রতিরক্ষা শিল্পের সম্ভাবনার প্রদর্শনী নয়, এটি আত্মনির্ভর ভারতের একটি উদাহরণ। এই প্রদর্শনী প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন সম্ভাবনাকেই শুধু তুলে ধরছে না, এর মাধ্যমে ভারতের স্বনির্ভর হয়ে ওঠাও প্রতিফলিত হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দক্ষতার মধ্য দিয়ে ভারতের সাফল্য প্রতিফলিত হচ্ছে। তেজস, আইএনএস বিক্রান্ত, সুরাট এবং তুমাকুরু শহরে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম উপাদন কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভর ভারতের সম্ভাবনা আরও বিকশিত হয়েছে। এখানে বিশ্বের নতুন নতুন সম্ভাবনা ও বিকল্পগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।শ্রী মোদী বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীর নতুন ভারত কোনও সুযোগকে যেমন হারাতে চায় না, পাশাপাশি কোনও উদ্যোগেও ঘাটতি রাখতে চায় না। আজ সংস্কারের সাহায্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপ্লব সূচিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ভারতের পরিচিতি ছিল প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানির সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র হিসেবে। আজ দেশে উৎপাদিত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ৭৫টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।গত ৮-৯ বছর ধরে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে ১৫০ কোটি থেকে ৫০০ কোটি ডলার। বিশ্বের প্রথম সারির প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদক রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত হতে ভারত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে এবং এর বাস্তবায়নে আমাদের বেসরকারি ক্ষেত্র ও বিনিয়োগকারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তিনি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। এর ফলে শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তাদের জন্য নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হবে।শ্রী মোদী বলেছেন, আজকের ভারত দ্রুততার সঙ্গে ভাবনা-চিন্তা করে, গভীরে ভাবনা-চিন্তা করে এবং যে কোনও সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করে। অমৃতকালে ভারতের ভূমিকা অনেকটা যুদ্ধবিমানের পাইলটের মতো। এই ভারত আরও উঁচুতে উঠতে ভয় পায় না, উসাহ বোধ করে। তবে, যতই উঁচুতে ভারত উঠুক না কেন তার পা থাকে সব সময়েই মাটিতে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এরো ইন্ডিয়ার গগনভেদী আওয়াজ আসলে ভারতের সংস্কার, কার্যসম্পাদন করা এবং পরিবর্তনের বার্তাবাহক। আজ ভারতে সহজে ব্যবসা করার জন্য যেসব সংস্কারগুলি কার্যকর করা হয়েছে, সারা বিশ্ব তা প্রত্যক্ষ করছে। এর ফলে ভারত সারা পৃথিবীর বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থল হয়ে উঠেছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও এখন প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ করা যাচ্ছে। শিল্প সংস্থা গঠনের জন্য বিভিন্ন নিয়মের সরলীকরণের পাশাপাশি লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়াটিকেও সরল করা হয়েছে। এবারের বাজেটে উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির জন্য কর ছাড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।শ্রী মোদী বলেছেন, যেখানে চাহিদা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে সেখানে শিল্পের বিকাশ অত্যন্ত সাধারণ একটি বিষয়। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উপস্থিত সকলকে আশ্বস্ত করেছেন।অনুষ্ঠানে কর্ণাটকের রাজ্যপাল শ্রী থাওয়ারচাঁদ গেহলট, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বাসবরাজ বোম্মাই, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং, অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী অজয় ভাট সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।প্রেক্ষাপট-'মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুষ্ঠানটি দেশীয় সরঞ্জাম প্রযুক্তি প্রদর্শন এবং বিদেশী সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করবে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা খাতে আত্মনির্ভরতার উপর প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা বাস্তবায়িত হবে, কারণ প্রতিরক্ষা মহাকাশ এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা হচ্ছে। এছাড়াও, এই অনুষ্ঠানে লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট (এলসিএ)-তেজস, এইচটিটি-৪০, ডর্নিয়ার লাইট ইউটিলিটি হেলিকপ্টার (এলইউএইচ), লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টার (এলসিএইচ) এবং

পুলওয়ামা-শহীদদের বীরত্ব শক্তিশালী ও উন্নত দেশ গঠনে অনুপ্রাণিত করে চলেছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সন্ত্রাসী হামলায় শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুলওয়ামা-শহিদদের প্রতি অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, পুলওয়ামা-শহীদদের বীরত্ব শক্তিশালী ও উন্নত দেশ গঠনে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।মঙ্গলবার সকালে এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, পুলওয়ামায় আজকের দিনে যাদের আমরা হারিয়েছি সেই সমস্ত বীরদের বীরত্বকে স্মরণ করছি। তাঁদের সর্বোচ্চ আত্মবলিদান আমরা কখনও ভুলব না। শহীদদের বীরত্বই শক্তিশালী ও উন্নত দেশ গঠনে আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে যাচ্ছেন বিনয় কোয়াত্রা, সে দেশে রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশ সফরে যাচ্ছেন ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রা। ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সফরে থাকবেন ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রা। বাংলাদেশের বিদেশ সচিব মাসুদ বিন মোমেনের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সফরে যাচ্ছেন ভারতের বিদেশ সচিব কোয়াত্রা। সে দেশ একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।মঙ্গলবার বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, বাংলাদেশের বিদেশ সচিব মাসুদ বিন মোমেনের আমন্ত্রণে ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সফর করবেন বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা। উভয় বিদেশ সচিব রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা, জল, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা-সহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ পরিসর পর্যালোচনা করবেন।

রঞ্জি ফাইনালে মনোজ-লক্ষ্মীর বাংলা, শুভেচ্ছা মমতার

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলার ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি ও কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লকে অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার তিনি মনোজ ও লক্ষ্মীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর । একই সঙ্গে তাঁদের ফাইনালে বাংলার জন্য আগাম শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন তিনি ।রবিবারই শেষ হয়েছে বাংলা ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যে রঞ্জি সেমিফাইনাল । মধ্যপ্রদেশকে ৩০৬ রানে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে বাংলা । তিন বছর পর আবার ঘরোয়া ক্রিকেটের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলবেন মনোজরা । প্রতিপক্ষ সৌরাষ্ট্র । এই সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই গতবার হেরে গিয়েছিল বাংলা । তাই এবারের ফাইনাল ক্রীড়া অনুরাগীদের মধ্যে উদ্দীপনা চরমে । তার উপর এবার ফাইনাল ম্যাচ হবে ইডেনে । তাই বাংলার ভালো পারফরম্যান্সের দিকে তাকিয়ে সবাই ।প্রসঙ্গত, আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি ইডেনে শুরু হচ্ছে রঞ্জি ফাইনাল । এদিকে এই ম্যাচ ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে সিএবিতে । বাংলা দু'বার রঞ্জি জিতেছে ।

৩ দিনের সফরে ফিজি-তে এস জয়শঙ্কর, যোগ দিলেন দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনে

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃদ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনে যোগ দিতে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বুধবার ৩ দিনের সফরে ফিজি-তে পৌঁছেছেন। নাদিতে ভারত ও ফিজি সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এস জয়শঙ্করের এটি প্রথম ফিজি সফর। মঙ্গলবার দ্বাদশ বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন এস জয়শঙ্কর।ডঃ এস জয়শঙ্কর চলতি মাসের ১৮ তারিখ অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতেও যাবেন। এর আগে গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেও অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, এবারের সফর হবে এস জয়শঙ্করের তৃতীয় অস্ট্রেলিয়া সফর। সিডনিতে অস্ট্রেলিযার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। জয়শঙ্কর অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া 'রাইসিনা সিডনি' সম্মেলনেও যোগ দেবেন।

রাজ্যপাল বোস সম্পর্কে রাতারাতি বদলে যাচ্ছে তৃণমূলের সুর

কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিয়ে গত ক'দিন ধরে বইছিল মুখ্যমন্ত্রী-সহ রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের প্রশংসার বন্যা। রাতারাতি বদলে যাচ্ছে সেই সুর। মঙ্গলবার তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এ ষম্পর্কে সংবাদমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেন।শনিবার রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে বৈঠকের পরই রাজ্যপাল যেভাবে কড়া বিবৃতি জারি করেন এবং তারপরই যেভাবে তাঁর সচিবের পদ থেকে নন্দিনী চক্রবর্তীকে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাতে প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যপাল এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক এবার কোন খাতে গড়াবে? সংঘাত? না সন্ধি?এরই মধ্যে মঙ্গলবার তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, জগদীপ ধনকর যা ছিলেন, তাঁকে যারা নিযগে করেছে এনাকেও তারা নিয়োগ করেছে। তাই কর্মপদ্ধতি আলাদা হলেও উৎসস্থল একই। তাই আলাদা উদ্দেশ্য হবে, এটা না ভাবাই ভালো। যতদিন তিনি সৌজন্য দেখাচ্ছেন, পাল্টা সৌজন্য আমরা দেখাব।কিন্তু রীতি বহির্ভূতভাবে পরামর্শদাতা যদি তিনি আনেন, সরকারের ওপর নজরদারি রাখেন, তাহলে গোটা প্রতিক্রিযার ভাষা বদলাবে। রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো সম্পর্ক রাখার পরিবর্তে যদি রাজভবনকে কেউ বিজেপি রঙ্গমঞ্চ করে, প্রাক্তন আমলাদের পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করেন, সেক্ষেত্রে ক্ষেত্রবিশেষে তৃণমূল তার ভাষা ও মেজাজ বদলাবে।''প্রসঙ্গত, সোমবার দিল্লিতে উপরাষ্ট্রপতি এবং বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে দেখা করলেন বর্তমান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। প্রাক্তনী বর্তমানকে কী পরামর্শ দিলেন,তা জানা না, গেলেও, সেদিনই রাজ্যপালের প্রধান সচিব পদ থেকে নন্দিনী চক্রবর্তীকে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত ঘিরে জল্পনা তৈরি হয়ে গেল, তাহলে সি ভি আনন্দ বোসও জগদীপ ধনকরের পথেই হাঁটবেন?

তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে ৩৭ হাজারের বেশি মৃত্যু, আশ্রয়হীন অসংখ্য মানুষ

আঙ্কারা ও ইস্তানবুল, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃতুরস্ক এবং সিরিয়ার ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ৩৭ হাজারের গণ্ডি। বিপর্যয়ের এক সপ্তাহ পরেও দুই দেশে মৃত্যু থামছেই না। তুরস্ক প্রশাসন জানিয়েছে, শুধুমাত্র সে দেশেই ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে ৩১,৬৪৩ জনের। সিরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ৫,৮১৪ জন। দুই দেশে এই মুহূর্তে আশ্রয়হীন অসংখ্য মানুষ।ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও যাঁরা চাপা পড়ে রয়েছেন, তাঁদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তুরস্কে বর্তমানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ৬ ডিগ্রি নীচে। এই প্রবল ঠান্ডায় উদ্ধারকাজও ব্যাহত হচ্ছে বারবার। উদ্ধারকারীরা অবশ্য হাল ছাড়েননি। পুলিশ কুকুর এবং থার্মাল ক্যামেরা নিয়ে তাঁরা তুরস্ক এবং সিরিয়ার অলিগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রাণের সন্ধানে। কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব টের পেলে ধ্বংসস্তূপ ডিঙিয়ে ছুটে যাচ্ছেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৫ ফেব্রুয়ারি ঃরবিবার, ২ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৫ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ২ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.০৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৭.০৫এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৪শতকরা এবং ৩১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১২ মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা -৩৪মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।
বৃষ রাশিঃ আপনার কাজ করে দেবার জন্য অন্যকে চাপ দেবেন না এবং বাধ্যও করবেন না। ।
মিথুন রাশিঃকোন গাড়ি চালানোর সময়ে সতর্ক থাকুন বিশেষত বাঁকগুলিতে। কারোর অবহেলা হয়তো আপনার জন্য কিছু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।
কর্কট রাশিঃসামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত হবে। বিবাহের যোগ হবে
সিংহ রাশিঃকিছু অনিবার্য পরিস্থিতি আপনাকে কিছুটা অস্বস্তি দিতে পারে। শুভদিন
কন্যা রাশিঃআপনি প্রতিটি মানুষকে সাহায্য করার ইচ্ছুকতায় ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পাবেন।
তুলা রাশিঃএকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। শুভদিন হবে।
বৃশ্চিক রাশিঃস্ত্রীর স্বাস্থ্যের সঠিক দেখভাল এবং নজরের প্রয়োজন। সন্তান হতে পারে।
ধনু রাশিঃ শারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন।
মকর রাশিঃজয় উদযাপন আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনি আনন্দ উপভোগের জন্য এই খুশি বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নিতে পারেন। অর্থ ব্যয় হবেআজ
কুম্ভ রাশিঃআপনার শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে এক সুষম আহার নিন। আর্থিক সংকট হবে। পরিশ্রমের বিকল্প নেই। বাড়িতে অতিথি আসতে পারে আজকে।
মীন রাশিঃমানসিক চর্চার জন্য আকর্ষণীয় কিছু পুন। দিনের শুরুতে আপনি কোনও আর্থিক ক্ষতিতে ভুগতে পারেন, পারে। একটি নতুন পারিবারিক উদ্যোগ শুরু করার পক্ষে শুভ দিন। এটিকে স ঃদরভাবে

রেলের বেসরকারিকরণ এবং এনপিএসে'র প্রতিবাদে লিলুয়ায় ধর্ণা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ রেলের বেসরকারিকরণ এবং বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে এবং এনপিএসে'র প্রতিবাদে লিলুয়ায় ধর্ণা ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন'স কংগ্রেসের। রেলের বেসরকারিকরণ এবং নতুন পেনসন স্কিমের প্রতিবাদে ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস কংগ্রেসের (ইআরএমসি) পক্ষ থেকে মঙ্গলবার বেলা ১১ টা থেকে লিলুয়া ওয়ার্কশপের ২ নং মেন গেটের সামনে এক ধর্ণা কর্মসূচি নেওয়া হয়। ধর্ণা চলে বিকেল ৩ টে পর্যন্ত। দাবী না মানা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেন আন্দোলনকারীরা। ইআরএমসি'র পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয় এনপিএস বন্ধ করা হোক এবং বেসরকারিকরণ বন্ধ হোক। ইআরএমসি'র পক্ষ থেকে কপিলমুনি পান্ডে বলেন, এনপিএস মানছি না। প্রায় ১ মাস ধরে বিভিন্ন জায়গায় এই ধর্ণা চলছে। সোমবার এনপিএস হটাও ধর্ণা হয়েছে। আমাদের দাবি নতুন পেনসন স্কিম বাতিল হোক। রেলের অনেকটাই বেসরকারিকরণ হয়েছে। এর প্রতিবাদ করছি। প্রায় ১৫ -১৬ টা ট্রেন বেসরকারি করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ। চাইছি এনপিএস বন্ধ করুক। বেসরকারিকরণ বন্ধ হোক।

উদয়নারায়নপুর এলাকায় নতুন দুটি রুটে বাস চলাচল শুরু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ উদয়নারায়ণপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো সুগম করতে উদয়নারায়নপুর এলাকায় নতুন দুটি রুটে বাস চলাচল শুরু হল। গড়ভবানীপুর থেকে হাওড়া এবং গড়ভবানীপুর থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত দুটি রুটে বাস চলাচল শুরু করেছে মঙ্গলবার থেকে। এ দিন গড়ভবানীপুরে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন করেন বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা। জানা গিয়েছে ভবানীপুর হাওড়া স্টেশন রুটে ১৪ টি বাস এবং গড় ভবানীপুর তারকেশ্বর রুটে ১০টি বাস চলাচল করবে। গড়ভবানীপুর থেকে হাওড়া স্টেশন এবং গড়ভবানীপুর থেকে তারকেশ্বর এই দুটি রুটে বাস চালানোর পাশাপাশি এখান থেকে দীঘা এবং কামারপুকুর তারাপীঠ রুটের বাস চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে বিধায়ক বলেন। এবং এখানকার লোকের যাতে যোগাযোগের ব্যাপক সুবিধা হয় সেজন্য আরও গ্রামীণ রুটে এই বাস স্ট্যান্ড থেকে ছোট গাড়িও চালানো হবে। বিধায়ক ছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়নারায়নপুরের বিডিও প্রবীর কুমার সিট, এসডিপিও আমতা কৃষ্ণেন্দু ঘোষ দস্তিদার। ছিলেন উদয়নারায়নপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুলেখা পাঁজা, বাস সংগঠনের নেতা রাহুল চ্যাটার্জী, তৃণমূল নেতা লক্ষীকান্ত দাস সহ আরো অনেকে।

কৃষকদের স্বস্তি দিতে সৌরশক্তি চালিত পাম্পের ব্যবহারে উৎসাহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ জ্বালানির ক্রম বর্ধমান দামের কারণে সেচ নিয়ে সমস্যায় পড়া কৃষকদের রেহাই দিতে রাজ্য সরকার সৌরশক্তি চালিত পাম্পের ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে। বিশেষ করে সেচের ওপর নির্ভরশীল পশ্চিমাঞ্চলের জেলা গুলিতে চাষের জমিতে এইধরণের পাম্প ব্যবহারের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর মহকুমায় এই ধরণের পাম্প বসানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় মোট ২৫ টি সোলার পাম্প বসিয়ে অন্তত ২ হাজার হেক্টর জমিকে এই পাম্পের মাধ্যমে চাষের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। পাম্প বসানোর জন্য ১২ জন কৃষককে রাজ্য সরকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যন্ত্রাংশ কেনার জন্য তাঁদের আরও ৩ লক্ষ টাকা ছাড় দেওয়া হবে। প্রকল্পটি সফল হলে পরবর্তী ধাপে অন্যান্য জায়গাতেও সোলার পাম্পের ব্যবহার বাড়ানো হবে।

২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের রাজ্য বাজেট প্রস্তাব আজ বিধানসভায় পেশ হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের রাজ্য বাজেট প্রস্তাব আজ বিধানসভায় পেশ হবে। রাজ্যের অর্থ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য দুপুর দুটো নাগাদ বিধানসভায় বাজেট পেশ করবেন। কোভিড উত্তর পরিস্থিতিতে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের বিপুল ঋণের বোঝা ,রাজকোষ ও রাজস্ব ঘাটতির মতো একাধিক চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করবেন। পাশাপাশি কৃষক বন্ধু, লক্ষ্মীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী এবং রূপশ্রীতে মতো সামাজিক প্রকল্পের জন্য অর্থ যুগিয়ে অর্থমন্ত্রী বাজেটে কোন পথে আয় বাড়ানোর দিশা দেওয়া হয় সে দিকে নজর থাকবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বাজেটে গ্রাম বাংলার জন্য নতুন কোনও প্রকল্প ঘোষণা করা হয় কিনা বা রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ্যভাতা নিয়ে অর্থমন্ত্রী কিছু বলেন কিনা তা নিয়ে জনমানসে কৌতুহল তৈরি হয়েছে।

গুয়াহাটি রেলস্টেশন ১.৩ কিলোগ্রাম ওজনের সোনা বাজেয়াপ্ত, ধৃত দুই

গুয়াহাটি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ গুয়াহাটি রেলস্টেশনে মহামগর পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ১.৩ কিলোগ্রাম ওজনের সোনা। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে দুজন। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এক খবরের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার সকালে মহানগর পুলিশ সুপার প্রসেনজিত দাসের নেতৃত্বে রেল পুলিশের সহযোগিতায় গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে তেজস এক্সপ্রেসে তালাশি চালিয়ে দুই সোনা পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত সোনার ভারতে বাজারমূল্য প্রায় ৬৮ লক্ষ টাকা হবে বলে জানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশি জেরায় মণিপুর থেকে দিল্লিতে সোনা বিক্রির পরিকল্পনার কথা স্বীকার করেছে দুই পাচারকারী। গ্রেফতারকৃত চোরাকারবারাদের হাফিজ ইয়াসিন এবং আসলাম শেখ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধে বিপুল সোনা পাচারের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে রেল পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তথ্য উদঘাটনে জেরার ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। সোনা পাচার সংক্রান্ত ফরয়ার্ড এবং বেকওয়ার্ড লিংক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃত দুই পাচারকারীর মোবাইল ফোনে হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করে তাদের কললিস্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় আরও ধরপাকড়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পুলিশের সূত্রটি। প্রসঙ্গত, দুদিন আগে অসমের নিউ করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থেকে ৮- টি সোনার বিস্কুট সমেত ত্রিপুরার ধর্মনগরের তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। অন্যদিকে একই ট্রেনে এনজিপি স্টেশন থেকে অসমের করিমগঞ্জের চার বাসিন্দাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছে থেকে উদ্ধার হয়েছিল ১৮.৬৫৭ কিলোগ্রাম সোনা।

জয়নগরে গ্যাস বেলুন সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনাস্থল সরজমিনে পরিদর্শন করলেন ফরেন্সিক দলের সদস্যরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ জয়নগরে গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনাস্থল সরজমিনে পরিদর্শন করলেন মঙ্গলবার ৫ সদস্য এর ফরেন্সিক দল। এদিন তাদের সাথে ঘটনা স্থলে যান জয়নগর সি আই দেবাঞ্জন সেন, বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডল সহ পুলিশের বিশেষ টিম। এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে ফরেন্সিক দলের সদস্যরা নমুনা সংগ্রহ করে। এলাকার মানুষদের সাথে কথা বলেন। পুরো ঘটনার বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেন। আর এদিন এই ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল। তিনি এদিন জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হককে পাশে নিয়ে এই বিষয়ে বলেন, এই ঘটনা মর্মান্তিক, দুঃখজনক। যেকোন মৃত্যুই এইভাবে কাম্য নয়। সরকার ও আমি একজন সাংসদ হিসাবে মৃতের পরিবারদের পাশে আছি। ইতিমধ্যে রবিবার রাতের ওই ঘটনার পরে সোমবার বিধানসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোকপ্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, রবিবার রাতে জয়নগর বিধানসভার বাটরা এলাকায় একটি অনুষ্ঠান চলছিল। কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিল ওই অনুষ্ঠান দেখতে। বসেছিল মেলা বসেছিল হরেকরকম দোকানপাঠ। অনুষ্ঠানের অনতিদূরে উত্তর পুদুয়ায় মেলা উপলক্ষ্যে গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার নিয়ে দোকান দিয়েছিল মুচিরাম হালদার নামে এক ব্যক্তি। আর ওই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরন ঘটে যায়। বেলুন বিক্রেতা সহ চারজনের এই ঘটনায় মৃত্যু ঘটে। আহত হন প্রায় দশ জন। আর মঙ্গলবার সেই ঘটনার তদন্তে আসে ফরেন্সিক দল। এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা যায় শোকের ছায়া। এলাকা থমথমে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেলুনের সিলিন্ডারের কাজে ব্যবহৃত একাধিক সামগ্রী। যার নমুনা সংগ্রহ করে ফরেন্সিক দল। আর এই নমুনা সংগ্রহ করে তদন্তের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তদন্তকারী ফরেন্সিক দল। তবে এই ধরনের অনুষ্ঠানে গ্যাস সিলিন্ডারের দোকান কিভাবে জায়গা পেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এর আগে ও রাজ্যের বিভিন্ন মেলাতে এই জাতীয় ঘটনা ঘটেছে। তাই আগামী দিনে যাতে এই জাতীয় দোকান কোনো মেলায় না বসতে পারে সে দিকে মেলা কমিটি ও প্রশাসনের নজর থাকা উচিত বলে মনে করেন সাধারণ মানুষ।

শহীদ বাবলু সাঁতরার স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করলেন স্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পুলওয়ামা কান্ডে নিহত সেনা জওয়ান শহীদ বাবলু সাঁতরার স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করলেন স্ত্রী মিতা সাঁতরা। উল্লেখ্য ২০১৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে যখন মহাসাড়ম্বরে পালিত হচ্ছিল ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইন্স দিবস, ঠিক সেই মুহূর্তেই হঠাৎ করেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর দুষ্কৃতীদের কালো ছায়া নেমে আসে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ওই দিন ভারতের নিরাপত্তা কর্মীদের বহনকারী একটি গাড়ি বহর জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার লেথোপোড়া অতিক্রমকালে জম্মু শ্রীনগর জাতীয় সড়কে একটি বাহন-বাহিত আত্মঘাতী বোমা হামলার শিকার হয়। এই ঘটনায় নিহত হয় ৪০ জন ভারতীয় সেনা। অন্ধকার নেমে আসে হাওড়ার বাউড়িয়ার সাঁতরা পরিবারে। ওই ঘটনায় শহীদ হয় হাওড়ার বাউড়িয়ার বাবলু সাঁতরা। এই ঘটনার পর থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি দিনটি ভারতীয়রা অলিখিত ভাবে ভালোবাসা দিবসের পাশাপাশি কালো দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। এদিন মঙ্গলবার সেই পুলওয়ামা হত্যাকাণ্ডের চতুর্থ বর্ষপূর্তি। সেই উপলক্ষ্যে শহিদ জওয়ান শ্রী বাবলু সাঁতরার স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর স্ত্রী মিতা সাঁতরার উদ্যোগে বিবেকবীর নামক সেচ্ছাসেবী সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় এদিন সকাল ৯ টা নাগাদ বাউড়িয়ার চককাশি বিবেকানন্দ পল্লীতে শহীদ বাবলু সাঁতারা স্মৃতি স্মরণে প্রায় শতাধিক ছাত্র- ছাত্রীকে খাতা- পেন এবং কিছু টিফিন তুলে দেওয়া হয়। শহীদ সেনা জওয়ান স্বামীকে হারানোর বেদনা ভুলে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বাঁচাতে ভ্যালেন্টাইন দিবস পালনে স্কুল পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বাঁচাতে জন সচেতনতা বাড়াতে এবার গাছের সাথে শিশুদের ভ্যালেন্টাইন দিবস পালন করা হলো মঙ্গলবার। মঙ্গলবার ছিলো ১৪ ফেব্রুয়ারি। 'বিশ্ব প্রেম দিবস'। ভালোবাসার দিন। এদিন সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের ভগবতপুর গ্রামের স্কুল পড়ুয়ারা ম্যানগ্রোভ গাছের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালো। বিভিন্ন বয়সের জনা তিরিশ কঁচিকাচা বর্ণাঢ্য এক শোভাযাত্রা করে কুমির প্রকল্পের ফরেস্ট অফিস চত্বরে পুরোহিতের উপস্থিতিতে গাছের গায়ে ডোর বাঁধে। ওই শিশুরা এদিন বিকালে সুন্দরবনের বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ে একটি পথনাটিকা পরিবেশন করে। সুন্দরবনে বেড়াতে আসা কয়েক হাজার পর্যটক এবং স্থানীয় মানুষ এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। এই বিষয়ে ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) বন বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মিলনকান্তি মন্ডল বলেন, 'গাছও যে ভালোবাসার পাত্র তা বোঝাতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বন দপ্তর এই অনুষ্ঠানের সহযোগিতা করেছে।' সদ্য রোয়া ম্যানগ্রোভ দেখভাল করার জন্য আমরা স্কুল পড়ুয়াদের নিযুক্ত করেছিলাম। সেই পড়ুয়াদের কিছু ছাত্র এদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল। আর সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বাঁচাতে এই ধরনের সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানের খুব দরকার আছে।

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত সিরিয়া-তুরস্কে ৭ কোটি টাকার চিকিৎসা সামগ্রী পাঠিয়েছে ভারত ঃ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত সিরিয়া-তুরস্কের পাশে সবরকমভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত। পাঠানো হচ্ছে ত্রাণ সামগ্রী, জীবনদায়ী ওষুধ। ইতিমধ্যেই ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী মিলিয়ে সাত কোটি টাকারও বেশি সাহায্য পাঠানো হয়েছে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত তুরস্ক ও সিরিয়ায়। মঙ্গলবার একথা জানাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যও একটি টুইট করে জানিয়েছেন, 'ভারত নিজের 'বসুধৈব কুটুম্বকম' পরম্পরা অনুযায়ী দুই দেশকে সবরকমভাবে সাহায্য চালিয়ে যাচ্ছে।' ৬ ফেব্রুয়ারি তিন ট্রাক ভর্তি ত্রাণসামগ্রী হিন্দোন এয়ার বেস থেকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১২ ঘণ্টার মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ ও অন্যান্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সেই সময় ৫ হাজার ৯৪৫ টন ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়েছে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত সিরিয়া ও তুরস্কে। এর মধ্যে রয়েছে ২৭ ধরনের জীবনদায়ী ওষুধ, দুই ধরনের প্রোটেকটিভ আইটেম এবং বিভিন্ন ক্রিটিকাল কেয়ার সামগ্রী। যার মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২ কোটি টাকা। এরপর ১০ ফেব্রুয়ারি আরও বেশি পরিমাণে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয় তুরস্ক ও সিরিয়ায়। সিরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল ৭.৩ টন ওজনের ৭২ ধরনের ক্রিটিকাল কেয়ার ওষুধ, যার মূল্য ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা। আর তুরস্কে পাঠানো হয়েছে ১৪ ধরনের মেডিক্যাল ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার সামগ্রী, যার মূল্য প্রায় ৪ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত সাত কোটি টাকার ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী পাঠানো হয়েছে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত দুই দেশে। প্রসঙ্গত, যখনই কোনও দেশ বিপদে পড়েছে, তখনই পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। তা করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়েই হোক, বা যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে মানবিক সাহায্য পাঠানো হোক ভারত সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

হাতি মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য লালগড় রেঞ্জ এলাকায়

ঝাড়গ্রাম, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও হাতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটল জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় রেঞ্জ এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় রেঞ্জের লকাট বীটের জামবনী গ্রাম সংলগ্ন জমিতে। তবে কি কারনে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ হাতিটির মৃত্যু হয়েছে তার কারণ এখনো জানতে পারেনি বনদফতর। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে জামবনী গ্রামের পাশে জমিতে হাতিটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় মানুষজনেরা। এরপর বনদফতরকে খবর দেওয়া হলে লালগ। রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে মৃত হাতিটিকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাখেন। হাতি মৃত্যুর খবর জানাজানি হতেই পাশাপাশি গ্রামের মানুষজনেরা মৃত হাতিটিকে দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন। এদিকে কি কারণে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে তা জানার জন্য ময়নাতদন্ত করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরে লালগ। রেঞ্জ এলাকায় ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে ৩০ থেকে ৩৫ টি হাতি রয়েছে। জানা গিয়েছে হাতিটি যেখানে মারা গিয়েছে ওই এলাকা দিয়ে হাতির যাতায়াতের পথ। উল্লেখ্য গত বছর ৩০ অক্টোবর ঝাড়গ্রাম জেলার লালগ। রেঞ্জের লক্ষণপুরের জঙ্গলে একটি হাতির মৃত্যু হয়েছিল।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে প্রস্তুতি বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে যাতে পরীক্ষা দিতে পারে তার জন্য প্রস্তুতি বৈঠক করেছেন মুখ্য সচিব এইচ কে ত্রিবেদী। নবান্নে এই বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিলেন সব জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, কলকাতা পুলিশের নগরপাল এবং অন্যান্য কমিশনারেটের নগরপালরা। প্রশাসনিক সূত্রে খবর ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার শুরু হচ্ছে। তাই ২০ তারিখ থেকেই কোথাও মাইক বাজানো চলবে না। কোন মিটিং মিছিল হবে না। পরীক্ষার ১ ঘন্টা আগে থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রের আশেপাশে জেরক্স মেশিন বন্ধ রাখতে হবে। প্রয়োজনে ইন্টারনেট বন্ধ থাকবে। পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে তার জন্য পরিবহন দপ্তরকে সচেষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। পর্যাপ্ত সরকারি বাস থাকবে। এছাড়াও বেসরকারি বাস এবং টোটো, অটো যাতে সহজে পরীক্ষার্থীরা পান তাও দেখতে বলা হয়েছে জেলা প্রশাসনকে। কেন্দ্রের আশেপাশে কোন জমায়েত বা জটলা করা যাবে না। কেন্দ্রের আশেপাশে শান্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

জঙ্গলমহল সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি মানুষের হাতে পৌঁছে দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আরও এক দফায় জঙ্গলমহল সফরে যাচ্ছেন। আজ তিনি কলকাতা থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে পৌঁছাবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এর আগে তিনি বিধানসভায় মুখ্য তথ্য কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বৈঠকে যোগ দেবেন। তারপরে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশ নেবেন। বাজেট প্রস্তাব পেশের সময়েও তিনি উপস্থিত থাকবেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে পশ্চিম মেদিনীপুরের কলেজ মাঠে এবং বিকালে পুরুলিয়ার শিমুলিয়ায় দুটি পৃথক সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া ছাড়াও বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করবেন। শুক্রবার তার বাঁকুড়ায় একই কর্মসূচি রয়েছে। ওই দিনই মুখ্যমন্ত্রীর কলকাতায় ফেরার কথা।

বেহালায় উদ্ধার লক্ষ টাকার গাঁজা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মাঝরাতে বেহালা চৌরাস্তার কাছে একটি গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে কয়েক লক্ষ টাকার মাদক। গাড়িচালককে গ্রেফতার করেছে বেহালা থানার পুলিশ। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দেয় এলাকায়। রাত তখন সাড়ে ১১টা। টহল চলছিল পুলিশকর্মীদের। হঠাৎই পুলিশকর্মীদের একটি সন্দেহজনক গাড়ি নজরে পড়ে। দাবী, তল্লাশি চালিয়ে গাড়িটির ভিতর থেকে ৬ টি ব্যাগে ৬০-৬৫ কেজি গাঁজা মিলেছে। এই বিপুল পরিমাণ মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল? কোথায়ই বা যাচ্ছিল? পাচারের চূড়ান্ত গন্তব্য কোথায়? সবটাই খতিয়ে দেখছে বেহালা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার পুলিশসূত্রে জানা যায়, গাড়ির চালককে জেরা করে বিস্তারিত জানার চেষ্টা হচ্ছে।

বেআইনি মদ সহ ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার বেআইনি মদ। ধৃত ১। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে জয়নগর থানার এসআই দিগন্ত মন্ডল, এস আই সায়ন ভট্টাচার্য্য সহ পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়ার উলুরদাঁড়ি এলাকা থেকে বেআইনি ভাবে মদ বিক্রি করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ধৃতের নাম মনোরঞ্জন নস্কর, বাড়ি জয়নগর থানার উলুরদাঁড়ি এলাকায়। উদ্ধার ১৮ লিটার বেআইনি মদ। ধৃতকে মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ। নিয়মিত অভিযান চলবে বলে জয়নগর থানা সূত্রে জানা গেল।

ডিএ ধর্নায় অসুস্থ ২ অনশনকারীকে নেওয়া হল হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতার দাবিতে শহিদ মিনারে ধর্ণা মঞ্চে অসুস্থ হয়ে পড়লেন ২ অনশনকারী। সোমবার রাতে সঞ্জিত চক্রবর্তীকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএমে। ভোররাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় স্থানান্তরিত করা হয় আর এন টেগোর হাসপাতালে। ধর্ণা মঞ্চে অসুস্থ আরেক অনশনকারী অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য্যকে সকালে এসএসকেএমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বকেয়া ডিএ-র দাবিতে শহিদ মিনারে চলছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ধর্ণা-অবস্থান। এরই মধ্যে, সোমবার সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতির ডাক দেয় সরকারি কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ৩৩ টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ। হাসপাতালের জরুরি পরিষেবা ছাড়া, সমস্ত কর্মী, পুরসভা-পঞ্চায়েতের কর্মী, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীদের অনেকে কর্মবিরতিতে অংশ নেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকে স্কুল- কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি। এর জেরে সরকারি পরিষেবা কিছুটা বিঘ্নিত হয়।

তিলোত্তমার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচেই, মৃদু শীতের আমেজ দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব কেটে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা সামান্য কমেছে। মঙ্গলবার সকালেও কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে। তিলোত্তমার তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের নীচেই। এবার ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়তে পারে। তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার প্রাক্কালে মঙ্গলবার সকালেও শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। ঠান্ডা ছিল দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের নীচেই, এদিন তিলোত্তমার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। এদিন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে এবার বাড়তে পারে তাপমাত্রার পারদ। স্বাভাবিকভাবেই কিছুদিনের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিদায় নেবে শীত। উত্তরবঙ্গে অবশ্য আরও কয়েকদিন শীতের আমেজ বজায় থাকবে।

গ্রামীন এলাকার রাস্তা সংস্কারের কাজের উপরে কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্নীতি রুখতে রাজ্য সরকার গ্রামীন এলাকার রাস্তা সংস্কারের কাজের উপরে কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যে সব রাস্তা সংস্কারের কাজ করা হবে সেগুলিকে বাধ্যতামূলক ভাবে জিও ট্যাগিং করতে হবে বলে জানিয়ে পঞ্চায়েত দপ্তরের তরফে সব জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাস্তা সংস্কারের কাজের প্রশাসনিক অনুমতির জন্য জেলাশাসকদের আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পঞ্চায়েত দপ্তরে তার তালিকা পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। আগামী ২৭ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সাড়ে আট হাজার কিলোমিটার রাস্তার দরপত্র ডাকার প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলতে হবে। দরপত্র ডাকার ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিকে বাদ রেখে বিডিও, মহকুমাশাসক বা জেলাশাসকের তরফে সরকারি ভাবে দরপত্র ডাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কিশনগঞ্জে বেসরকারি স্কুল শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

কিশনগঞ্জ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বিহারের ফরবেশগঞ্জ সদর থানা এলাকার ফৌজি কলোনীতে এক বেসরকারি স্কুল শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃত শিক্ষকের নাম সুমিত কুমার ঝা (২৫)। সোমবার রাতে শোবার ঘরে থেকে ঝুলন্ত দেহটিকে উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে শিক্ষককে। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ফরবেশগঞ্জ সদর হাসপাতালে। জানা গেছে, বিহারের ফরবেশগঞ্জ সদর থানা এলাকার ফৌজি কলোনীতে এক ভাড়াবাড়িতে থাকতেন বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক সুমিত কুমার ঝা। মঙ্গলবার সকালে শিক্ষক নিজের শোয়ার ঘরে সিলিং ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় বাড়ির লোকেরা। বাড়ির মালিক রাম তনুক যাদব কোনভাবে ঝুলন্ত দেহটি দেখতে পেয়ে ফরবেশগঞ্জ পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহটি উদ্ধার করে ও ময়নাতদন্তের জন্যে ফরবেশগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়। এই থানার আই সি আফতাব আলম জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই ঘটনার সত্যতা জানা যাবে। কেননা মৃতের পরিবারের অভিযোগ সুমিতকে কেউ হত্যা করে ফ্যানে ঝুলিয়ে দিয়েছে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

থাবা বসিয়েছিল আলঝাইমার, দোতলার ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ বৃদ্ধের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ভরদুপুরে চারপাশ যখন শান্ত, তখনই আচমকা বীভৎস শব্দ। আওয়াজ শুনেই ছুটে যান আশপাশের বাসিন্দারা। তাঁরা দেখতে পান রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন এক বৃদ্ধ। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তবে শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিউ টাউনের ঘটনা। মঙ্গলবার দুপুরে ওই বৃদ্ধ নিজের বাড়ির দোতলা থেকে ঝাঁপ দেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই ব্যক্তি। মৃতের নাম শঙ্কর কুমার বিশ্বাস (৭১)। ঘটনাটি ঘটেছে, নিউ টাউনের বিসর্জন ঘাটের কাছে ডিডি ব্লকের ১০৮ নম্বর বিল্ডিং-এ। টেকনো সিটি থানার পুলিশ তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে ওই ফ্ল্যাটে থাকতেন বৃদ্ধ। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তিনি আলঝাইমার রোগে আক্রান্ত ছিলেন বলেও জানা গিয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ হঠাৎই হুড়োহুড়ির শব্দ পেয়ে ছুটে যান তিনি। জানতে পারেন, বৃদ্ধ ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ দেন। নীচে পড়তেই তাঁর মাথা সহ গোটা দেহ রক্তে মেখে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছেন দীর্ঘদিন ধরে শঙ্করবাবু শারীরিক ও মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তবে তাঁর ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। দিন কয়েক আগেই সেক্টর ফাইভে একটি বহুতলের ১৫ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন এক তথ্য প্রযুক্তি কর্মী।

চোরাচালানের চেষ্টা বানচাল, সীমান্তে ৪০০ বোতল ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে এবং পৃথক ঘটনায় ৪০০ বোতল নিষিদ্ধ ফেনসিডিল সহ একজন চোরাকারবারীকে আটক করেছে বিএসএফ জওয়ানরা। বাজেয়াপ্ত ফেনসিডিল বোতলের আনুমানিক মূল্য ৮২ হাজার ১২৪ টাকা। মঙ্গলবার বিএসএফের দেওযয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রথম ঘটনাটি দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের হাকিমপুর সীমান্ত এলাকায়। আন্তর্জাতিক সীমান্তে এক চোরাকারবারীর সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করেন জওয়ানরা। বিএসএফ জওয়ানদের দেখে চোরাকারবারি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাকে আটক করলে তার কাছ থেকে ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার হয়। আরেকটি ঘটনায় সীমান্ত চৌকি আংরেলের। তল্লাশি অভিযানের সময় ১৫৮ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা এলাকা থেকে ৩৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৭৬ সংখ্যা, বুধবার, ১ ফাগুন, ১৪২৯

কমছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করার মানসিকতা কমতে শুরু করে দিয়েছে। শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না পরিবার। তার একটি মাত্র কারণ পশ্চিমবঙ্গে কোনও চাকরি নেই। একমাত্র শ্রম দেওয়া ছাড়া। শ্রম দেওয়ার বিনিময়ের কাজ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মেধার বিনিময়ে চাকরি পাওয়ার খুব একটা দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। কিছু চাকরি রয়েছে সেক্টর ফাইভে। তারপরে বেশির ভাগ চাকরি পদ শূন্য থাকলে সেখানে নিয়োগ নেই। তার ফলে প্রতিটি পরিবার এখন বলতে গেলে হতাশ। তার বহির্প্রকাশ দেখতে পাওয়া গেল এবরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখা গতবারের চেয়ে প্রায় চার লক্ষ কমে গেছে। চার লক্ষ ছাত্র কম থাকার ফলে ধরে নেওয়া হচ্ছে য়ে শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল তা ক্রমশ তলানির দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। চাব লক্ষ ছাত্র এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করছে না সেটা কিন্তু শিক্ষা দফতরের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে যদি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার হাল ক্রমশ কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে ছাত্রদের সংখ্যা বেশি। কলকাতায় বেশির ভাগ ছাত্ররা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ে। আর গ্রামোর অধিকাংশ পরিবার বাংলার মাধ্যম স্কুলে পড়ে। তার ফলে গ্রামাঞ্চলে বাংলার মাধ্যমে স্কুলে ছাত্রদের সংখ্যা বেশি দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতার বেশ কয়েকটি নামকরা বাংলা মাধ্যম স্কুল রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে হেযার স্কুল, হিন্দু স্কুল, বিধান নগরের বেশ কয়েকটি সরকারি স্কুলসহ আরও কয়েকটি। শহরের সরকারি স্কুলে ছাত্রের সংখ্যা বেশি হলেও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বাংলার মাধ্যম স্কুলে ছাত্র নেই বলতে গেলে চলে। আগেকার মতো ছাত্রদের ভিড় নেই মিত্র স্কুলে। আগেকার মতো ছাত্রদের ভিড় দেখতে পাওযা যায় না বহু সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে। সরকারি স্কুলে ছাত্র রয়েছে। তবে তা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। সরকারি স্কুলে ছাত্ররা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে চলে যেতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি ধঁকুতে শুরু করেছে। এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক ধাপে চার লক্ষ কম হওয়ার ফলে শিক্ষা দফতরের প্রশাসনিক কর্তারা মাথায় হাত দিয়ে ফেলেছে। এর একটি কারণ বলে উল্লেখ রা হচ্ছে যে অনলাইন চালু হওয়ার ফলে বহু ছাত্রদের অনলাইন শিক্ষা চালু করা সম্ভব হয়নি। শিশুদের সঙ্গে স্কুলের সংযোগ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল অনলাই ক্লাস চালু হওয়ার সময়ে। তার ফলে ছাত্রদের একটি মানসিকতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল য স্কুলে না গিয়েও পড়াশুনা করা যেতে পারে। তার ওপরে যেভাবে শিক্ষা ওপরে বারবার আঘাত আসতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে অভিভাবকেরা। তারা বলতে গেলে এই সব দৃশ্য দেখে একেবারে হতাশ বোধ করতে শুরু করেছে।

নজরদারি বৃদ্ধি পাচ্ছে

শুধু জনগণ নয়, এবারে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপরে নজরদারি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন করার পর জনপ্রতিনিধিদের স্মার্ট কার্ড ভিত্তিক পরিচয়পত্র বহন করতে হবে। এই পরিচয়পত্রে মাইক্রোচিপের মধ্যে থাকবে সংরক্ষিত থকবে ব্যক্তির সমস্ত পরিচয়। প্রত্যেক জনপ্রতিনিধিদের কাছে তাদের বায়োমেট্রিক সহ যাবতীয় তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে। নতুন সংসদ ভবনে প্রবেশ করতে গেলে এখন থেকে শুরু করা হয়েছে 'ফেশিয়াল রেকগনিশন'। মুখের ছবি দিয়ে চিনতে পারার প্রযুক্তি চালু করা হবে। বিরোধী বলতে শুরু করে দিয়েছে যে পদ্ধতি গ্রহণ করে অপরাধদের শনাক্ত করা হয় থাকে তা একন জনপ্রিতিনিধিরে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার নাম করে যেভাবে সর্বত্র নজরদারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা খুবই উদ্বেগজনক বলা যেতে পারে। এর ফলে একটি অবিশ্বাসের একটি বাতারণ তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র। বিশ্বাস বলে একটি শব্দ চালু ছিল। তা অচিরেই লোপ পেতে শুরু করে দিয়েছে। সভ্যতা যত এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে ততই অবিশ্বাস ক্রমশ মনের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এখন প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে সিসিক্যামেরা ল্যগাানো রয়েছে। এটা অবিশ্বাস থেকেই এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করার ওপরে ক্রমশ মানুষ ঝোঁক দিতে শুরু করে দিয়েছে। দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ বা সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাবস্থা গ্রহণ করার মধ্যে যুক্তি সংগত কারণ থাকতে পারে। কিন্তু তারপরে যেভাবে গেপাস্যাসের মধ্যে নজরাদির প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল যা নিযে সরকার এখনও চুপ করে বসে রয়েছে তা নিশ্চয় উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। এখন রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধরন পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছে। প্রযুক্তি সাহায্যে এই ধরনের কাজ সহজ হতে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে নজরদারি ব্যবস্থা বিস্তৃত হতে শুরু করেছে। সরকারে প্রতিটা পদক্ষেপ আইন মাফিক করা হচ্ছে। ভারতে বর্তমান যেসব আইন রয়েছে সুরক্ষার নামে তা কিন্তু আসলে ঔপনিবেশিক আইন। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পরও এই সব আইন পরিবর্তন করার কি প্রয়োজন ছিল না? আজকে ভারববাসীরা আতঙ্কিত হতে শুরু করেছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারত ক্রমশ নজরদারি রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

তোমার ভাষা যদি কুৎসা কলঙ্কজড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে, তবে যেন কারো প্রতি কোনো মতামত প্রকাশ না করে। আর মনেমনে তুমি নিজ স্বভাবকে ঘৃনা করতে চেষ্টা করো এবং ভবিষ্যতে কুৎসানরক ত্যাগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি।

সমকামী বিবাহ মামলা সুপ্রিম কোর্টে

রবীন্দ্রকুমার শীল

সমকামী বিবাহ মামলা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে উপস্থিত হল। সমকামী বিবাহ করার অধিকার অর্জন করতে চায় তাই নিয়ে মামলা শুরু হয়েছে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৩৭৭ ধারা প্রত্যাহার করা সুপ্রিম কোর্টের সেই ঐতিহাসিক রায়ে অপরাধ তকমা মুক্ত হয়েছিল সমকামিতা। কিন্তু সমকামিতা বিবাহ আইন স্বীকৃতি লাভ করলেও দৈনন্দিন জীবনে অপমান হেনস্থা হতে হচ্ছে সমকামীদের। লিঙ্গ রুপান্ত্ন্তরকামীদের এক সময়ে যেরকমভাবে অপমানিত হতে হয়েছিল সমাজের আজকে সেই রকম সমকামীরা অপমানিত হতে শুরু করে দিয়েছে। গত নভেম্বর মাসে দুই সমকামীদের বিবাহ ব্যাপারে দেশের শীর্ষ আদালত অবহিত হয়েছিল। সমকামীদের বিবাহ নিয়ে যখন আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্মান, ফ্রান্স এর মতো বিত্তশালী দেশের প্রশাসন মেনে নিয়েছে সেখানে আজও ভারতে তা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মীয় নেতাদের তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে সুপ্রিম কোর্ট ও বাপারে শুনানি গ্রহণ করছে বলে মত দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী বলেছেন, সমকামীরা বিয়ে করলে দেশে শীর্ষ আদালত বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তবে বিবাহকে আইনসিদ্ধে পরিণত করতে হবে। শীর্ষ আদালত এ ব্যাপারে মান্যতা দিলে এর পরে

সরকারকে সংসদে আইন সংশোধন করে সমকামী বিবাহকে আইনসিদ্ধে পরিণত করতে হবে। তবে শীর্ষ আদালত বিবাহ করার ব্যাপারে আইনী স্বীকৃতি দিলেও সমাজ তা কতখানি গ্রহণীয় হয়ে উঠবে তা ভবিষ্যত বলতে পারে। তবে সমাজ তা গ্রহণ করতে ধীর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। সমাজ এই বিবাহকে মান্যতা নাও দিতে পারে। সমাজকে বাধ্য করানো আদালতে কাজ নয়। তবে দেখতে পাওয়া গিয়েছে, আদালত যখনই কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা সমাজ মেনে নেয়। তবে এক্ষেত্রে সমাজ কতখানি প্রস্তুত থাকবে তা বলা খুবই মুশকিল। সমকামী বিবাহ কেন হচ্ছে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করার খুবই প্রয়োজন। সেখানে দেখতে হবে কেন সমকামীরা নিজেদের মধ্যে বিবাহকে বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। বিশ্বে আজ ৩৩ টি দেশে সমকামী আইনসিদ্ধে পরিণত। এশিয়ার একটি মাত্র দেশ তাইওয়ানে এই বিবাহ স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই ভারতের এলজিবিটিকিউ সমাজ এখন আদালতের দিকে তাকিয়ে। সমকামীরা বলেছে যে তারা সমকামী এই পরিচয় পাওয়ার পর দেখতে পাওয়া গিয়েছে অপমান হেনস্থা এবং ঘাড়ধাক্কা দেওয়া শুরু করেছে সমাজ। সবচেয়ে বেশি হেনস্থা হতে হয়েছিল পরিবার থেকে। পরিবারের পিতা মাতারা এটাকে এখনও ভালোভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। পরিবার সমকামী বিবাহকে স্বীকৃতি দিতে একেবারে নারাজ। তারা চেষ্টা করছে সমকামী বিবাহকারীদের সমাজ থেকে বহিস্কৃত করতে এবং সমাজও চাইছে এদেরকে একঘরে করে দিতে। তার ফলে সমাজ থেকে কোনও রকম সহযোগিতা পাওয়া অসম্ভব হচ্ছে। চাকরি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিটা মুহূর্তে তারা বাঁকা কথা, ঠাট্টা বিদ্রুপের শিকার হচ্ছে। এর হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে এখন দেশের শীর্ষ আদালতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।তবে সরকারের সদইচ্ছা থাকার খুবই প্রয়োজন। সমকামীদের যোগ্যতানুারে তাদের সরকারি চাকরি সুরক্ষিত করার উপরে জোর দেওয়া দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন কবে তা এখন বলা একেবারে অসম্ভব হচ্ছে। তবে সবাই বলতে শুরু করে দিয়েছে যে মার্চ এপ্রিল মাসেই পঞ্চাযেত নির্বাচন শুরু হতে পারে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এবারে জোড়জোড় করতে শুরু করে দিয়েছে সিপিএম, কংগ্রেস, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি দল। ইতিমধ্যে বিজেপি দলের শীর্ষ নেতারা দিল্লি থেকে আসতে শুরু করেছেন। তারা বিভিন্ন জেলা সফর করছেন। বিজেপি দলের হয়ে প্রচার করতে শুরু করেছেন বটে তবে তাদের মুখ থেকে এখন পঞ্চায়েত নির্বাচনের হাওয়া উঠে নি। তবুও সব দল পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এদিকে শাসক দলের তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী জেলা সফর করতে শুরু করেছে।তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার সভাপতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে দলীয় বৈঠক হয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এবারে বলেছেন, এবারে দলের নিঃস্বার্থ কর্মীদের পঞ্চায়েত নির্বাচনের টিকিট দেওয়া হবে। যারা দলের হয়ে এবং গ্রামের পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়নের কাজ করতে আগ্রহী তদেরকে প্রার্থী করার

ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত স্তরে কোনও রকম দুর্নীতিকে বরধাস্ত করা হবে না। এদিকে রাজ্য সিপিএম দলের সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছেন, এবারে পঞ্চায়েত স্তরে তাঁর দল ভালো ফল করবে। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম দলের সঙ্গে কংগ্রেস জোট করবে কিনা তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে পঞ্চায়েত নির্বানচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস দল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। 'ভারত জোড়ো' পদযাত্রার ওপরে বেশি করে জোর দিয়ে বলতে শুরু করেছে ভারত ভাগ হওয়ার চক্রান্তকে রুখবে। কৃষকদের কথা ভাবতে হবে। তারা কৃষকদের জীবন জীবিকা রক্ষা করার ব্যাপারে ইস্তাহার প্রকাশ করবে কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচন কালে তা জানতে পারা গিয়েছে। সিপিএম দল এবারে কৃষক শ্রেণিদের কথা ভাবছে। বিজেপি দলের থেকে বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী কৃষি বিমা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যা সফলতা লাভ করেছে। বিজেপি দল দেশ থেকে দাবিদ্র দূরীকরণ করার প্রচেস্টা করছে। তৃণমূল কংগ্রেস দলের নেত্রী বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজের টাকা আটকে রেখে দিয়েছে। তার ফলে একশো দিনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। একশো দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম ছিল। তা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার ফলে আটকে যাচ্ছে। তৃণমূল সরকার ক্ষুদ্র শিল্প, হস্তশিল্প, গ্রামীন শিল্পকে রক্ষা করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এবারে পঞ্চায়েত ভোটে সেই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে। শাসক দলই পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়লাভ করবে বলে নিশ্চিত নেত্রী।

পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দল

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে যেভাবে শাসক দল থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে এখন থেকেই তা দেখে মনে হচ্ছে এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে লড়াই তুঙ্গে উঠতে থাকবে। সিপিএম দল এবারে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। এতদিন ধরে তারা গ্রামাঞ্চলে প্রচার করতে পারেনি দুস্কৃতিদের জন্য। বেশির ভাগ সিপিএম দলের কর্মীরা বসে গিয়েছিল। তারা প্রকাশ্যে বের হয়ে দলীয় প্রচার করতে পারেনি। এবারে কিন্তু সিপিএম দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। তিন জনসংযোগ বৃদ্ধি কররা দিকে বেশি করে মনোনিবেশ করতে শুরু করেছে। তার ফলে গ্রামাঞ্চলে একন বাম দলের মিটিং মিছিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বলতে শুরু করেছে গত পঞ্চায়েত কালে যেসব উন্নয়নের কাজ এখনও বাকি পড়ে রয়েছে সেই সব কাজগুলিকে আগে উদ্ধার করা হবে। তার পরে অন্য দিকে নজর দিতে হবে। পঞ্চায়েত উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বরাদ করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়তে উন্নয়নের কাজ ভালো ভাবেই এগোতে থাকবে। সেখানে বড়একটা দুর্নীতি দেখতে পাওয়া যায় না। তার কারণ হচ্ছে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা সবাই গ্রামের স্থানীয় অঞ্চলের মানুষ। ফলে পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তা ঘাট নির্মাণ, একশো দিনের কাজ, বিদ্যুৎ আনয়ন, পুকুর সংস্কার করা, বাঁধ নির্মাণ থেকে শুরু করে কৃষি জমি রক্ষা করার দিকটা দেখভাল করতে হয়। খাস কৃষি জমি যাতে বসত জমিতে পরিণত না হতে পারে তার দিকেও নজর রাখতে হয়। বালি তোলা নিয়ে সমস্যা তো রয়েছে। চোরা পথে বালি তোলা নিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যদের যারপরনাই নাস্তানাবুদ হতে হয়। সব দিকগুলিকে খতিয়ে দেশে দুর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। তবে ত্রিপুরা বা আসামের সাধারণ নির্বাচন শেষ হলেই কি পঞ্চিময়বঙ্গের পঞ্চায়তে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে তা নিয়ে রাজনৈতিক দলের নেতারা দ্বন্ধে রয়েছে। নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন করা নিয়ে কোনও আলোচনা সভা ডাকেনি। এখনও পর্যত জানতে পারা গিয়েছে দিল্লি নির্বাচনী সদর দফতর থেকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়তে নির্বাচন করার ব্যাপরে তোড়জোড় করার কোনও আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সবাই মন করতে শুরু করে দিয়েছে যে এপ্রিল মা মে মাসের কোনও একটি সময়ে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন। বিরোধী দলের নেতাদের মুখ গিয়ে কোনও নির্বাচনী কথা বার্তা বতে শোনা যাচ্ছে না। তবে রাজনৈতিক তর্জা সমানে চলতে শুরু করে দিয়েছে। কৃষকদের সংঙ্গে জনসংযোগ রাখতে শুরু করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্তরের দলীয় নেতারা। পঞ্চায়েত রাজে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির দিকে বেশি করে মনোনিবেশ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে সরকারি সূত্রে।

বিতর্কিত ভারতীয় বংশোদ্ভুত পরিচালক সাধনা সুব্রহ্মণ্যম

ব্রিটেনের চলচ্চিত্র পরিচালক সাধনা সুব্রহ্মণ্যম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করে সারা বিশ্বে আলেড়ন ফেলে দিয়েছেন। 'ইণ্ডিয়া ঃ দ্য মোদি কোয়েশ্চন' সম্প্রচার করে সারা বিশ্ব জুড়ে একন তোলপাড়। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর তথ্য চিত্রটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ব্রিটেনে জন্ম গ্রহণ করেছেন সাধনা সুব্রহ্মণ্যম। ভারতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন যার নাম রয়েছে 'ইণ্ডিয়া'জ ফরবিডেন লাভ ঃ অ্যান আনার কিলিং অন ট্রায়াল'। এমি পুরস্কার লাভ করার জন্য মনোনীত হয়েছিল ছবিটি। ছবিতে মুখ্যস্থানে রয়েছে এক তরুণী বধুঁ। যার স্বামীকে পরিবারের সন্মানার্থে খুন করা হয়। স্বামী হত্যার বিচার চালাচ্ছিলেন সেই তরুণী। ছবি তৈরি করার সময়ে তিনি জানিয়েছিলেন জাত-বর্ণ কীভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে তা নিয়ে আরও ছবি তৈরি করতে চান। বিতর্কিত ছবি করাই তাঁর নেশা যা মোদিকে নিয়ে ছবি করে তিনি সবাইকে বিতর্কিত দর্শকে পরিণত করেছেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনও পর্যন্ত মোদির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলিউড অভিনেত্রী জিয়া খানকে কেন্দ্র করে একটি ছবি করতে চান। পুলিশ তদন্তে এটা একটি আত্মহত্যা। অনেকে তা মানতে চান না। সাধনা বিশ্বাস করেন যে সমাজ পাল্টানোর অস্ত্র হিসাবে সিনেমার গল্প বলার ধরন অতি গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতির জালে জড়িয়ে পড়া মানুষকে নিয়ে তিনি ছবি করতে ভালোবাসেন। ছবি যত বিতর্কিত হবে ততই ছবির মান বৃদ্ধি হতে থাকবে। নিছক ছবি করাটা তাঁর পচ্ছন্দ নয়। সত্যের সন্ধান করাটাই তাঁর আসল কাজ। সত্য মিথ্যা বিচার করুক দর্শকেরা। দর্শকদের হাতে ছবি বিচারের রায় তুলে দিতে চান তিনি।

বসন্ত নতুন কবিতা লেখার, প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার ঋতু

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বসন্তের আগমনী বার্তা নিয়ে আসে কোকিলের কুহুতান। তার সঙ্গে সবুজ পাতা থেকে উঁকি দেওয়া আমের মুকুল। বসন্তের ডাক কি ভাবে আসে তা বলা মুশকিল। তবে প্রকৃতি যখন তার দখিন দুয়ার খুলে দেয় তখন প্রেমের বার্তা নিয়ে মিষ্টি বাতাস বয়ে যায় আর তখনই আমরা বলি 'বসন্ত এসে গেছে'। ঋতুর পালাক্রমে আজ ১লা ফাল্গুন, বসন্তের প্রথম দিন। ঋতুরাজ বলা হয় বসন্তকে। কেন তা বলা হয়। নিষ্প্রাণ প্রকৃতিতে রাজার বেশে যে এসে প্রাণ সঞ্চার করে তাই তাকে এই বাবে নামকরণ করা হয়েছে। শীতে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। কুয়াশা আর কম বৃষ্টির কারণে জমে ধুলোর রাজত্ব। গাছগুলো ন্যাড়া মাথায় অপেক্ষায় থাকে ফাল্গুন মাসের। গাছে গাছে নতুন পাতা গজায় বসন্তকালে। চারদিক মুখরিত হয় ফুল আর প্রজাপতির মেলবন্ধনে। চেনা অচেনা পাখিরা সুর তোলে কণ্ঠে। মানবিক জীবনে বসন্ত খুব একটা প্রভাব না ফেললেও পশু-পাখি সর্বোপরি প্রকৃতির জন্য ঋতুটি বেশ গুরুত্ব রাখে। এই সময় অনেক পশুপাখি মিলন ঘটায় এবং নতুনের জন্ম হয়। নতুন গাছের জন্ম হয় এই ঋতুতে। ফুলের ঋতু বসন্ত। এই ঋতুতে বাতাসের মাধ্যমে ফুলের রেণু ছড়িয়ে পড়ে। আর তাই এই ঋতুতে ফুল হয় বেশি। নানা রঙা ফুলে এসময় আপন সৌন্দর্যে সাজে প্রকৃতি। ফুলের সঙ্গে বসন্তের প্রেম বেশ গভীর। বসন্তের ফুল বলতেই পলাশ, শিমুল আর কৃষ্ণচূড়া। এই ঋতুতে আরও ফোটে অশোক, আকড়কাঁটা, হিমঝুরি, রক্তকাঞ্চন, দেবদারু, নাগেশ্বর, মহুয়া, মাদার, শাল, স্বর্ণশিমুল ইত্যাদি। বসন্তে প্রকৃতি চঞ্চল হয়ে ওঠে। শীতের খোলস ছাড়িয়ে নবরূপে জাগ্রত হয় বৃক্ষরাজি। পলাশ, শিমুল আর কৃষ্ণচূড়ার লাল রঙে রঙিন হয়ে ওঠে গ্রামশহর, বনবাদার। প্রকৃতিতে যেন রঙের আগুন লাগে। বাসন্তি রঙের উজ্জ্বলতা আরও খানিকটা বাড়িয়ে দেয় গাঁদা ফুল। এসময় ঘাসের ওপর পা মাড়াতেও যেন কষ্ট লাগে। কারণ সেখানে ফুটে থাকে গুল্ম ঘাস ফুল। পরিত্যক্ত জলাশয়ের বুকেও কলমি ফুল উঁকি দিয়ে জানান দেয়, প্রকৃতিকে সাজিয়ে তুলতে তারাও পিছিয়ে নেই। বসন্ত ঋতুতে সবচেয়ে বেশি পাখির গান শোনা যায়। দলের নেতৃত্বে থাকে সুরেলা কণ্ঠের কোকিল। উঁচু গাছের মগডালে বসে, নিজেকে আড়াল করে সারাদিন কুহু কুহু করে যায় সে। কোকিলের সেই গানে বিমোহিত হয় মানুষের মন, বিরহী মন হয়ে ওঠে উতলা। এসময় দেখা মেলে বসন্তবৌরি, ভিমরাজ, বুলবুলি, শালিকেরও। যুগ যুগ ধরে বসন্ত বিমোহিত করে গেছে কবি সাহিত্যিকদের। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বসন্তের রূপে মুগ্ধ হয়েই লিখেছেন 'আহা আজি এই বসন্তে, এত ফুল ফোটে, এত বাঁশি বাজে, এত পাখি গায়।'ভালোবাসার ঋতু বলা হয় বসন্ত। এই ঋতু নতুন কবিতা লেখার, প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার। এই ঋতু শূন্য হৃদয় ভরিয়ে দেয় নানা রঙে। মুছে দেয় মনের সমস্ত কষ্টের ধুলো। প্রকৃতিকে যারা ভালোবাসেন তাদের পছন্দের ঋতুর হল এই ঋতু।

সম্পাদক সমীপেষু

ভূমিকম্পে আমরা কতটা সচেতন

করোনার প্রভাব কমে যাওয়ার আগেই ভূমিকম্প নামক প্রাণঘাতী দুর্যোগের আঘাত ধেয়ে এল এ পৃথিবীতে। আধুনিক সময়ের সবচেয়ে বড় ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে একে বলা যেতে পারে। ২০২১ সালে হাইতিতে আঘাতের পর সাম্প্রতিক তুরস্ক ও সিরিয়ায় যে ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে তা শতাব্দীর ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বড় ধ্বংসাত্মক ঘটনা বলে মনে করেছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। আকস্মিক এ আঘাতে ৮ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ গিয়েছে। এবং আরো অসংখ্য প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। দেশজাতি ভেদাভেদ ভুলে উদ্ধার কাজে যোগ দিয়েছে অনেক দেশ, জাতি ও সংগঠন। ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের ফলে অবকাঠামো যেভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তুরস্ক ও সিরিয়ার রাজধানী শহরের বাইরে ভূমিকম্পের আঘাতে যে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে তা রাজধানী বা বড় শহরে ঘটলে ফলাফল কি হতো।

এখন প্রশ্ন হলো, যে ঘটনা তুরস্ক আর সিরিয়ায় ঘটেছে তা ভারতে হলে কী হতো? অবকাঠামো, জনজীবন ও পরিবেশের কতখানি ক্ষয়ক্ষতি হতো। এই প্রশ্নের উত্তর কি হতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে তুরস্ক ও সিরিয়ায় যে মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে তা ভারতে সংঘটিত হলে ক্ষতির মাত্রা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। আইনের অনুন্নয়ন, বাস্তবায়নে অধোগতি, আত্মসচেতনতার অভাব, লোভলালসা, পরিকল্পনার অভাব, কেন্দ্রীকরণ, পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণার অভাব, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা, দখলীকরণ, বিল্ডিং কোডের অবমাননা, বৈদ্যুতিক তারের ছড়াছড়ি, উদ্ধার কাজের জন্য অপ্রতুল রাস্তা ইত্যাদি সমস্যাগুলো নিয়ে সংকটজনক অবস্থার মুখোমুখি হতে হতো। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হলে, ডিজিটাল থেকে স্মার্ট ভারতের স্বপ্ন দেখতে হলে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রশমনে স্মার্ট চিন্তা ভাবনার বিকল্প নেই। প্রায় দুর্যোগের পূর্বাভাস জানা গেলেও ভূমিকম্প নামক প্রাণঘাতী দুর্যোগের সংকেত পাওয়া মুশকিল। সে জন্য প্রথমে প্রয়োজন নাগরিক জনসচেতনতা। সেই সঙ্গে ভূমিকম্প নিয়ে আধুনিক গবেষণা, বিল্ডিং কোডের কঠোর বাস্তবায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিবেশ আইন ও সচেতনতা, উদ্ধার কাজের জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জাম, দক্ষ উদ্ধারকর্মী, জরুরি ত্রাণ তহবিল গঠন অপরিহার্য। তবেই গিয়ে আমরা এই ধরনের দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবো। নচেৎ কখনই সম্ভব নয়। বেঘোরে প্রাণ যাবে আমাদের সকলের। তাই সেই দিকে খেয়াল রাখতে সরকারের প্রতি এই অনুরোধ রাখছি।

অমিতাভ দত্তরায়, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা।

নিকি হ্যালি আগামী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়বেন

১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ নাড়ির যোগ রয়েছে ভারতের। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার লড়াইয়ে তিনি যোগ দেবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। মঙ্গলবারই তাঁর 'একদা বস' ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা করলেন নিকি হ্যালি। নিঃসন্দেহে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বড় চমক হতে চলেছেন তিনি। ৫১ বছরের নিকি দক্ষিণ ক্যারোলিনার গভর্নরের দায়িত্ব সামলেছেন দু'বার। ছিলেন রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মার্কিন অ্যাম্বাসাডরও। এবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে নামার কথা জানিয়ে তাঁর ঘোষণা, আমি নিকি হ্যালি। এবং আমি প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে নামছি। এটা নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের সময়। আর্থিক দায়িত্ব থেকে সীমান্তের নিরাপত্তা এবং

দেশকে আরও মজবুত করা, আমাদের গর্ব ও উপলক্ষকে নতুন করে আবিষ্কার করার এটাই সময়। নিজেকে এক ভারতীয় অভিবাসীর গর্বিত কন্যা বলে এদিন দাবি করেন নিক। সেই সঙ্গে আমেরিকার ইতিহাসকে নতুন করে লেখার এটাই সময় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। একটি ভিডিও বার্তায় এই ঘোষণা করেন তিনি। উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়ার কথা ঘোষণা করা একমাত্র প্রতিনিধি হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত জানুয়ারি থেকে রীতিমতো প্রচারও শুরু করে দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ৭৬ বছরের নেতার দাবি, তিনি আগের চেয়েও বেশি রাগী এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবার তাঁকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন রিপাবলিকান নেত্রী নিকি। বরাবরই ট্রাম্পের কড়া সমালোচক তিনি। ট্রাম্পের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণেই ২০১৮ সালে আচমকা ইস্তফা দেন নিকি।

ফুলহার নদী থেকে প্রকাশ্যে বালি এবং মাটি কেটে বিহারে পাচারের অভিযোগ

তনুজ জৈন, মালদা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের এলাকায় বাড়ছে বালি ও মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে, নদী থেকে দেদার বালি এবং মাটি কেটে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে পাচার করে চড়া দামে বিক্রির অভিযোগ। প্রশ্নের মুখে প্রশাসনের ভূমিকা। সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। প্রশাসন এবং শাসক দলকে তুলোধোনা বিজেপির। পাল্টা বিজেপিকে খোঁচা তৃণমূলের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত খিদিরপুর এলাকার বাঙালি পাড়া দিয়ে বয়ে গেছে ফুলহার নদী। শীতকালে জল অনেকটাই শুকিয়ে যায় এই নদীর। অভিযোগ শুকিয়ে যাওয়া নদীর চড় প্রশাসনিক নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে অবৈধ ভাবে বালি এবং মাটি কাটার কাজ। ফুলহার নদীর অপর তীরে রয়েছে বিহার। অভিযোগ মাটি এবং বালি কেটে ট্রাক্টরে করে চলে যাচ্ছে বিহারে। সেখানে বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। এদিকে সমগ্র ঘটনায় তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলেছে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ এতে প্রত্যক্ষ ভাবে শাসকদলের মদত রয়েছে। অবৈধ ভাবে মাটি কাটা রোখার জন্য বিডিও, আইসি এবং ভূমি সংস্কার আধিকারিককে নিয়ে গঠন হয়েছিল ৩ সদস্যের কমিটি। সেই কমিটির ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন? পুলিশ সূত্রের খবর প্রশাসনের কাছে ডিসিআর কেটে বালি এবং মাটি কাটার কাজ চলছে। কিন্তু আইন অনুযায়ী নদীর মাটি কাটা যায় না। সে ক্ষেত্রে কি ভাবে ডিসিআর দিল প্রশাসন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। যদিও এই নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিকরা এই প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করতে চান নি। অন্যদিকে বিজেপির দাবি এতে তৃণমূলের মদত রয়েছে এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আর প্রশাসন তৃণমূলের হয়ে কাজ করে। তাই প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নিতে পারছে না। যদিও তৃণমূলের দাবি এই ধরনের ঘটনায় কোন রাজনীতি দেখা হবে না। অবৈধ ভাবে নদী থেকে মাটি কাটা হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাথে তৃণমূলের কটাক্ষ এই রাজ্যে বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই। তাই এই ধরনের ইস্যুকে আঁকড়ে ধরে জায়গা করতে চাইছে। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। মালদা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমান বলেন, এক্ষেত্রে রাজনীতির কিছু নেই। যারা অবৈধ ভাবে মাটি কাটবে প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। মমতা ব্যানার্জি কখনো কোন অবৈধ কাজ সমর্থন করে না। বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই বাংলায়। তাই এই ধরনের ইসুকে আঁকড়ে ধরে ঘুরে দাঁড়ানোর বৃথা চেষ্টা করছে। বিজেপির মালদা জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়া বলেন, এই রাজ্যের প্রশাসন এবং তৃণমূল এক। এক্ষেত্রে তৃণমূলের মদত রয়েছে বলেই প্রশাসন কিছু করতে পারছে না। মাটি মাফিয়াদের পেছনে রয়েছে তৃণমূল নেতাদের হাত। শাসকদলের মদত ছাড়া কেউ এত সাহস পাবে না। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় বারবার সামনে এসেছে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। বারবার অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অভিযোগ উঠেছে। শাসকদল এবং প্রশাসন মেনে নিয়েছে সে কথা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হয় মাটি কাটা বন্ধ করার জন্য। কিন্তু তারপরেও এই ধরনের অভিযোগ সামনে আসছে। এই ভাবে নদী থেকে মাটি এবং বালি কাটলে ভারসাম্য নষ্ট হবে পরিবেশের। বর্ষার সময় ফের ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হতে পারে এলাকাবাসী। তাই সকলের দাবি প্রশাসন দ্রুত উপযুক্ত পদক্ষেপ নিক।

টোল প্লাজায় দালাল রাজ বন্ধ করার হুশিয়ারি তৃণমূল নেতার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ টোল প্লাজায় কোন দালাল প্রবেশ করতে পারবে না, এমনই মন্তব্য করলেন মেমারীর এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নিত্যানন্দ ব্যানার্জি। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সরগরম রাজনীতি। মঙ্গলবার পালসিট টোল প্লাজার কর্মীদের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির ও পুলওয়ামায় শহীদ জওয়ানদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার সহ বিভিন্ন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক। মেমারি এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ও প্রচুর সাধারণ মানুষ। সেখানে বসেই এমন মন্তব্য করলেন নিত্যানন্দ ব্যানার্জি। তার মন্তব্যের জেরে একদিকে যেমন অস্বস্তির মুখে জেলার শাসকদলের নেতৃত্ব, অপরদিকে ফাঁপরে পড়েছেন বেশ কিছু জেলা প্রশাসনের আধিকারিক। কারন দীর্ঘদিন ধরেই পালসীটের টোল প্লাজায় কোটি কোটি টাকা দালালের মাধ্যমে আদায়ের অভিযোগ উঠে আসছিল। সূত্র মারফত জানা গেছে, ওই টাকার ভাগ পৌঁছে যেত অনেক রাঘব বোয়ালের কাছেই। অবৈধভাবে এই টাকা আদায় ছিল অনেক টা 'ওপেন সিক্রেট' এর মত। এটা অনেকেই জানতো, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু মুখ খুলতো না। এই প্রথম প্রকাশ্যে মুখ খুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের মেমারি ১ নং ব্লক সভাপতি। এই বিষয়ে বিজেপির পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সুধীর রঞ্জন সাউ জানিয়েছেন, তৃণমূল দলটা যে দুর্নীতিযুক্ত তা প্রতি পদে পদে প্রমানিত। মেমারি ১ ব্লকের সভাপতি প্রকাশ্য সভায় এটা বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে পালসিট টোল প্লাজায় অবৈধভাবে টাকা তোলা হয়, দালাল চক্র চলে। বর্ধমানের বালি মাফিয়ারা ওভারলোডিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন অসামাজিক ও আইনবিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত। এর সাথে তৃণমূল নেতারা যেমন যুক্ত তেমনি প্রশাসনের একাংশও যুক্ত রয়েছে। এ থেকে এটাও বোঝা যাচ্ছে গোষ্ঠী কোন্দলে জর্জরিত তৃণমূল কংগ্রেসের যে গোষ্ঠী ওই টাকার ভাগ পাচ্ছে না, তারাই এখন এই সবের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। পুলিশ-প্রশাসন চোখের সামনে এগুলো ঘটছে অথচ তারা হয় ধরতে পারছে না, না হলে তারা দুর্নীতি চোখের সামনে দেখেও না দেখার ভান করছে। পুলিশ-প্রশাসন যে ঠিক ঠাক কাজ করছে না তা তো এখন প্রমানিত। কারন ইডি, সিবিআই এই রাজ্যে এসে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করছে, অথচ পুলিশ প্রশাসন কিচ্ছু করে নি বা করতে পারে নি। আজ পুলিশ-প্রশাসন ঠিক ঠাক কাজ করলে রাজ্যে এত দুর্নীতি হতে পারত না। পালসীট টোল প্লাজার দালালদের এই অবৈধ টাকার ভাগ কার কার কাছে যেত তা খোঁজ নিয়ে দেখুক পুলিশ-প্রশাসন। দালালদের গ্রেফতার করুক পুলিশ এবং তৃণমূলের যে সব নেতারা এই দালালদের প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং টাকার ভাগ পকেটে পুরছে তাদের দ্রুত সনাক্ত করে গ্রেফতার করে গারদে ভরে দিক পুলিশ-প্রশাসন। তবেই সমাজ দুর্নীতিমুক্ত হবে বলে জানিয়েছেন সুধীর বাবু।

ছাত্রকে শোকজ নোটিশ বিশ্বভারতীর

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বভারতীর ছাত্র সোমনাথ সৌকে শোকজ নোটিশ ধরালো বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতী ছাত্রকে বিশ্বভারতী কর্তপক্ষের শোকজ নোটিশ ধরানোর পর সমালোচনায় মুখর বিভিন্ন মহল। সোমনাথ সৌ নামে বাম ভাবাদর্শের ওই ছাত্র সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে পল্লী সংগঠন বিভাগের রুর‍্যাল ম্যানেজমেন্টের ভর্তির সুযোগ পান। ওই ছাত্রের অপরাধ সমাজ মাধ্যমে বিশ্বভারতী কর্তৃক নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে বার বার অপমানজনক চিঠি দেওয়ার প্রতিবাদ করা। ওই ছাত্রের এই সোশ্যাল পোস্টের পরই তাকে কারণ দর্শানোর চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়েছে, কেন তার বিরুদ্ধে শৃংখলাভঙ্গের বিধি ব্যবস্থা প্রয়োগ হবে না। কারণ সম্প্রতি উচ্চ আদালতের এক আদেশ নামার বলে শর্ত সাপেক্ষে অর্থাৎ কর্তৃপক্ষকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার ভিত্তিতে বিশ্বভারতী ওই ছাত্রকে ভর্তি করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, সোমনাথ সৌ ওই পোস্টে প্রতিবাদ করে লেখে অমর্ত্য সেনকে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য টার্গেট করা হচ্ছে। তারপরই উপাচার্যর কু'নজরে পড়ে ছাত্রটি। যদিও আগে এই ছাত্রের ভর্তি নানা ইস্যুতে আটকে দেয় কর্তৃপক্ষ। সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন করা ছিল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ।

স্বেচ্ছাশ্রমে সংস্কার

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ফিতে কাটা, মিষ্টি মুখ কোনো কিছুই বাদ যায় নি। শুধু হয় নি রাস্তাটাই! রাজ্য ও কেন্দ্রের নিয়মের টানাপোড়েনের দীর্ঘ ভোগান্তির পর, বাধ্য হয়ে এলাকার মানুষ স্বেচ্ছাশ্রমে তৈরি করলো নিজেদের রাস্তা। চাঁদা তুলে রাস্তা সংস্কারে হাত লাগালেন গ্রামবাসীরা। যদিও বিডিওর দাবি রেলের অনুমতি না মেলায় রাস্তা নির্মাণ করা যাচ্ছে না। বীরভূম-মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী গ্রাম সালিসন্ডা, কুমারসন্ডা। বীরভূমের নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের নপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের লোহাপুর রেলগেট থেকে মুর্শিদাবাদের মোড়গ্রাম সীমান্তবর্তী সালিসন্ডা চার কিলোমিটার রাস্তা। রেল লাইনের ধার দিয়ে ওই রাস্তা চলে গিয়েছে। রেলের পক্ষ থেকে মাটি ফেলা হলেও সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যায় না। কারণ অধিকাংশ জায়গায় বড় বড় গর্ত। কোন বধূর প্রসব যন্ত্রণা হলে রাস্তাতেই প্রসব হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। রাস্তা সংস্কারের জন্য সরকারের বিভিন্ন দফতর ও এলাকার জনপ্রতিনিধিদের কাছে বারবার জানিয়েও হয়নি রাস্তা সারাই। তাই এবার চাঁদা তুলে রাস্তা সারাই শুরু করলেন গ্রামের মানুষ। মঙ্গলবার সকাল থেকে রাস্তায় পাথরের গুড়ো ফেলে রাস্তা সারাই করতে থাকেন গ্রামের মানুষ। গ্রামের বাসিন্দা সানাউল হক, টিটন শেখ, রতন শেখ, রেজাউল শেখরা বলেন, বছর দুয়েক আগে ঘটা করে রাস্তা সংস্কারের জন্য ফিতে কাটা হয়। নেতা মন্ত্রীরা মিষ্টি মুখ করেন। কিন্তু রাস্তা সংস্কার হয়নি। অথচ এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন পথচারিরা। স্কুলে যাতায়াত করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা। এদিকে সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই রাস্তা দিয়ে ওই এলাকার আটটি স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে যেতে হবে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের। সেকথা মাথায় রেখেই আমরা চাঁদা তুলে পাথরের গুঁড়ো কিনে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে রাস্তা সারাই এর কাজে হাত লাগিয়েছি। পঞ্চায়েত প্রধান এমদাদুল ওই রাস্তা করতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমরা সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে মাঝে মধ্যে পাথর গুঁড়ো ছড়াই। কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত নয়।

পূর্বস্থলীতে বিজেপির পাল্টা সভা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ দিন দুয়েক আগেই বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা জনসভা করেন পূর্ব বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী থানার মাঠে। মঙ্গলবার ওই একই মাঠে পাল্টা জনসভা করলো তৃণমূল কংগ্রেস। তারা বিজেপির দ্বিগুন কর্মী -সমর্থক এনে গোটা মাঠ ভরাল। প্রধান বক্তা ছিলেন তৃণমূল সাংসদ কাকলী ঘোষ দস্তিদার, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য্য, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, স্থানীয় বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মূলত রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা, একশো দিনের কাজে টাকার দাবী, দলীয় স্বার্থে সিবিআই, ইডি কে ব্যবহারের প্রতিবাদে এই সভার ডাক দেওয়া হয়।

ওরিয়েন্ট মুভিটোন কর্পোরেশান লিমিটেড

CIN: L92142WB1946PLC013138

রেজি অফিস ঃ ৯এ, এসপ্লানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯

সংক্ষিপ্ত বিবরণী অনিরীক্ষিত (স্বতন্ত্র) আর্থিক ফলাফল
ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্বতন্ত্র ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২২ অনিরীক্ষিত	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২২ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২১ অনিরীক্ষিত	বছর শেষে ৩১.০৩.২২ নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	২১.৮০	২৭.০৪	৩৫.১০	২২৩.৮৫
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পূর্বে)	(৬.১৬)	(৬৯.৯৯)	(১০.৬৭)	৭৪.১৭
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৬.১৬)	(৬৯.৯৯)	(১০.৬৭)	৬৮.৯৩
৪	মোট ব্যাপক আয় মোট কর	-	০.২৭	-	-
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে	(৬.১৬)	(৬৯.৯৯)	(১০.৬৭)	৬৮.৯৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩৬.৫৫	৩৬.৫৫	৩৬.৫৫	৩৬.৫৫
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- টাকা প্রতি) (মূল ও মিশ্র) (টাকা)	(১.৬৮)	(১৯.১৫)	(২.৯২)	১৮.৮৬

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ আর্থিক ফলাফল যা সম্পূর্ন করা হয়েছে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫।
দ্রষ্টব্য ঃ
১) উল্লেখিত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং তারপর অনুমোদিত হয়েছে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের এবং তাদের প্রতিনিধিদের সভায়, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।
২) প্রয়োজনীয় অনুসারী হিসাবে ধারা ৩৩ সেবি ((লিস্টিং অবলাইজেশান অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ বিধিসম্মত অডিটরগন সাময়িক পর্যালোচনা করেছেন ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ আর্থিক ফলাফল। এখানে উল্লেখিত মেয়াদের ফলাফলের নিরীক্ষণে কোন কোয়ালিফিকেশান নেই।

বোর্ডের তরফে
ওরিয়েন্ট মুভিটোন কর্পোরেশান লিমিটেড
স্বা /- গৌরব কানকারিয়া
ডিরেক্টর
DIN: 00389347

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

নিভাকা ফ্যাশান লিমিটেড

CIN : L52100WB1983PLC035857
রেজি. অফিস ঃ এএ-৪৭, সল্টলেক সিটি, সেক্ট.-১, বিএল-এএ, কলকাতা -৭০০০০৭
E-mail : btsyndicateltd1983

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ
বিবরণী ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২২ (লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.	বিবরণী	৩ মাস সমাপ্তে ৩১.১২.২২	পূর্বেকার ৩ মাস সমাপ্তে ৩০.০৯.২২	চলতি ৩ মাস সমাপ্তে পূর্ব বছরে ৩১.১২.২১	বছর থেকে তারিখ চলতি মেয়াদ শেষে ৩১.১২.২২	বছর থেকে তারিখ পূর্ব বছর সমাপ্তে ৩১.১২.২১	পূর্বেকার বছর সমাপ্তে ৩১.০৩.২২
	নিচের দ্রষ্টব্য দেখুন	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	(নিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে আয়						
	(ক) কারবার থেকে আয়	১১৫.৫২	৮১.৮	৩০৮.৯১	৩৫৯.২১	৮৪৮.৪৬	১২০০.৮৯
	(খ) অন্যান্য কাজে আয়	০.০৪	০	০.১	০.৮৬	০.৩৩	৩.১৩
	কারবারে মোট আয় (নিট)	১১৫.৯২	৮১.৮০	৩০৯.০১	৩৬০.০৭	৮৪৮.৭৯	১২০৪.০২
২	ব্যয়						
	(ক) দ্রব্যাদি ক্ষয়ে খরচ	০	০	০	০	০	০
	(খ) বানিজ্যিক মজুদ	২.৮৫	৩০.৩৭	২১৩.৬৯	৭৮.৫১	৩৪০.৪৯	৪৬০.৫২
	(গ) আভ্যন্তরীন সামগ্রীর পরিবর্তন, চলমান কাজ এবং বানিজ্যিক মজুদ	২৫.৫৪	-৭.২৯	-৬৮.২৯	-১২.৫২	১১৭.৭৯	১২৫.০১
	(ঘ) কর্মী সুবিধা ব্যয়	৩৫.৭৩	৩২.৬৬	২৩.৭২	৯০.০৭	৭৪.৫১	১১৯.৩৫
	(ঙ) ব্যয় এবং অবচয় বাবদ খরচ	৬.৭৮	৬.৭৮	৭.৬৫	২০.৮৭	২০.৯৩	২৮.৫৬
	(চ) আর্থিক ব্যয়	০	০	০	০.০০	০.০০	৩.৫৪
	(ছ) অন্যান্য ব্যয় (কোন সামগ্রীর ১০ শতাংশের মধ্যে মোট ব্যয়ের যা চলতি কারবারের সঙ্গে সম্পর্কিত পৃথকভাবে দেখানো হবে)	৩১.৮৫	৫৩.০৬	১৩০.৫৮	১৯৯.৪৭	৩০০.৬৩	৪৩৬.৪৪
	মোট ব্যয়	১০২.৭৫	১১৫.৫৮	৩০৭.৩৫	৩৭৬.৪০	৮৫৪.৩৫	১১৭৩.৪২
৩	লাভ / (ক্ষতি) কারবারে অন্যান্য আয়, আর্থিক ব্যয় এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের পূর্বে (১+২)	১৩.১৭	-৩৩.৭৮	১.৬৬	-১৬.৩৩	-৫.৫৬	৩০.৬
৪	ব্যতিক্রমী আইটেম	০	০	০	০	০.০০	০
৫	লাভ / (ক্ষতি) সাধারণ কারবারে করের পূর্বে (৩+৪)	১৩.১৭	-৩৩.৭৮	১.৬৬	-১৬.৩৩	-৫.৫৬	৩০.৬
৬	কর ব্যয়						
	চলতি কর	৩.২৯	০	০.৪১	০.০০	০.০০	-৪.৯
	বিলম্বিত কর	০	০	০	০.০০	০.০০	৩.১৪
৭	মোট লাভ / (ক্ষতি) সাধারণ কারবারে করের পর (৫+৬)	৯.৮৮	-৩৩.৭৮	১.২৫	-১৬.৩৩	-৫.৫৬	২৮.৮৪
৮	অসাধারণ আইটেম (মোট কর ব্যয় লক্ষ টাকা)	০	০	০	০	০.০০	০
৯	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (৭+৮)	৯.৮৮	-৩৩.৭৮	১.২৫	-১৬.৩৩	-৫.৫৬	২৮.৮৪
১০	সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) অংশ*	০	০	০	০	০.০০	০
১১	লঘু সুদ*	০	০	০	০	০	০
১২	মোট লাভ / (ক্ষতি) কর, লঘু সুদ এবং শেয়ারে লাভ / (ক্ষতি) পর সংযুক্ত (৯+১০+১১)*	৯.৮৮	-৩৩.৭৮	১.২৫	-১৬.৩৩	-৫.৫৬	২৮.৮৪
১৩	প্রদেয় ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু শেয়ারের সূচিত হবে ১ টাকা প্রতি)	১০২৬.৯	১০২৬.৯	১০২৬.৯	১০২৬.৯	১০২৬.৯	১০২৬.৯
১৪	১. শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেম পূর্বে) (- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে)						
	ক) মূল	০.০০৯	০	০	০	০	০.০২৮
	খ) মিশ্র	০.০০৯	০	০	০	০	০.০২৮
১৫	২. শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেম পূর্বে) (- টাকা প্রতি) (বার্ষিকীকৃত নহে)						
	ক) মূল	০.০০৯	০	০	০	০	০.০২৮
	খ) মিশ্র আর্থিক ফলাফলের অনুসঙ্গ দ্রষ্টব্য দেখুন	০.০০৯	০	০	০	০	০.০২৮

* একত্রীকরণ ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
দ্রষ্টব্য ঃ
১) উপরোক্ত ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে ৩১ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
২) বিধিসম্মত অডিটরগন সাময়িক পর্যালোচনা করেছেন এই আর্থিক ফলাফল এবং তাদের রিপোর্ট আনকোয়ালিফায়েড।
৩) উপরোক্ত ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ সঙ্গে সাময়িক পর্যালোচনা রিপোর্ট ও ঘোষনা সহ অনুমোদিত হয়েছে কোম্পানি বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে।
৪) ৩১.১২.২০২২ তারিখে উপরোক্ত ফলাফল প্রস্তুত হয়েছে আইএনডি এএস মোতাবেক।
৫) অনুল্লেখিত বিনিয়োগ উল্লেখিত হয়েছে বিবরণীতে অর্থের মূল্য হিসাবে।
৬) স্বল্প মেয়াদ ও দীর্ঘ মেয়াদ ঋণ ও অগ্রিম দাবির ভিত্তিতে প্রদেয় এবং অর্থের মূল্য হিসাবে।
৭) কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত হয়েছে ভারতীয় গননা গুনমান সহ যা উল্লেখ্য অধীন ধারা ১৩৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পড়তে হবে অনুসারী ধারা যা তারপর জারি হয়েছে অধীন এবং নিয়ম ও শর্তাবলী ধারা ১৩৩ সেবি ধারা, ২০১৫।
৮) কোম্পানি নিযুক্ত রয়েছে ''টেক্সটাইল সামগ্রী'' বানিজ্যে এবং রয়েছে একটি উল্লেখ্য বিভাগ অনুসারী হিসাবে আইএনডি এএস ১০৮ ''অপারেটিং সেগমেন্ট''।
৯) অনুসারী ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানি প্রকাশ করছে ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ফলাফল।
১০) পূর্বেকার মেয়াদের রাশি পুনস্থাপন করা হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে বর্তমান মেয়াদের রাশির সাথে সামঞ্জস্য করতে।

নিভাকা ফ্যাশান লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /- বাভিন জৈন
ডিরেক্টর
DIN : 00741604

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৩

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. [illegible] তারিখ: [illegible]। [illegible]

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

(HWH-410/2022-23)

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
EasternRailway Headquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

[illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।

(PR-1115)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন নোটিশ নং. [illegible]

(STORES-09/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
EasternRailway Headquarter

Office of The Para Gram Panchayet
Under Para Development Block
PO:Para, PS:Para, Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER 2nd Call of
No. 05/2022-23/15 th FC dated-13/02/2023
2nd Call of 06/2022-23/15 th FC dated-13/02/2023 &
2nd Call of 07/2022-23/15 th FC dated-13/02/2023

e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. (i) Date of Sale of tender documents: **13/02/2023 to 20/02/2023.** (ii) Last date of submission of e-tender with documents: on or before **20/02/2023 up to 6.00pm.** Date of opening of technical bid: **on 22/02/2023.** For further details please contact with the office of the Para Gram Panchayet.

Sd/- Pradhan
Para Gram Panchayet

E-TENDER NOTICE

Chairperson, Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Toilet Building at Kharial Health center in Ward No-02, Cement Concrete Road with sidewall & 3nos Culvert & Supply of Hand Tube Well Parts and Accessories for **E-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-177, 178,179/2022-23, Dated-15/02/2023.** Bid submission closing date (online)-**27/02/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in**. the official website of e-tender & **dankunimunicipality.in** the Municipal website & Office Notice Board.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

Government of West Bengal
Office of the Block Development Officer
Bishnupur-II Block & Executive Officer
Bishnupur-II Panchayat Samity
Tender Notice

NIT-140/2022-23, Dated-13/01/2023 Separate E-Tender are hereby invited by the Executive Officer, Bishnupur-II Panchayat Samiti, 24pgs(s). Date of closing of submission of bid – **23-02-2023.** Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Bishnupur-II Block & Executive Officer
Bishnupur-II Panchayat Samiti

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

রেজিস্টার অফিস ঃ গ্রেপ গার্ডেন, নং. ২৭, ৩য় ফ্লোর, ''এ'' ক্রস, ১৮ মেন, ৬ ব্লক, কোরামঙ্গলা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্নাটকা।
শাখা অফিস ঃ ৪ ফ্লোর, ঋষি টেক পার্ক, প্রিমিসেস নং. ০২০৩৬০, প্লট নং. ডিএইচ ৬ / ২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউটাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

অধিগ্রহণ নোটিস

এতদ্বারা, স্বীকৃত আধিকারিক উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক, অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ(প্রয়োগ) ধারা ২০০২ জারি করে ডিমান্ড নোটিস গ্রাহক/ সহ-গ্রাহক(দের) প্রতি গ্রাহককে জানানো যায় যে বকেয়া পরিশোধ করতে প্রতি নামের ভিত্তিতে সঙ্গে সুদ প্রযোজ্য হারে যা উল্লেখ রয়েছে উল্লেখিত নোটিসে এই নোটিস প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে, সঙ্গে পরবর্তী সুদ যা প্রযোজ্য, আনুষ্ঠানিক খরচ, মূল্য, দাবী ইত্যাদি পরিশোধ বা পুণরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত।

ক্র. নং.	লোন নং.	নাম গ্রাহক / সহগ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতা	১৩(২) নোটিস তারিখ / বকেয়া (টাকা)	অধিগ্রহণের তারিখ ও ধরণ
১.	৩৩৮৬২১০০ ৮০০০০০২৮	**১) রাজকুমার দাস** **২) লেখা দাস**	২১.১০.২০২২ / টাকা. ৩,২৪,৮৫৫.১১ ২০.১০.২০২২ তারিখে	০৮.০২.২০২৩ / প্রতীকী অধিগ্রহণ
		স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি পরিমাপ ০.৭৫ একর অবস্থিত মৌজা-রনগ্রাম, থানা-কান্দি, জেএল নং. ১৪, খতিয়ান নং. ৬৩৩, বর্তমান এলআর ১৭৬৬৫, দাগ নং. ১৭৪৩, জেলা-মুর্শিদাবাদ বং সমস্ত অগ্রগতি সহকারে। পরিসীমা ঃ পূর্ব-এসএইচ রোড, পশ্চিম-প্রদীপ দাস, উত্তর- গজল দাস, দক্ষিণ-কার্তিক দাস।		
২.	৩৩৮৮২১০০ ৮০০০০০০৩	**১) বেবি শ্রীবাস্তব** **২) মুকেশ কুমার শ্রীবাস্তব**	১৭.১১.২০২২ / টাকা. ৬,৯৪,৩৯৪.৭০ ১৭.১১.২০২২ তারিখে	১৩.০২.২০২৩ / প্রতীকী অধিগ্রহণ
		স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী সম্পত্তির পরিমাপ ২.১৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা-চৈনপুর, থানা-কানটি, থানা নং.-৪০০, খাতা নং.-৬, খেসরা নং.-৮৪০, সাব রেজিস্টারি-মজফরপুর, জেলা-মজফরপুর, শ্রীমতি বেবি শ্রীবাস্তব নামে। পরিসীমা ঃ উত্তর-মনোজ কুমার সিং, দক্ষিণ- নিজ ভেন্ডর, অবদেশ রাই, পূর্ব- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম-শকুন্তলা দেবী, শ্রীমতি বেবি শ্রীবাস্তবের মালিকানা বিক্রয় কোবলা অনুসারে, যার তারিখ-২৮.০৪.২০০৫ এবং রেজিস্টার রয়েছে এ.ডি.এস.আর. মজফরপুর যার ডিড নং. ১-৮৯১৯।		

এতদ্বারা গ্রাহক / সহ-গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতা, যা উপরিউল্লিখিত ব্যর্থ হয়েছে বকেয়া রাশি, নোটিস দেওয়া যায় উপরিউল্লিখিত গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে যে উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্কের স্বীকৃত আধিকারিক প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদ যা উপরে বর্নিত রয়েছে ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা ন্যস্ত অধীন ধারা ১৩(৪) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ উল্লেখিত ধারা উল্লিখিত তারিখে। গ্রাহক এবং সহ-গ্রাহক / বন্ধকদাতাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন সম্পদ পুণরুদ্ধারে। উপরি উল্লিখিত গ্রাহক / সহ-গ্রাহক / জামিদার / বন্ধদাতা বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে উল্লেখিত সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদ নিয়ে এবং কোন ধরণের লেনদেন হলে উল্লেখিত সম্পত্তিতে তার ওপর দাবী করবে উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক।

স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ ঃ ০৮.০২.২০২৩ ও ১৩.০২.২০২৩

স্বা /-অনুমোদিত আধিকারিক
উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

চ্যাম্পিয়ান কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড

পি-১৫, নিউ সিআইটি রোড, কলকাতা-৭০০০৭৩
ওয়েব ঃ www.championcommercial.in ই-মেল ঃ mumbai@singhaniagroup.com টেলি নং.+৯১ ৩৩ ২২৩৭২১৯০
CIN: L51909WB1982PLC034891

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত রূপ তিন মাস ও নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	তিনমাস সমাপ্তে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	তিনমাস সমাপ্তে ৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	তিনমাস সমাপ্তে ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	নয়মাস সমাপ্তে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয়মাস সমাপ্তে ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	কাজ থেকে মোট আয়	৫,১২২.৬৫	৫,৩৪৩.৫৯	৬,৭৩০.৬৮	১৬,৭৭১.৫৬	১৬,৪৪৭.৬৭	২১,১৬৬.৪৬
২	মোট লাভ মেয়াদে (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারন আইটেম)	১৩৬.৪৯	৫০.৩৯	৮০৫.০১	৫৭৯.০৯	১,৮২৯.১০	২,২৪৪.৭৭
৩	মোট লাভ মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারন আইটেম পরে)	১৩৬.৪৯	৫০.৩৯	৮০৫.০১	৫৭৯.০৯	১,৮২৯.১০	২,২৪৪.৭৭
৪	মোট লাভ মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারন আইটেম পরে)	১০০.৭৩	৩০.৯২	৫৯৩.৪৮	৪৩৯.৯৭	১,৩৭২.৯৯	১,৬৮২.২১
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে(সংযুক্ত লাভ মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	২১২.২৬	৫৭০.৯৬	৬১০.১৫	৭২১.৯৪	১,৮৯৯.৩৫	২,১৪৭.৮৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (দশ টাকা প্রতি) (চলতি এবং অচলতি আয় থেকে)	৫০.৩৭	১৫.৪৬	২৯৬.৭৪	২১৯.৯৮	৬৮৬.৪৯	৮৪১.১০

দ্রষ্টব্য ঃ কোম্পানির উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক ও নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা বোর্ডের এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ডের পরিচালনবর্গের সভায় ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যালোচিত হয়েছে কোম্পানির বিধিসম্মত অডিটর দ্বারা ভিত্তিতে ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ মোতাবেক।

বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বা /- গৌরব সিংঘানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও
DIN-01186568

স্থান ঃ মুম্বই
তারিখ ঃ ১৪.০২.২০২৩

SWASTIK PLYWOOD LIMITED

Regd. Office: "SHYAM TOWERS", EN-32, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata - 700091
CIN : L20291WB1985PLC038657

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31ST, 2022

Amount (Rs. in Lakh except EPS)

Particulars	Quarter ended 31.12.2022 Unaudited	Nine Months Ended 31.12.2022 Unaudited	Quarter ended 31.12.2021 Unaudited
Total Income from Operations (net)	5.02	8.68	2.50
Net Profit/(Loss) for the period (before tax,Exceptional and/or extraordinary items)	3.90	3.88	(1.77)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	3.90	3.88	(1.77)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	3.90	3.88	(1.77)
Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit/(Loss) .for the period(after tax) and other Comprehensive Income(after tax)]	3.90	3.88	(1.77)
Equity Share Capital	24.00	24.00	24.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet as on 31.03.2022			194.85
Earnings Per Share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations)	a) Basic: 0.48 b)Diluted: 0.48	a) Basic: 1.61 b)Diluted: 1.61	a) Basic:(0.74) b)Diluted:(0.74)

Note :
The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter ended 31st December, 2022 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

For SWASTIK PLYWOOD LIMITED
sd/-
Magan Lal Patel
WTD & CFO
DIN : 00529999

Place: Kolkata
Dated: The 14th day of February, 2023

স্পটলাইট বানিজ্য লিমিটেড

CIN : L65993WB1981PLC034252
রেজি. অফিস ঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৪ ৩১০০ । ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৫৪ ৩১৩০ । **Website :** www.spotlightvanijya.com । **E-mail :** kkothari@hngil.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক ও নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ (লক্ষ টাকায় শেয়ার প্রতি রাশি ছাড়া)

স্বতন্ত্র:

ক্র নং.	বিবরণী	তিন মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস শেষে ৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস শেষে ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে	১৮৫.৭৪	৪৫০.৬৯	৪৬৩.০৮	৮৮৫.১৩	১,৫০৭.৬৮	১,৬১৭.৮৯
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	৮০.৩৫	(১২.১৪)	৪০৫.৩৪	১৫৪.৮২	১,০৭৩.০৯	২৬১.৫৪
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	৮০.৩৫	(২০,৬১২.৪৪)	৪০৫.৩৪	(২০,৪৪৫.৪৮)	১,০৭৩.০৯	২৬১.৫৪
৪	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	২৭.৭৬	(২০,৭৩৮.৪১)	৯৮০.৬৩	(২০,৫৩৩.০৮)	১,৫৪১.৭৯	২১৮.১৯
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ এবং (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	১১.৫৬	(২১,৫১১.১৫)	৬৬৪.৭৩	(২২,০৭০.৪৬)	৩২০.৭৪	(৩,৪১৪.৭১)
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি)	৭০.৮৩	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪
৭	অন্যান্য ইকুইটি দেখানো হয়েছে অডিট ব্যালেন্স শিটে						৪৫,৭৬৪.৩৬
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	৩.৯২	(২,৯২৭.৭০)	১৩৮.৪৩	(২,৮৯৮.৭১)	২১৭.৬৫	৩০.৮০

একত্রীকরণ:

ক্র নং.	বিবরণী	তিন মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস শেষে ৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস শেষে ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে	৭২৩.৩৩	৯০৫.৭০	৬৬১.০৭	১,৯২৭.৮২	২,০৪৭.৭৮	২,৪৩৫.০০
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	৪২.৬১	৭৬.৭৫	৩১৪.৭৮	৮৫.৫৫	৮৩৩.২৪	৫৪৭.৮৬
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	৪২.৬১	(২০,৫২৩.৫৫)	৩১৪.৭৮	(২০,৫১৪.৭৫)	৮৩৩.২৪	৫৪৭.৮৬
৪	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৯.৯৮)	(২০,৬৪৯.৫২)	৮৯০.০৭	(২০,৬০২.৩৫)	১,৩০১.৯৪	৫০৪.৫১
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ এবং (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	(২৬.১৮)	(২১,৪২২.২৬)	৫৭৪.১৭	(২২,১৩৯.৭৩)	৮০.৮৯	(৩,১৩১.৫৯)
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি)	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪	৭০.৮৪
৭	অন্যান্য ইকুইটি দেখানো হয়েছে অডিট ব্যালেন্স শিটে						৪৪,৮০৫.৬৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র	(১.৪১)	(২,৯১৫.১৫)	১২৫.৬৫	(২,৯০৮.৪৯)	১৮৩.৭৯	৭১.২২

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে।
২. উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট- www.cse-india.com।
৩. পূর্বেকার বছরের রাশি পুনসজ্জিত / পুণসংগ্রহ করা হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
স্বা /-
(মুকুল সোমানি)
ডিরেক্টর
DIN : 00124625

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

হালকা শাড়ির সঙ্গে কী ধরনের পেটিকোট পরবেন? রইল টিপস

শাড়ি হলে এমন একটি পোশাক যা টক্কর দিতে পারে সবরকম পোশাককে। সুন্দরভাবে শাড়ি পরলে কেউ চোখ ফেরাতে পারে না। তাছাড়া শাড়ির যে ধরনের বৈচিত্র্য রয়েছে, তা অন্য কোনও পোশাকে খুঁজে পাওয়া একটু কঠিন। তাই তো আন্তর্জাতিক রেড কার্পেটেও ভারতীয় নারীদের শাড়িতে দেখা যায়। শাড়ি এমন এক পোশাক যা দেশের সীমারেখা পেরিয়ে সারা বিশ্বে জনপ্রিয়। হাল ফ্যাশনে নারীদের পাশাপাশি অ্যান্ড্রোজিনাস স্টাইলিংয়ে পুরুষেরাও শাড়িতে সাজছেন। তবু ৯০ শতাংশ মানুষ শাড়ি পরার বিষয়ে ছোট ছোট অনেক ভুল করে বসেন। সেই ভুলের মধ্যে একটি হল সঠিক পেটিকোট চয়ন। শাড়ির সঙ্গে শুধু ব্লাউজ ম্যাচ করে পরলে চলে না। তার সঙ্গে পেটিকোটের কথাও মাথায় রাখা দরকার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, শাড়ির সঙ্গে রং মিলিয়ে পেটিকোট পরেন। কিন্তু পেটিকোটের ফ্যাব্রিকের উপর বেশি জোর দেন না। আবার অনেকে লাল, কালো, সাদা, নীল, হলুদের মতো সাধারণ কয়েকটি রঙের পেটিকোট কিনে রাখেন। সেই সায়াগুলো দিয়েই দিনের পর দিন বিভিন্ন রঙের শাড়ি পরেন। এমনটা করলে আর চলবে না। আগেরকার দিনে ছয় কাটের সায়া বা গোল আমব্রেলা কাট পেটিকোটের চল বেশি ছিল। এছাড়া অনেকে চিকন কাজের পেটিকোট পরতেন। এখন যেমন ফ্যাশানবল শাড়ি ও ডিজাইনার ব্লাউজের সম্ভার তেমনই বিভিন্ন ধরনের পেটিকোটও পাওয়া যায়। সঠিক রঙের সায়ার সঙ্গে সঠিক পেটিকোট বেছে নেওয়া জরুরি। কারণ এতে আপনার লুক ফুটে উঠবে। যেমন ধরুন অরগেঞ্জা শাড়ির সঙ্গে ছ'কাটের সায়া বেমানান। এতে শাড়ি পরলে সঠিক বডিশেপ পাবেন না। আবার অনেক শাড়ি রয়েছে

যেখানে সুতির সায়া পরলে শাড়ি ফুলে থাকে, মোটা দেখায়। তাই সঠিক সায়া বেছে জরুরি। অরগেঞ্জা, জর্জেট, শিফনের শাড়ি পরলে সুতির পেটিকোট চলবে না। সেক্ষেত্রে শাড়ির সঙ্গে রং মিলিয়ে আপনাকে সার্টিনের পেটিকোট পরতে হবে। অনেক সময় শাড়ির রঙের সায়া বাজারে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে ফ্যাব্রিক কিনে দোকানে পেটিকোট বানিয়ে নিতে পারেন। এতে আপনার মাপেরও সায়া পেয়ে যাবেন। একইভাবে, আপনি সিল্কের শাড়ির সঙ্গে সার্টিনের পেটিকোট পরতে পারেন। এক্ষেত্রে সার্টিনের পেন্সিল কাট পরলে বেশি ভাল। যে কোন হালকা শাড়ির সঙ্গে আপনি সার্টিনের সায়া পরতে পারেন। বিয়ের মরশুম চলছে। সুতরাং, বেনারসি পরাও হচ্ছে। কিন্তু বেনারসির সঙ্গে কেমন ধরনের পেটিকোট পরছেন? বেনারসি ভারী শাড়ি হয়। তাই এক্ষেত্রে ভুলেও সার্টিনের পেটিকোট পরবেন না। এক্ষেত্রে ছ'কাটের সুতির সায়াই ভাল। আমব্রেলা কাটের সায়া বেনারসি কিংবা যে কোনও ভারী শাড়ির সঙ্গে মানানসই। এছাড়া যে কোনও সুতির শাড়ি কিংবা হ্যান্ডলুমের শাড়ির সঙ্গেও আপনি ছ'কাটের সুতির সায়া পরতে পারেন।

একঢাল চুল পেতে আর খুশকির সমস্যা দূর করতে বেসনের হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করুন

বহু যুগ ধরেই সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য বেসন ব্যবহার হয়ে আসছে। ত্বকের ফর্সা ভাব বজায় রাখতে, ব্রণ ও ব্রণের দাগ তুলতে, পিগমেন্টশন ও ত্বকের যে কোনও সমস্যার সমাধানে বেসনের প্যাক দারুণ কার্যকরী। সাধারণত ঘরোয়া উপায় হিসেবে বেসনের সঙ্গে এক চিমটে হলুদ ও দই দিয়ে তৈরি ফেসমাস্ক মুখের ত্বকে প্রয়োগ করলে একসঙ্গে দুভাবে কাজ করে। এক্সফোলিয়েশন ও ক্লিনজিংয়ের কাজ করে। ত্বকের মৃতকোষ নির্মূল করতে এই ফেসমাস্কের কোনও বিকল্প নেই। তবে শুধু মুখের নয়, মাথার ত্বক ও চুলের যত্নের জন্যও বেসনের মাস্ক অসম্ভব ভালো একটি উপায়। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ত্বকের উপর একটি বড়সড় প্রভাব তৈরি হয়। প্রত্যেক ঋতুতেই ত্বকের জন্য আলাদা আলাদা হ্যাকস অবলম্বন করতে হয়। বসন্তকাল শুরু পর থেকেই মাথায় খুশকির সমস্যা, চুল পড়ার সমস্যা আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়। মাথার ত্বক তৈলাক্ত হয়ে খুশকির সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এমন সমস্যার মুখোমুখি হলে সমাধান কোথায় রয়েছে? অতিসাধারণ ও রান্নাঘরে সবসময় মজুত থাকে এমন উপকরণই রয়েছে। সাধারণ কিন্তু কার্যকরী হেয়ার মাস্ক হিসেবে সপ্তাহে একবার করে ব্যবহার করলে মাথার ত্বকের অতিরিক্ত তেল ও খুশকির সমস্যা নির্মূল হবে। এই হেয়ার মাস্কের গুণে শুধু খুশকির সমস্যাই নয়, অকালে চুল পড়া রোধ করে ঘন কালো ও একঢাল চুল পেতে ও চুলের গোড়া শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

খুশকির সমস্যা মেটাতে : উপকরণ- বেসন, আয়ুর্বেদিক হেয়ার অয়েল, দই। **পদ্ধতি**- এই তিনটি উপকরণ একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। সব উপকরণ ভালো করে মিশে গেলে মাথার ত্বকে ভালভাবে প্রলেপ লাগিয়ে ম্যাসাজ করুন। কমপক্ষে ৩০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। হালকা গরম জল ও সালফেট- মুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করে চুলে ভালভাবে ধুয়ে নিন। তবে এই হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করার আগে আপনার জন্য উপযুক্ত কিনা তা দেখে নেওয়ার জন্য কুনইয়ে একবার প্যাচ লাগিয়ে যাচাই করে নিন।

চুলের গোড়া ও মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে : উপাদান- বেসন আর জল। চুল পরিষ্কার করার জন্য বাজারে রাসায়নিক পদার্থ-যুক্ত শ্যাম্পু পাওয়া যায়, যার জেরে চুল পড়া, শিকড় আলগা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাতে চুল পড়ার সমস্যা আরও বেড়ে যায়। বেসন পুরোপুরি ভেষজ, তাই প্রাকৃতিকভাবে চুল পরিষ্কারের জন্য বেসন হল একটি সহজলভ্য উপকরণ। **পদ্ধতি**- বেসন ও জল মিশিয়ে একটি হেয়ার প্যাক তৈরি করুন। পাতলা করে পেস্ট বানিয়ে চুলের গোড়ায় ও ত্বকে প্রলেপ দিন। কমপক্ষে ১০ মিনিট রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাক ব্যবহার করলে মাথার ত্বক ভালোভাবে পরিষ্কার হয়, নরম ও চকচকে করতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, খুশকি থেকে মুক্তি পেতেও এই হেয়ারপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন।

পুষ্টি জোগান দিতে : শুষ্ক ও নিস্তেজ মাথার ত্বককে নরম ওমসৃণ করে তুলতে বেসনের হেয়ারপ্যাক দারুণ কার্যকরী। **উপাদান**- ২ টেবিলস্পুন বেসন, ২ চা চামচ মধু, ১ চা চামচ নারকেল তেল, প্রয়োজন মতো জল।

ব্যবহারের পদ্ধতি : বেসন, মধু, নারকেল তেল ও জল মিশিয়ে একটি প্যাক তৈরি করুন। এবার এই প্যাকটি শ্যাম্পু হিসেবে মাথার চুলে ব্যবহার করুন। প্যাক প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে আঙুলের আলতো চাপ দিয়ে ম্যাসাজ করুন ১০ মিনিট। সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার করলে চুল হল ঘন কালো ও মজবুত। একঢাল চুল পেতে এই প্যাক ব্যবহার করতে পারেন।

ট্রেন এবং স্টেশনে অগ্নি শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা

মালিগাঁও, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ট্রেন ও স্টেশনে যাত্রীদের নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি করতে উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) একাধিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যাত্রীবাহী ট্রেনের প্যান্ট্রিকার এবং জেনারেটর কার থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় ক্ষতির ঘটনা আগে ঘটেছে। সময়মতো লক্ষ্য না করলে এবং নেভানোর ব্যবস্থা না করলে এই ধরনের আগুন থেকে মানুষের প্রাণহানী ও সম্পত্তির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ট্রেন ও স্টেশনগুলিতে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কোচ ও স্টেশনগুলিতে অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন ও অ্যালার্ম সিস্টেম-এর ব্যবস্থা করেছে। ২০২২-এর এপ্রিল- ডিসেম্বর সময়সীমার মধ্যে ৫৫ টি এসি কোচে দেশীয় প্রযুক্তির ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম ও অটো স্টপেজ সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। যেহেতু পাওয়ার কার ও প্যান্ট্রিকারে অগ্নিকাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তাই ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৭২টি এলএইচবি (লিংক হফম্যান বুশ) এসি কোচের পাশাপাশি অতিরিক্তভাবে ৯৮টি পাওয়ার কার ও ৩৮টি প্যান্ট্রি কারে ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ৫০০টি নন-এসি কোচে চুরি-প্রতিরোধী ব্যবস্থা সহ অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে, এই অর্থবর্ষের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২১৫৫টি নন-এসি কোচে এই ধরণের ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে রেলওয়ে স্টেশনগুলিও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই বিভিন্ন ষ্টেশনের বিল্ডিংে অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন ও অ্যালার্ম সিস্টেমের মতো আধুনিক প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে। ২০২২-এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৩ টি স্টেশনে এই ধরণের ফায়ার ডিটেকশন ও অ্যালার্ম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ট্রেন পরিচালনা ও স্টেশনগুলির নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সারা রাত ভ্রমণ করার জন্য ব্যবহৃত সমস্ত এয়ার-কন্ডিশন কোচ ও স্টেশনগুলিতে অগ্রিম সতর্কতার ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন করা হবে।

২ মার্চের পর ত্রিপুরায় বিজেপির কোনও অস্তিত্ব থাকবে না : জিতেন্দ্র চৌধুরী

আগরতলা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : আগামী ২ মার্চের পর ত্রিপুরায় বিজেপির কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। ত্রিপুরায় পুনরায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে জনগণ জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেসক্লাবে মিট দ্য প্রেসে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে এই কথা বলেছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি এদিন প্রশ্নোত্তরে আরও বলেন, এপুিরায় বিজেপি সরকারকে পরাস্ত করার জন্য কংগ্রেসের সাথে বামফ্রন্ট আসন সমঝোতা করে লড়াই করছে। বামফ্রন্ট- কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য হল জনগনের সরকার প্রতিষ্ঠিত করা। এদিন তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনের জিরো পোল ভায়োলেন্সের আশ্বাস অনুযায়ী মানুষ আশ্বস্ত হয়েছেন। কারণ, মানুষ গত ৫ টি বছর যারা ভোটাধিকার হারিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আশার আলো জেগেছে। বিশেষ করে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি জিরানীয়াতে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনার পরিপেক্ষিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাতে সাধারন মানুষের মধ্যে ভরসা জেগেছে। সাথে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, নির্বাচন কমিশনের জিরো পোল ভায়োলেন্সের কিছুটা সামঞ্জস্য হীন.বুঝা গেছে। কারণ সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনা থেকে বুঝা গেছে নির্বাচন কমিশনের এখনো পুরোনো ধ্যান ধারণা রয়েছে তাঁদের কর্তাকে খুশি করানো। তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনের পুরোনো ধ্যান ধারণা ছেড়ে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে অবাধ এবং সুষ্ঠ নির্বাচনএর ব্যবস্থা করা হোক। আরও দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন ২০২৩ নির্বাচনে ত্রিপুরায় সিপিএম -কংগ্রেস এর জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

ডার্ক চকোলেট খাওয়ার উপকারিতা ও অপকারিতা

চকলেট আট থেকে আশি সবার প্রিয় খাবার বললেই চলে। বাচ্চাদের তো কোন কথাই হবে না। কিন্তু সপ্তাহে এক বার হলেও স্বাস্থ্য সচেতন মানুষদের কাছে মিষ্টি বলতে ডার্ক চকোলেট। তা ছাড়া অন্য কিছু খান না। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে অ্যান্টি - অক্সিড্যান্ট এবং পলিফেনলে ভরপুর ডার্ক চকোলেট খেলে শরীরের উপকারেই তো লাগার কথা। এ ছাড়া বহু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, হার্টের স্বাস্থ্য ভাল থাকতে, মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা ঠিক রাখতেও ডার্ক চকোলেটের ভূমিকা রয়েছে। হালের গবেষণা বলছে, এই ডার্ক চকোলেটের মূল

উপাদান হল কোকো বীজ। তার মধ্যে রয়েছে ফ্ল্যাভেনল্স নামক একটি অ্যান্টি - অক্সিড্যান্ট। কিন্তু ডার্ক চকোলেটের মধ্যে থাকে ক্যাডমিয়াম এবং পারদের মতো বিষাক্ত দু'টি রাসায়নিক। দীর্ঘ দিন ধরে এই দু'টি যৌগ রক্তে মিশতে থাকলে কিডনি বিকল হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায় অনেক গুণ। এ ছাড়া, শিশু কিংবা অন্তঃসত্ত্বাদের ক্ষতির আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। তাই চিকিৎসকরা বলেন, ডার্ক চকোলেট খেয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতির চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। তাই বলে কি একেবারেই চকোলেট খাবেন না? পুষ্টিবিদরা বলছেন, যে সব ডার্ক চকোলেটে কোকোর পরিমাণ ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ, সেই সব চকোলেট খেতে পারেন নির্দ্বিধায়।

লুকানোর কিছু না থাকলে, আদানি ইস্যুতে জেপিসি তদন্ত থেকে কেন পালাচ্ছে সরকার : জয়রাম রমেশ

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : যদি কিছুই লুকানোর না থাকে, তাহলে আদানি ইস্যুতে জেপিসি তদন্ত থেকে কেন পালাচ্ছে সরকার। কংগ্রেসের

পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন করলেন দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। আদানি সঙ্কট ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মুখ খুলতেই তোপ দাগল কংগ্রেস। এক সাক্ষাৎকারে অমিত শাহ বলেছেন, ''বিজেপির কিছু লুকোনোর নেই আর ভয় পাওয়ারও কিছু নেই''। অমিত শাহের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, তাঁদের যদি লুকানোর কিছু না থাকে, তাহলে কেন তাঁরা যৌথ সংসদীয় কমিটি (তদন্ত) থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সংসদে জেপিসি- র দাবিও তুলতে দেয়নি তাঁরা। দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেজি সহ আমাদের নেতারা যখন জেপিসির দাবি উত্থাপন করেছিলেন, তখন তাদের মন্তব্য বাতিল করা হয়েছিল।

কাশ্মীরের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচেই, ১৮ ফেব্রুয়ারি অবধি শুষ্কই থাকবে আবহাওয়া

শ্রীনগর, ১৪ ফেব্রুয়ারি : শীতের দাপট ফের বাড়ল জম্মু ও কাশ্মীরে, মঙ্গলবার কাশ্মীরের সর্বত্রই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল হিমাঙ্কের নীচে। শীতে কাঁবু কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখও। এই পরিস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুষ্কই থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। মঙ্গলবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কাজিগুন্দের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামের তাপমাত্রা কমে মাইনাস ৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, পর্যটকদের প্রিয় স্থান গুলমার্গে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জম্মুতেও এদিন যথেষ্ট ঠান্ডা ছিল, সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাদাখের লেহ-তে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও কার্গিলে মাইনাস ১৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ফ্রিজার থেকে উদ্ধার যুবতীর মৃতদেহ

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : কয়েক মাস বাদে সেই দিল্লিতেই ফের শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ডের মতো নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটেছে। নিজের প্রেমিকাকে খুন করে ধাবার ফ্রিজারে ভরে রেখেছিল ঘাতক প্রেমিক। মঙ্গলবার ফ্রিজার থেকে প্রেমিকার বরফ জমাট বাঁধা মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ধাবা মালিক সাহিল গহলৌতকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশের আধিকারিক বিক্রম সিং জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির নজফগড়ের ধাবার মালিক সাহিল গহলৌতের সঙ্গে উত্তম নগরের বাসিন্দা এক তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যদিও ওই তরুণীকে লুকিয়ে অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করেন সাহিল। বিষয়টি জানতে পেরে নিহত তরুণী তাকে বিয়ে করার জন্য প্রেমিক সাহিলকে চাপ দিতে থাকেন। দুজনের মধ্যে সম্পর্কে চিড় ধরে। পথের কাঁটা সরাতে দু-তিনদিন আগে প্রেমিকাকে খুন করে ধাবায় থাকা ফ্রিজারে দেহ রেখে দেন সাহিল। মঙ্গলবার ওই ফ্রিজার থেকে নিহত তরুণীর দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি প্রেমিকাকে খুনের অভিযোগে ধাবা মালিক সাহিল গহলৌতকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কীভাবে ওই তরুণীকে খুন করা হয়েছিল তা জানতে মৃতদেহের অটোপ্সি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও প্রেমিকাকে খুনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে ধৃত সাহিল। কয়েক মাস আগে দেশের রাজধানীতেই নিজের জীবন সঙ্গিনী শ্রদ্ধা ওয়ালকারকে নৃশংসভাবে খুন করেছিল আফতাব আমিন পুনাওয়ালা নামে এক যুবক। ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবরে শিউরে উঠেছিল গোটা দেশ। এর মধ্যে ফের প্রায় সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটল দিল্লিতেই।

পরিবারতন্ত্র সরিয়ে নতুন নেতৃত্ব আসবে জম্মু-কাশ্মীরে, দাবি অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতা অমিত শাহ সোমবার বলেছেন যে সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন নেতৃত্বের উত্থান হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, মুফতি এবং আবদুল্লাহদের নাম না নিয়ে শাহ বলেছিলেন যে, 'সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটবে। যে পঞ্চায়েত এবং সরপঞ্চরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের কাছ থেকে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব হবে'। ত্রিপুরার আগরতলায় সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে, অমিত শাহ জম্মু এবং কাশ্মীরে রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাওয়ার বিষয়ে তাঁর মন্তব্য সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি স্পষ্টভাবে বলেছিলাম যে নির্বাচনের পরে জম্মু এবং কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকা প্রস্তুতির প্রক্রিয়া প্রায় শেষের দিকে, এখন, নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন করতে হবে'। শাহ বলেছিলেন যে ৩৭০ ধারা অপসারণ বিজেপি এবং জন সংঘের এজেন্ডায় ছিল। তিনি ৩৭০ ধারা প্রসঙ্গে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। শাহ এএনআই-কে জানিয়েছেন, '১৯৫০ সাল থেকে, জম্মু ও কাশ্মীর

থেকে ৩৭০ ধারা অপসারণ করা আমাদের এজেন্ডায় রয়েছে। এখন যেভাবে জম্মু ও কাশ্মীরে উন্নয়নের কাজ চলছে এবং যেভাবে সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসী হামলা কমছে, তা সঠিক প্রমাণিত হচ্ছে। তথ্য দেখুন'। শাহ বলেন, যারা বিজেপিকে নিন্দা করছেন তাদের জবাব দেওয়া উচিত কার আমলে উপত্যকায় সন্ত্রাস বেড়েছে। তিনি জানিয়েছেন, 'নির্বাচনের ক্ষেত্রে, তারা কি স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনের কথা ভুলে গিয়েছেন? যা আমাদের সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই নির্বাচন ৭০ বছর ধরে হয়নি। তিনটি পরিবার জম্মু ও কাশ্মীরে কর্তৃত্ব করে চলেছে এবং তারা গোলমাল করছে .. ফারুক আবদুল্লাহ ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন, কার আমলে সন্ত্রাস বেড়েছে, কে বাড়তে দিয়েছে, জবাব দিতে হবে'। তিনি আরও বলেন, 'যখন থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস শুরু হয়েছে, সন্ত্রাস-সম্পর্কিত পরিসংখ্যান আজ তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন। কোটি কোটি পর্যটক এখন জম্মু ও কাশ্মীর ভ্রমণ করছেন। এটি একটি বিশাল পরিবর্তন'।

মন্ত্রী মনোজের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে অসমের মুখ্যমন্ত্রী, জনপ্লাবনে বিজয় নিশ্চিত জানালেন হিমন্ত

ত্রিপুরা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনের সরব প্রচারের অন্তিমদিনে মঙ্গলবার ৪৫ কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। দিন মনোজ কান্তি দেবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, প্রচন্ড রোদের মধ্যেও এই জনপ্লাবন ও উৎসাহ প্রমাণ করেছে বিজেপির ও মনোজ কান্তি দেবের জয়লাভ নিশ্চিত। মঙ্গলবার ৪৫ কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা কংগ্রেস নেতৃত্বকে আক্রমণ করে বলেন, এই রাজ্যে প্রচারে কংগ্রেসের কোন নেতা নেত্রী এলেন না। রাহুল , প্রিয়াঙ্কা সহ সকলেই এই রাজ্যের কংগ্রেসকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। সিপিএমও কোথাও নেই। ফলে শূন্যের সঙ্গে শূন্যের যোগফল শূন্যেই হয় নি। যদি বিজেপি এই রাজ্যে থাকলে সিপিএম ২৫ বছর ক্ষমতায় থাকতেই পারতো না। কংগ্রেস ও সিপিএম এর মিতালী থেকেই সিপিএম এই রাজ্যে শাসন করতে পেরেছে। মনোজবাবুর বিজয় মিছিল এর জন্য আপনারা প্রস্তুত হোন। নরেন্দ্র মোদীর সরকার ফ্রি চাল দিচ্ছেন। দলমত নির্বিশেষে কংগ্রেস ও সিপিএমও এই চাল পাচ্ছেন। ত্রিপুরার মানুষ মন স্থির করে নিয়েছেন ত্রিপুরাকে রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন। মানুষের প্রতিটি প্রয়োজন মেটাতে কাজ করেছে বিজেপি সরকার। কর্মচারীরা সপ্তম বেতন কমিশন এর পাশাপাশি ২০ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা পেয়েছেন। সামাজিক ভাতা ২০০০ টাকা করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার সরকার এলে সামাজিক ভাতা ৪,০০০ টাকা হবে। কমলপুরেই আবাস যোজনার ঘর হাজারো মানুষ পেয়েছেন। যারা এখনো ঘর পান নি তারাও প্রত্যেকে ঘর পাবেন। কিষাণ সম্মাণ নিধি সহ সহায়ক মূল্যে ফসল কিনছে রাজ্য সরকার। মাতৃশক্তির এই রাজ্যে কন্যাসন্তান জন্মের পর ৫০ হাজার টাকা জমা করা হবে। সিপিএম বলত ছেলে মেয়েদের ক্যাডার বানাও। আমরা বলছি আপনাদের সন্তানদের শিক্ষিত বানান। আজ ত্রিপুরার নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ প্রচার হয়েছে। তা সিপিএম আমলে ভাবা যেত না। আজকের ত্রিপুরা বদলে গেছে। আর এই কারণে মানুষ সরকার গড়বে বিজেপির। অনেকেই বলেছেন মথার সঙ্গে জোট করার জন্য। কিন্তু ত্রিপুরা ভাগ হতে দেব না আমরা। আমাদের লক্ষ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। তাই আমরা আমাদের নীতির উপর ভিত্তি করে জনগণের শক্তিতে সরকার গড়বে । সেই আর্শীবাদেই মনোজবাবু জিতবেন। এদিন মন্ডল সভাপতি প্রশান্ত সিনহার সভাপতিত্বে স্বাগত ভাষণ রাখেন মনোজ কান্তি দেব। এর পর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা কমলপুর শহর পরিক্রমা করে।

গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে ৭৬ হাজার ৩৯৪ জন করোনায় আক্রান্ত

ওয়াশিংটন, ১৪ ফেব্রুয়ারি : গত ২৪ ঘণ্টায় সারা বিশ্বে ৭৬ হাজার ৩৯৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ কোটি ৭৬ লাখ ২০ হাজার ৩৯৪ জনে। পাশাপাশি একই সময়ে মারা গেছেন ৩৬৯ জন। বিশ্বজু মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৬৭ লাখ ৮২ হাজার ৫৬৯ জনে। মঙ্গলবার সকালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থতার হিসাব রাখা ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারস এ তথ্য জানিয়েছে। এর আগের ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ৯৮ হাজার ৮৯৮ জন। আর মৃত্যু হয়েছিল ৪৮১ জনের। জাপানে গত ২৪ ঘণ্টায় ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৩ হাজার ৭৪০ জন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৭ হাজার ১৯৯ জন সংক্রমিত হয়েছেন তাইওয়ানে। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ ১২ হাজার ৩৪৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন রাশিয়ায়। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির রেকর্ড হয়েছে জাপানে। দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ১৩৭ জনের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৭ জন মারা গেছেন তাইওয়ানে। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে রাশিয়ায়।

কন্টেনারের ধাক্কা, তিন যুবকের মৃত্যু

মহারাষ্ট্র, ১৪ ফেব্রুয়ারি : মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় কন্টেনারের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে মোটরবাইক আরোহী তিন যুবকের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পালঘর জেলার চারোটি এলাকায় মুম্বই-আহমেদাবাদ হাইওয়ের। মোটরবাইক আরোহীদের কারও মাথায় হেলমেট ছিল না বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার পালঘর জেলার দাহানু তালুকার চারোটি এলাকায় একটি কন্টেনার নিয়ন্ত্রণ গাড়ি মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। কন্টেনার গাড়ির ধাক্কায় বাইকে থাকা তিন যুবক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। মাথায় হেলমেট না থাকায় ঘটনাস্থলে ৩ জনের মৃত্যু হয়। পুলিশ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

Name Change

I, Ujjal Biswas residing at Palla, North 24pgs, WB-743701, India, I have changed my Father name Bikash Biswas to Gopal Biswas (Shall henceforth be known as) vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 14/02/2023.Gopal Biswas and Bikash Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, Md. Gaffar, S/o Qutubuddin R/o Jahangiri Mohalla, Railpar, PO-Asansol, PS-Asansol (N), Dist- Paschim Bardhaman, Pin-713302, WB. Declare that my original actual name is Md. Gaffar which is recorded in my Aadhar Card being no. 805266870000 but it has been unfortunately recorded as Abdul Ghaffar in my son Md. Zeeshan's all Educational Certificate being WBBSE Regn. No. 5171-039119. As per affidavit before the Ld. Executive Magistrate at Asansol Court on 23.12.2022. both Abdul Ghaffar and Md. Gaffar is the same and one identical person.

Name Change

I, Sabita Paul residing at Netaji Subhash Sarani, North 24pgs, Pin-700079, WB India, I have changed my Father name Niranjan Chandra Samanta to Niranjan Samanta (Shall henceforth be known as) vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 14/02/2023. Niranjan Chandra Samanta and Niranjan Samanta both are same and one identical person.

Name Change

I, PREM NATH HELA residing at 6, Garcha 1 st Lane, Garcha, PO-Ballygunge, PS-Gariahat, Kolkata -700 019 WEST BENGAL, INDIA do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name LATE KANAI instead of TANINLAL HELA and actual Date of birth is 04.12.1964 instead of 01.01.1965, vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Alipore, 24 Pgs(S) on 04/08/2022. LATE KANAI and TANINLAL HELA both are same and one identical person.

Name Change

I, Bugbul Islam (Old Name) C/o Mohammed Saiful Islam residing at 1/2D Ekbalpur Road, Khidirpore, Kolkata -700023,WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) Mohammed Bugbul Islam (new name), vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 14/02/2023. Bugbul Islam and Mohammed Bugbul Islam all are same and one identical person.

Name Change

I, AINUL HOK MOLLICK (Old Name) C/o ALAHI BUKSH MALLICK residing at R-190/1, Cotton Mill Lane, PS-Matiaburz, Kolkata-700024 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) AINUL HOQUE MALLICK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/02/2023. AINUL HOK MOLLICK and AINUL HOQUE MALLICK both are same and one identical person.

Name Change

I, Imtekhab Alam (Old Name) S/o Mohammad Samud residing at 45/H/16,Karlmarx Sarani Ps-Ekbalpur, Po-Khiddirpore, Kolkata -700023,WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) Md Intakhab Alam (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/02/2023. Imtekhab Alam and Md Intakhab Alam both are same and one identical person.

Name Change

I, MAHATAB KHAN (Old Name) S/o LATE AURANGZEB KHAN residing at 14/1, Ripon Street, 3 rd Floor, Kolkata-700016 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) MD MAHTAB KHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/02/2023. MAHATAB KHAN and MD MAHTAB KHAN both are same and one identical person.

Name Change

I, Firdowsi Begum (Old Name) W/o Sk Abdul Mannan, D/o Sk Abdul Dayan residing at Ramchandrapur, Hirapur, Hooghly, Pin-712406,WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) Ferdousi Begam (new name), vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 14/02/2023. Firdowsi Begum and Ferdousi Begam all are same and one identical person.

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ ভ্যালেন্টাইন্স ডে। ভালোবাসার দিনে প্রাক্তন স্ত্রীকে চাকু মারলো স্বামী। বিচ্ছেদের পরেও অত্যাচারিত স্ত্রী। পণের লক্ষ লক্ষ টাকা ফেরত চাওয়ায় খোলা রাস্তায় আক্রান্ত হতে হল স্ত্রীকে। গুরুতরভাবে জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্ত্রী। ঘটনা ঘিরে শোরগোল মালদার চাঁচলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,জখম ওই গৃহ বধূর নাম রুজি খাতুন (২০) বাড়ি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বড়ই এলাকায়। পরিবারের সম্মতিক্রমে মাস ছয়েক আগে চাঁচল থানার সিঙ্গিয়া এলাকার যুবক আব্দুল গনির সঙ্গে বিবাহ হয় রুজি খাতুনের। বিয়ের পর থেকে শুরু হয় নানা অশান্তি। বিয়ের পর পণের জন্য স্ত্রীর ওপর নানান অত্যাচার শুরু করে স্বামী আব্দুল গনি। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ি চলে আসেন নির্যাতিতা গৃহবধূ। নির্যাতিতার মা ছবি খাতুন সম্পত্তি বিক্রি করে জামাইয়ের দাবি মতো পণের লক্ষ লক্ষ টাকা দেন কিন্তু তারপরেও আরও টাকার চাপ দিতে থাকে অভিযুক্ত আব্দুল গনি। কিন্তু মেয়ের পরিবার জামাইয়ের সেই দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ। এরপরই রুজি খাতুনের কাছ থেকে বিচ্ছেদ চান আব্দুল গনি। বিচ্ছেদের পরে রুজি খাতুন বিয়েতে দেওয়া পণের টাকা স্বামীর কাছে ফেরত চাইতে গেলে অভিযুক্ত স্বামী আব্দুল গনি বেধড়ক মারধর করে তাকে শুধু তাই নয়, আজ সকালে চাঁচলের নেতাজি মোড়ে চাকু দিয়ে স্ত্রীর মুখে আঘাত করে স্বামী আব্দুল গণি বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় নেতাজি মোড় এলাকায়। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি করে জখম রুজি খাতুনকে চাঁচল হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন। এরপরই গোটা ঘটনা নিয়ে চাঁচল থানায় অভিযুক্ত জামাই আব্দুল গনির নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রুজি খাতুনের মা ছবি খাতুন। ঘটনায় অভিযুক্ত আব্দুল গনিকে গ্রেফতার করেছে মালদার চাঁচল থানার পুলিশ।

৬০০ শ্রমিককে শ্রম দপ্তরের পরিচয়পত্র প্রদান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে আজ জয়ন্তিকা চা বাগানের ১৩৪৫ জন শ্রমিকদের মধ্যে থেকে ৬০০ জন শ্রমিকদের হাতে শ্রম দপ্তরের শ্রমিক পরিচয়পত্র তুলে দিলেন বিল্ডিং ও নির্মিত বোর্ডের চেয়ারম্যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ শ্রমিকদের সামনে রেখে রাজ্য সরকার শ্রমিকদের নিয়ে কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছে এবং পরবর্তীতে কি কি করা হবে, সেই বার্তা তুলে ধরেন। ইতিমধ্যেই সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জলপাইগুড়ির সভায় এসে শ্রম দপ্তরকে নির্দেশ দেন শ্রমিক পরিচয়পত্রের নির্দেশ দেওয়ার দুদিন পরেই ডুয়ার্সের দুটি বাগানে এই পরিচয়পত্র প্রদান শুরু হয়। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি বাগানে শ্রমিক পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। আজ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জয়ন্তিকা চা বাগানে দেওয়া হল। ১৩৪৫ জনের মধ্যে ৬০০ জনকে দেওয়া হয়েছেন বাকি শ্রমিকদের আগামী ১৬ তারিখের মধ্যে প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান এবারের বাজেটে চা শ্রমিকদের নিয়ে কোনরকম কোন বাজেট পেশ করা হয়নি। গত কয়েক বছর আগে কেন্দ্র সরকার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল চাষ শ্রমিকদের জন্য, কিন্তু সেই হাজার কোটি টাকা কোথায় গেল সেটা বোঝার চেষ্টা করছি। কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারকে উন্নয়নের জন্য কোন টাকা দিচ্ছে না, তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার চা শ্রমিকদের পাশে থেকে চা সুন্দরী প্রকল্প থেকে শুরু করে শ্রমিক পরিচয়পত্র বাগান গুলিতে স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ছোট ছোট বাচ্চাদের কোন অসুবিধা যেন না হয় সেই কথা মাথায় রেখে ক্রস তৈরি করা হচ্ছে। তবে এই শ্রমিক পরিচয়পত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের আসার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আসতে পারেন নি। সেই বিষয়ে ঋতব্রত জানান, বিধানসভার অধিবেশন চলছে, সেই কারণে তিনি আসতে পারেনি, তবে আগামীকাল আসবেন এবং টি অ্যাডভাইসার কমিটির মিটিংয়ে উপস্থিত থাকবেন বলে তিনি জানান।

দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড

CIN: L51226WB1982PLC035467

রেজিস্টার অফিস ঃ ১৩এ, ডেকার্স লেন, ৫ম ফ্লোর, রুম নং. ৫০১, কলকাতা-৭০০০৬৯

অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল বিবরণী ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২

(উল্লেখ ব্যতীত সমস্ত হাজার টাকায়)

ক্রম নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	বছর থেকে তারিখ ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	আয়						
	ক) অপারেশন থেকে রাজস্ব	-	-	-	-	২৪.১৬	৮৯৩.৫৩
	খ) অন্যান্য আয়	৮৫৬.৪০	-	৬৪৮.৩২	৮৫৬.৪০	৬৪৮.৩২	১.৩৪
	মোট আয়	৮৫৬.৪০	-	৬৪৮.৩২	৮৫৬.৪০	৬৭২.৪৮	৮৯৪.৮৭
২	খরচ						
	ক) কর্মচারী বেনিফিট খরচ	১২০.০০	১৬৩.৬০	১৩৬.৬০	৩৮৮.৯০	৩৮১.৮০	৫১০.৪০
	খ) অন্যান্য খরচ	৬৩.১৮	১৪৯.৯৮	৫১.৯৬	৩৪৮.৯২	২২৭.১৩	৩০৮.২৮
	মোট খরচ	১৮৩.১৮	৩১৩.৫৮	১৮৮.৫৬	৭৩৭.৮২	৬০৮.৯৩	৮১৮.৬৮
৩	করের আগে লাভ(০১-০২)	৬৭৩.২২	(৩১৩.৫৮)	৪৫৯.৭৬	১১৮.৫৮	৬৩.৫৫	৭৬.২০
৪	কর ব্যয়						
	ক) বর্তমান কর	-	-	-	-	-	১৪.৫৬
	খ) বিলম্বিত কর	-	-	-	-	-	-
	গ) আগের বছরের সাথে সম্পর্কিত কর	-	-	-	-	-	০.০৭
	মোট কর ব্যয়	-	-	-	-	-	১৪.৬৩
৫	নিট লাভ (৩-৪)	৬৭৩.২২	(৩১৩.৫৮)	৪৫৯.৭৬	১১৮.৫৮	৬৩.৫৫	৬১.৫৬
৬	অন্যান্য ব্যাপক আয়						
	ক) আইটেম লাভ/ ক্ষতির জন্য পুনঃশ্রেণীবদ্ধ হবে না						
	১) ইক্যুইটি উপকরণের ন্যায্য মূল্য অন্যান্য ব্যাপক আয়ের মাধ্যমে	-	-	-	(১৩,২৬৮.৮৮)	(১৩,২৬৮.৮৮)	২১,৪২৮.৩২
	২) উপরের আইটেমগুলির সাথে সম্পর্কিত আয়কর	-	-	-	-	-	২,২২৮.৫৫
	অন্যান্য ব্যাপক আয়, করের নেট	-	-	(১৩,২৬৮.৮৮)		(১৩,২৬৮.৮৮)	১৯,১৯৯.৭৮
৭	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (৫-৬)	৬৭৩.২২	(৩১৩.৫৮)	(১২,৮০৯.১২)	১১৮.৫৮	(১৩,২০৫.৩৩)	১৯,২৬১.৩৪
৮	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (শেয়ার প্রতি ১০ টাকা অভিহিত মূল্য)	৪৭,৪৫৯.৬০	৪৭,৪৫৯.৬০	৪৭,৪৫৯.৬০	৪৭,৪৫৯.৬০	৪৭,৪৫৯.৬০	৪৭,৪৫৯.৬০
৯	অন্যান্য ইকুইটি	-	-	-	-	-	৩২৬,৩৮৩.২৬
১০	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় মৌলিক এবং মিশ্র আয় প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারে ১০ টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়, বছরের শেষ ব্যতীত)	০.১৪২	(০.০৬৬)	০.০৯৭	০.০২৫	০.০১৩	০.০১৩

দ্রষ্টব্য ঃ

১. উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটর আর্থিক ফলাফলগুলি পর্যালোচনা করেছেন। সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস এবং ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ (সংশোধিত হিসাবে) এর রেগুলেশন ৩৩ এর পরিপ্রেক্ষিতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে ত্রৈমাসিক এবং বছরের মাস শেষ হয়েছে। অডিট রিপোর্টে কোন যোগ্যতা নেই।
২. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে কোনো বিনিয়োগকারীর অভিযোগ মুলতুবি নেই।
৩. বর্তমান বছরের শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী সময়ের জন্য চিত্রটি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠন / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
৪. কোম্পানির শুধুমাত্র একটি সেগমেন্ট আছে এবং তাই কোন আলাদা সেগমেন্টের ফলাফল দেওয়া হয়নি।
৫. শেয়ার প্রতি আয়- মূল এবং মিশ্রিত করা হয়েছে উপার্জনের ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রতি শেয়ার (আইএনডি এএস- ৩৩), কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্দিষ্ট করা, কোম্পানির নিয়ম ৭ এর সাথে পঠিত (অ্যাকাউন্ট) নিয়ম, ২০১৪।
৬. এই আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করার সময় আয়করের উপর প্রভাব এবং উদ্ধৃতিহীন শেয়ারের ন্যায্য মূল্য পরিবর্তন বিবেচনা করা হয়নি। বছরের শেষে বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতেও এটি প্রদান করা হবে।
৭. ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডে স্থানান্তর ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য কোম্পানির আর্থিক ফলাফল কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) নিয়ম, ২০১৫ এর অধীনে এমসিএ দ্বারা বিজ্ঞাপিত আইএনডি-এএস অনুযায়ী। সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক এবং সমাপ্ত বছর কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটর দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে। যাইহোক, আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানির বিষয়গুলির সত্য এবং ন্যায্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা যথাযথ অধ্যবসায় প্রয়োগ করেছিল।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড
স্বা /-কুনাল গোয়াল
পরিচালন অধিকর্তা
DIN : 08424528

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪.০২.২০২৩

HALDER VENTURE LIMITED

Regd. Office : DIAMOND HERITAGE, 16 Strand Road, 10th Floor, Room No- 1012 Kolkata -700001
Email: info@halderventure.in **CIN L74210WB1982PLC035117**

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2022

(Amount in Lakhs)

Sl. no		CONSOLIDATED Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2021 (Unaudited)	9 Months Ended 31.12.2022 (Unaudited)	9 Months Ended 31.12.2021 (Audited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)
1	Revenue from Operations	4,840.67	5,695.89	20,882.09	20,604.42	75,100.93	89,050.63
2	Earning Before Interest, Depreciation & Tax (EBIDTA)	615.23	155.17	472.25	1,497.96	3,733.36	4,228.20
3	Profit/ (Loss) before Tax	289.16	(37.84)	199.85	773.94	2,952.54	3,182.95
4	Net Profit/ (Loss) for the Period	192.14	(37.84)	120.92	545.70	2,090.89	2,256.03
5	Cash Profit (PAT+Depreciation)	298.61	26.53	186.89	780.46	2,285.88	2,523.63
6	Total Comprehensive income attributable to the owners of the company	192.14	(37.84)	120.92	545.70	2,090.89	2,256.03
7	Paid - up Equity Share Capital (Face Value - Re 10 per Share)	316.07	316.07	316.07	316.07	316.07	316.07
8	Earnings per Share (of Re 10/- each) (not Annualised):						
	(a) Basic	6.08	(1.20)	3.83	17.27	66.15	71.38
	(b) Diluted	6.08	(1.20)	3.83	17.27	66.15	71.38
	© Cash	0.94	0.08	0.59	2.47	7.23	7.98

NOTES
1 The Unaudited Financial results for the quarter and half year ended on 31st December, 2022 have been reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th February, 2023.
2 Figures of previous year has been regrouped wherever necessary.
3 During the qtr and half year ended 31st December 2022 and the corresponding previous quarter/year, the Company has operated only in one geographical segment. Hence segment reporting not given.
4 Information on Standalone figures for the quarter and half year ended 31st December,2022:

Sl no		STANDALONE Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2021 (Unaudited)	9 Months Ended 31.12.2022 (Unaudited)	9 Months Ended 31.12.2021 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)
1	Revenue from Operations	431.46	35.81	-	885.85	113.72	1,838.25
2	Net Profit/ (Loss) for the Period	32.30	(62.47)	(22.53)	17.84	(43.29)	83.68
3	Cash Profit (PAT+Depreciation)	36.34	(59.16)	(20.74)	28.49	(39.06)	91.56
4	Paid - up Equity Share Capital (Face Value - Re 10 per Share)	316.07	316.07	316.07	316.07	316.07	316.07
5	Earnings per Share (of Re 10/- each) (not Annualised):						
	(a) Basic	1.02	(1.98)	(0.71)	0.56	(1.37)	2.65
	(b) Diluted	1.02	(1.98)	(0.71)	0.56	(1.37)	2.65
	© Cash	0.11	(0.19)	(0.07)	0.09	(0.12)	0.29

Place : Kolkata
Date : 14.02.2023

For and on behalf of the Board
Keshab Kumar Halder
Managing Director

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মে. মোহিনী অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে পরিচিত মে. হিমাদ্রী কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড যা পরিবর্তিত হয়েছে হিমাদ্রী ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং তারপর হিমাদ্রী প্রাইভেট লিমিটে, যা পরবর্তীতে মিলিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ মার্চেনডাইস প্রাইভেট লিমিটেড এবং তারপর নাম হয়েছে হিমাদ্রী ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং তারপর কোম্পানির নাম হয়েছে মোহিনী অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড) যার রেজিস্টার অফিস ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮ম ফ্লোর, রুম নং. ১৫, কলকাতা-৭০০০০১ হারিয়ে ফেলেছে টাইটেল ডিড যার নং. ৩০৭৮ সাল ১৯৮৭, ৭৩৮৮ সাল ১৯৮৬, ২২১সাল ১৯৯৬, ৭৪২৯ সাল ১৯৮৬, ৭৪০১ সাল ১৯৮৬, ৪১৯৮ সাল ১৯৮৭, ২২২০ সাল ১৯৯৬, বিক্রয়ের তারিখ ২৮.০৮.১৯৮৬, নং. ৭৪১১ সাল ১৯৮৬, নং. ৭৪০৮ সাল ১৯৮৬, নং. ৭৪০২ সাল ১৯৮৬, নং. ৭৪০৫ সাল ১৯৮৬, নং. ৭৪০৫ সাল ১৯৮৬, নং. ৭৪০৭ সাল ১৯৮৬, নং. ৭৩৯৮ সাল ১৯৮৬, নং. ৭৩৯৯ সাল ১৯৮৬, নং. ৭৩৯৭সাল ১৯৮৬, নং. ৭৩৯৬ সাল ১৯৮৬, নং. ৭৩৯৪ সাল ১৯৮৬, নং. ২২১৪০ সাল ১৯৮৮, নং. ৭৪৩০ সাল ১৯৮৬, নং. ৪১৮৮ সাল ১৯৮৭, নং. ২৩৮৭ সাল ১৯৮৬, নং. ৭৩৯২ সাল ১৯৮৬, নং. ৭৩৯৫ সাল ১৯৮৬, নং. ৭৩৮৬ সাল ১৯৮৬, নং. ৩১০৬ সাল ১৯৯৬, বিক্রয় কোবলার তারিখ ১০.০৬.১৯৮৭ সম্পাদিত হয়েছে ১. সেখ সাজেদ আলি ও ২. সেখ রহমত আলি (বিক্রেতা) এবং মে. হিমাদ্রী কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড (ক্রেতা)-র মধ্যে যার নং. ১২২৫০ সাল ১৯৯৪, যার নং. ৬৫১৯৮ সাল ১৯৮৭, যার নং. ৬৭২৯ সাল ১৯৮৭, যার নং.৪২৮৫ সাল ১৯৮৭, যার নং. ২১৪০ সাল ১৯৮৮, যার নং. ৬৫১৯ সাল ১৯৮৭, যার নং. ৪৭৮৭ সাল ১৯৮৭, নংয় ৪২৮২ সাল ১৯৮৭, নং. ৪২০৪ সাল ১৯৮৭, নং. ৬৯৪৭ সাল ১৯৮৭, নং. ৩৪২৪ সাল ১৯৮৭, নং. ৩৪২৩ সাল ১৯৮৭, নং. ৩৪২৫ সাল ১৯৮৭, নং. ২০৯৮ সাল ১৯৮৭, নং. ৪২৮৪ সাল ১৯৮৭, নং. ৭৩৮৩ সাল ১৯৮৬, বিক্রয় কোবলা তারিখ ২৮.০৮.১৯৮৬ সম্পাদিত হয়েছে ১. অনিল কুমার ঘোষ, ২. দিলীপ কুমার ঘোষ ও ৩. অমিয় কুমার ঘোষ (বিক্রেতা) এবং (ক্রেতা), বিক্রয় কোবলা তারিখ ১০.০৬.১৯৮৭ সম্পাদিত হয়েছে ১. সেখ সাজেদ আলি ও ২. সেখ রহমত আলি (বিক্রেতা) এবং মে. হিমাদ্রী কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড (ক্রেতা) এবং দায়ের করেছেন সাধারণ ডায়েরি হেয়ার স্ট্রিট থানায় গত ১০.০২.২০২৩ তারিখে যার জিডি এন্ট্রি নং. ৭৬৩। যদি কোন ব্যক্তির কোনরূপ দাবী, অংশ, অধিকার, মালিকানা, আগ্রহ থাকে উল্লেখিত সম্পত্তির বিষয়ে বা কোনরূপ আপত্তি যা কিছু থাকে তাহলে যোগাযোগ করুন নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে তারপর কোনরূপ দাবী থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়া হবে এবং কোন দাবী বিবেচনা করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

MANGAL STEEL ENTERPRISES LIMITED

Registered Office : 248, G.T.Road, Salkia, Howrah-711 106,
Phone: (033)2655-8331, Fax : (033)2655-0468
Email:accounts@steelmangal.com, **Website:** www.steelmangal.com
CIN : L27109WB1981PLC033969

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(₹.in Lacs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.12.22 Unaudited Reviewed	30.09.22 Unaudited/ Reviewed	31.12.21 Unaudited/ Reviewed	Year Ended 31.03.22 (Audited)	31.03.21 (Audited)
1)	Total income from operations	2,588.19	3,947.30	4,559.58	12,589.72	8,255.97
2)	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	730.52	1,289.82	993.98	2,545.62	1,594.73
3)	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	730.52	1,289.82	993.98	2,545.62	1,594.73
4)	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	575.23	956.22	709.41	2,022.60	978.95
5)	Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	575.23	956.22	709.41	2,006.11	1,024.34
6)	Equity Share Capital	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50
7)	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-		10,696.77	8,695.61
8)	Earnings Per Share (EPS) (of Rs 10/- each) (not annualised)					
	(a) Basic (in Rs)	116.21	193.19	143.31	408.61	197.77
	(b) Diluted (in Rs)	116.21	193.19	143.31	408.61	197.77

Notes :
(a) The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges for the quarter ended 31st December, 2022 under Regulation 33 of the SEBI (Lisiting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended 31st December, 2022 are available on the Stock Exchange website viz. www.cse-india.com and on the Company's Website.
(b) The above Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14.02.2023.

FOR Mangal Steel Enterprises Ltd.
Sd/-
Adarsh Garodia
(Managing Director)
(DIN : 00912347)

Place : Kolkata
Date : 14.02.2023

MANGAL STEEL ENTERPRISES LIMITED

Registered Office : 248, G.T.Road, Salkia, Howrah-711 106,
Phone: (033)2655-8331, Fax : (033)2655-0468
Email : accounts@steelmangal.com, Website : www.steelmangal.com
CIN : L27109WB1981PLC033969

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(₹.in Lacs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 31.12.22 Unaudited Reviewed	30.09.22 Unaudited/ Reviewed	31.12.21 Unaudited/ Reviewed	Year Ended 31.03.22 (Audited)	31.03.21 (Audited)
1)	Total income from operations	2,588.19	3,947.30	4,559.58	12,589.72	8,255.97
2)	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	730.52	1,289.81	993.98	2,545.62	1,594.73
3)	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	730.52	1,289.81	993.98	2,545.62	1,594.73
4)	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items) and share in profit/(loss) of Associates	574.86	965.32	708.37	2,033.90	1,007.70
5)	Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax) and share in profit/ (loss) of Associates	575.14	965.89	707.92	2,020.13	1,051.31
6)	Equity Share Capital	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50
7)	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-		10,758.26	8,743.08
8)	Earnings Per Share (EPS) (of Rs 10/- each) (not annualised)					
	(a) Basic (in Rs)	116.13	195.01	143.11	410.89	203.58
	(b) Diluted (in Rs)	116.13	195.01	143.11	410.89	203.58

Notes :
(a) The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges for the quarter ended 31st December, 2022 under Regulation 33 of the SEBI (Lisiting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended 31st December, 2022 are available on the Stock Exchange website viz. www.cse-india.com and on the Company's Website.
(b) The above Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14.02.2023.

FOR Mangal Steel Enterprises Ltd.
Sd/-
Adarsh Garodia
(Managing Director)
(DIN : 00912347)

Place: Howrah
Date : 14.02.2023

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED

CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : Jagatdal, North 24 Parganas, W.B.743125
Phones: (033) 2581-2038/25812757 Fax: 2581-3795
Email: ail@aucklandjute.com Website: www.aucklandjute.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER/NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)
1	Total income from operations (net)	5748.94	6004.37	16842.44	14218.10	18389.75
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	201.09	68.23	253.59	601.35	432.24
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	201.09	68.23	253.59	601.35	432.24
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	154.09	64.31	203.48	466.05	338.52
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive income after tax)	168.83	73.27	226.85	510.28	373.44
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- per share)	410.68	410.68	410.68	410.68	410.68
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	5046.94
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)					
	Basic :	3.75	1.57	4.95	11.35	8.24
	Diluted:	3.75	1.57	4.95	11.35	8.24

Note: (1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.cse-india.com) and also on the Company's website (www.aucklandjute.com) (2) The above financial results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on Tuesday, February 14, 2023.

For Auckland International Limited
Sd/-
H.S Bayed
Executive Director
DIN:00425481

Place : Kolkata
Date : 14.02.2023

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED

CENTRE POINT 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor,Room No. 306,
Kolkata-700069Tel:033-30288506,E-mail: investors.pronto@gmail. com
CIN: L67120WB1982PLC035476

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(₹. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 31.12.2022 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	Nine Months Ended 31.12.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	Year Ended 31.03.2022 Audited
Total income from Operations(net)	2.47	2.50	2.05	6.35	7.42	8.34
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.31	0.05	(1.68)	(1.50)	0.20	(2.78)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	0.31	0.05	(1.68)	(1.50)	0.20	(2.78)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	0.23	0.04	(1.68)	(1.50)	0.15	(2.78)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.23	0.04	(1.68)	(1.50)	0.15	(2.78)
Equity Share Capital	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
(Face value Rs.10/- per Equity Share) Reserves excluding Revaluation reserves	-			-		-
as per balance sheet of the previous accounting year Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
Basic	0.097	0.015	(0.700)	(0.625)	0.063	(1.160)
Diluted	0.097	0.015	(0.700)	(0.625)	0.063	(1.160)

Note: (a)The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2022(UFR) filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (b) The above Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 14th February, 2023. UFR have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company.

For and on behalf of the Board
Sd/-
Suraj Ratan Bagree
Director
DIN: 02515173

Place : Kolkata
Dated : 14.02.2023

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L25199WB1990PLC048791

রেজি. অফিস ঃ প্লট নং. ৩১ ও ৩২, ফলতা স্পেশাল ইকোনমিক জোন সেক্টর-১, ২৪-পরগণা (দক্ষিণ) পিন ঃ ৭৪৩৫০৪
প্রধান কার্যালয় ঃ ৪১০, বরদান বিল্ডিং ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, ই-মেল আইডি ঃ krypton@kryptongrup.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২

লক্ষ টাকায় (ইপিএস রাশি ছাড়া)

		স্বতন্ত্র ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)	একত্রীকরণ ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয়	৭২৭.৮৬	২,২৫২.৯৫	১,১০৯.৫২	৪,০৫৮.২৫	৭৬৮.৫০	২,৩১৯.২৮	১,১৭৫.১৬	৪,৩৬০.৪৪
২	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে (পূর্বে কর, অতিরিক্ত এবং অসাধারণ আইটেমে #)	৩৭.৮৩	৮৫.৩২	৫০.৪০	৫০৩.৪৬	৩৩.৮৪	৭১.১১	৪৬.৭৩	৪৮২.১১
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (অতিরিক্ত এবং অসাধারণ আইটেম পর #)	৩৭.৮৩	৮৫.৩২	৫০.৩৪	১৪০.৮২	৩৩.৮৪	৭১.১১	৪৬.৭৩	১১৯.৪৭
৪	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (অতিরিক্ত এবং অসাধারণ আইটেম পর)	৩৩.৮৩	৮৯.৩২	৪৬.৩৪	৮৯.৮৬	২৯.৮৪	৭৫.১১	৩৮.৯৩	৬৮.৫১
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় আয় (করের পর)	৩৩.৮৩	৮৯.৩২	৪৬.৩৪	৮৯.৭৪	৩০.০২	৭৫.২০	৪১.৪৩	৭২.২০
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১
৭	সংরক্ষিত রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে	-		-	১,৪১০.২২	-	-	-	১,৫১৮.৮৮
৮	শেয়ার প্রতি আয় (চলতি ও অচলতি আয় থেকে) (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র (বার্ষিকীকৃত নহে*)	০.২৩*	০.৬১*	০.৩২*	০.৬১	০.২০*	০.৫১*	০.২৭*	০.৪৮*

কোম্পানির কোন অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী আইটেম নেই
(১) উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ফলাফল বিস্তারিত ফরম্যাটের ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড আদার ডিসক্লোসার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ । বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.kryptongroup.com**।

বোর্ডের তরফে
(জয় সিং বারদিয়া)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00467932

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৩.০২.২০২৩

R. K WIRE PRODUCTS LIMITED

Regd. Off: Unit No. 1507, 15th Floor, Tower 1, PS. Srijan Corporate Park, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake, Kolkata- 700091 Email ID: info@rkwire.com website: www.rkwire.com
CIN: L17233WB1983PLC036948

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

(₹. in Lacs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2022 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2021 (Unaudited)	9 Months ended 31.12.2022 (Unaudited)	9 Months ended 31.12.2021 (Unaudited)	Year ended 31.03.2022 (Audited)
	Total Income from Continuing Operations	2,513.06	2,352.29	1,567.95	6,639.14	4,725.29	6,253.69
	Profit [+]/Loss[-] from Operations before Exceptional items and Tax	211.57	159.04	45.05	455.60	195.21	289.67
	Profit [+]/Loss[-] from Operations before tax from continuing operations	211.57	159.04	45.05	455.60	195.21	288.08
	Profit [+]/Loss[-] for the period from c ontinuing operations	171.29	120.48	29.66	355.37	144.26	207.35
	Total Comprehensive income	171.29	120.48	29.66	355.37	144.26	207.35
	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of Rs 10/-)	74.98	74.98	74.98	74.98	74.98	74.98
	Other Equity	-	-	-	-	-	-
	Earning Per Share of Rs 10/- each (not annualised) from continuing and discontinuing operations						
	Basic (Rs)	22.84	16.07	3.96	47.39	19.24	27.65
	Diluted(Rs)	22.84	16.07	3.96	47.39	19.24	27.65

Notes:
1. The above financial results for the quarter and nine month ended December 31, 2022, have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on February 14, 2023. This Financial Results has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard ("Ind AS") notified under section 133 of the Companies Act' 2013 ("the Act") read with Companies (Indian Accounting Standard) Rules 2015 and other recognised accounting practices to the extent applicable.
2. The Company is principally engaged in Single segment viz. Manufacturing and trading in wire and wire Products.
3. Previous period figure have been regrouped/rearranged wherever necessary.

For R.K.WIRE PRODUCTS LTD
Sd/-
BINOD KUMAR BAGARIA
Managing Director
DIN : 00484802

Place : Kolkata
Dated : 14.02.2023

উনাদকাট-সাকারিয়াদের সামলাতে বিশেষ অনুশীলন মনোজদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ ৩৩ বছর পর রঞ্জি জয়ের হাতছানি বাংলা দলের সামনে। ৩৩ বছর আগে ইডেন গার্ডেন্সে শেষবার রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। মাঝে বেশ কয়েকবার ফাইনালে উঠলেও কাপ আর ঠোঁটের মাঝে ফারাক রয়ে গিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি বাংলা। ৩৩ বছর পর আবার রঞ্জির ফাইনালে ইডেনে নামছে বাংলা। এ বার প্রতিপক্ষ সৌরাষ্ট্র। ৩ বছর আগে রাজকোটে সৌরাষ্ট্রের কাছেই

ফাইনালে হেরেছিল বাংলা। এ বার বদলা নেওয়ার সুযোগ অনুষ্টুপদের সামনে। তবে বঙ্গব্রিগেড বদলা নয়, ট্রফি চাইয়ের মেজাজ। রঞ্জির দু'দিন আগে অনুশীলনে নেমে পড়ল বাংলা। জোরকদমে অনুশীলন মনোজ তিওয়ারি, অনুষ্টুপ মজুমদারদের। সৌরাষ্ট্রের জয়দেব উনাদকাট, চেতন সাকারিয়াদের সামলাতে অনুশীলনে বাঁ-হাতি নেট বোলারদের ডাকে টিম ম্যানেজমেন্ট। দীর্ঘক্ষণ বাঁ-হাতি পেসারদের বিরুদ্ধে নেটে ব্যাটিং অনুশীলন করলেন অভিমন্যুরা। অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারিকে নেটে বোলিং করলেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। ইডেনের উইকেটে ঘাস থাকছে। পিচে বাড়তি বাউন্সও পাবেন বোলাররা। তাই সতর্ক থাকছে বঙ্গশিবির। অনুশীলনে কোনও খামতি রাখছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। মঙ্গলবার সকালে উইকেট দেখতে যান সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। ৩৩ বছরের খরা কাটাতে বাংলার সামনে আর একটা ল্যাপ। লক্ষ্মী-মনোজ জুটির হাত ধরে স্বপ্নপূরণের আশায় বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীরা। ইডেনে ম্যাচ। পারদ চড়তে শুরু করে দিয়েছে। অবাধ দর্শক প্রবেশের ব্যবস্থা রাখছে সিএবি। ইডেনের বি, সি, কে, এল ব্লকে বসে খেলা দেখতে পারবেন দর্শকরা। লাগবে না কোনও টিকিট। সোমবার কলকাতা পুলিশের সঙ্গে কথা বলে সরকারি অনুমতি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে সিএবি। অনুষ্টুপ, মনোজদের জন্য গলা ফাটাতে তৈরি চাকদহ থেকে চুঁচুড়া। অনেক ক্রীড়াপ্রেমীই খোঁজ করছেন ফাইনালে কী ভাবে মাঠে আসবেন। তাঁদের মাঠে আসতে কোনও টিকিট কাটতে হবে না। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু রঞ্জির ফাইনাল। মেগা ফাইনালের আয়োজনে তৈরি সিএবিও। রঞ্জি ফাইনালে ইডেন বেল বাজাবেন বাংলার রঞ্জিজয়ী অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গ অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি ফাইনালের আগে হুঙ্কার ছেড়ে রাখলেন। বললেন, ''একপেশে ফাইনাল হবে। আর ফাইনাল জিতে চ্যাম্পিয়ন হব আমরা।'' নিজের দলের সার্বিক শক্তি বিচার করেই এই মন্তব্য তাঁর। বিপক্ষ সৌরাষ্ট্র মাঠে নামার আগেই ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষকে চাপে রেখে দিলেন বঙ্গ অধিনায়ক। ফাইনালে দলকে উজ্জীবিত করতে মাঠে থাকার কথা ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। ফল আশানুরূপ হলে, মাঠে দেখা দেখা যেতে পারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। রঞ্জি ফাইনালে থাকছে ডিআরএস। নক আউটে ডিআরএসের দাবি জানিয়ে কয়েকদিন আগেই বোর্ডের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন মনোজ তিওয়ারি। তিন বছর আগের ফাইনালে আংশিক ডিআরএস ছিল। এ বার সম্পূর্ণ ডিআরএস থাকছে। অর্থাৎ বল ট্র্যাকিং বা আল্ট্রা এজ থাকছে। প্রত্যেক ইনিংসে তিন বার করে তার সাহায্য নেওয়া যাবে। তবে ডিআরএস কলে উইকেটকিপারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে মনোজ বলেন, ''আমরা এ নিয়ে আলাদা সেশন করেছি। আমি স্লিপে থাকি। তাই বেশিরভাগ সময়টায় আমিই সিদ্ধান্ত নেব।'' বাংলাকে ফাইনালে ভাবাচ্ছে ওপেনিং সমস্যা। অভিমন্যু ঈশ্বরণ ছাড়া কেউই সে ভাবে রান পাননি। করণ লালের পরিবর্তে কাজি জুনেইদ সইফিকে ভাবছে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। ফাইনালের আগে আলাদা অনুশীলনও করলেন কাজী। প্রদীপ্ত প্রামাণিকের জায়গায় দলে আসছেন আকাশ ঘটক। ঈশান পোড়েলের চোট থাকলেও মঙ্গলবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন। খেলতে অসুবিধে নেই। বাঁ-হাতি পেসার গীত পুরীকেও ভেবে রেখেছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন দুই তারকা ক্রিকেটার চাপে রোহিত শর্মা!

নয়াদিল্লি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে কার্যত দুরমুশ করেছে রোহিত শর্মার ব্রিগেড। ক্যাপ্টেনের অনবদ্য শতরান, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাডেজার দুরন্ত ঘূর্ণিতে চোটে নাগপুর টেস্টে মাত্র আড়াই দিনেই শেষ অজিরা। প্রথম জয়ের রেশ কাটিয়ে ভারতীয় দল দ্বিতীয় টেস্টের জন্য জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগামী ১৭ থেকে ২১ তারিখ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে রয়েছে দ্বিতীয় টেস্ট। কিন্তু তার আগে ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার কপালে বড়সড় ভাঁজ। চোটের কারণে প্রথম টেস্ট থেকে দল থেকে বাদ পড়েন আরও এক মিডল অর্ডার ব্যাটার শ্রেয়স আইয়ার। দ্বিতীয় টেস্টেও অনিশ্চিত তিনি। দিল্লিতে শ্রেয়স খেলতে পারবেন বলেই ধরে নেওয়া যায়। এমনিতেই দলে নেই ঋষভ পন্থের মতো মিডল অর্ডারকে ভরসা দেওয়ার মতো ব্যাটার। অপরদিকে সূর্যকুমার যাদবও নাগপুরে টেস্ট অভিষেকে সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি।

তাই মিডল অর্ডারকে শক্তিশালী করতে শ্রেয়সের দলে ফেরা প্রয়োজন ছিল। পিঠের চোটের কারণে নাগপুর টেস্ট খেলতে পারেননি শ্রেয়স। তাঁর অনুপস্থিতিতে টেস্ট অভিষেক ঘটে সূর্যের। দ্বিতীয় টেস্টে শ্রেয়সের ফেরা নিয়ে আশাবাদী ছিল বোর্ড। কিন্তু বেঙ্গালুরুর জাতীয় অ্যাকাডেমি থেকে যে খবর এসেছে তাতে হতাশ ভারতীয় দলের ম্যানেজমেন্ট। শ্রেয়সের রিহ্যাব চলছে এনসিএ-তে। তিনি এখনও ম্যাচ ফিট নন। তাই দিল্লি টেস্টে মুম্বইয়ের ব্যাটারের খেলা একপ্রকার অনিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। এদিকে রঞ্জির ফাইনালের জন্য জয়দেব উনাদকাটকে ছেড়ে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে ডাক পেয়েছিলেন বাঁ হাতি পেসার। নাগপুরে একাদশে জায়গা হয়নি। দিল্লি টেস্টের আগে তাঁকে রঞ্জি ফাইনালের জন্য ছেড়ে দিল টিম ম্যানেজমেন্ট। শেষ বার এই উনাদকাট ছিলেন সৌরাষ্ট্রের রঞ্জিজয়ী দলে। প্রথম টেস্টে ইনিংস এবং ১৩২ রানে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যাশায় জল ঢেলেছে ভারত। দ্বিতীয় টেস্টে সেই ধারা বজায় রাখতে নিশ্চিতভাবে মুখিয়ে থাকবে হিটম্যানের টিম। অন্যদিকে আইয়ারের খেলা অনিশ্চয়তায় ঘেরা থাকায় হয়তো টেস্টে আবারও নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন সূর্যকুমার। অন্তত সূত্র মারফত এমনটাই জানা যাচ্ছে। আইয়ার না ফিরলে তাঁর মুম্বইয়ের সতীর্থই যে ভারতের মিডল অর্ডার সামলাবেন তা এখনও পর্যন্ত পাকা। টি২০ হোক বা একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ, সব ক্ষেত্রেই যখন প্রয়োজন পড়েছে তখনই ব্যাট হাতে ভারতের বৈতরণী পার করেছেন ভারতীয় দলের 'মিস্টার ৩৬০'। ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ফরম্যাটেও বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের নিদর্শন দিতে পারেন কিনা, সেদিকেই তাকিয়ে আপামর ক্রিকেটপ্রেমীরা।

অনেক কিছু শিখতে পারব, সুযোগ পেলে দলে জায়গা ধরে রাখার চেষ্টা করব তিতাস সাধু

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে দিল্লির হয়ে বল করতে নামবেন তিতাস সাধু। ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে ডব্লুপিএল-এর প্রথম অকশনে তিতাসকে তুলে নিয়েছে দিল্লি ক্যাপটালস। নতুন ফ্রাঞ্চাইজিতে এসে নিজের লক্ষ্যে আরও দৃঢ় তিতাস। চুঁচুড়ার মাঠে অনুশীলন করতে করতে আগাম প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন তিনি। একদিকে যখন নিলামপর্ব চলছে, তখন চুঁচুড়ার মাঠে অনুশীলন করতে ব্যস্ত ছিলেন তিতাস সাধু। দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁকে দলে নিয়েছে, মোবাইলে দেখার পর উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন তিতাস ও তার কোচ। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ দরজা খুলে দিল বলে মনে করা হচ্ছে। তিতাস জানান, ''একটা উত্তেজনা আগের থেকেই ছিল। ছোটবেলা থেকেই আইপিএল দেখে বড় হয়েছি। এখন খুবই ভাল লাগছে একটা বড় ফ্র্যাঞ্চাইজির সদস্য হতে পেরে।'' তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল দল পাবেন কি না। নতুন দল পেয়ে অনেকটাই হালকা লাগছে। তিতাস বলেন, ''এবার অনুশীলন করতে হবে ভাল খেলার জন্য। দলে অনেক বিদেশি প্লেয়ার থাকায় তারা কীভাবে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে সেগুলো শেখা যাবে। সুযোগ পেলে দলে জায়গা ধরে রাখার চেষ্টা করব।'' তিতাসের কোচ প্রিয়ঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''খুব ভাল সুযোগ তিতাসের কাছে। ভাল

হয়েছিলেন জোরে বোলার তিতাস। ফাইনালে তাঁর বোলিং ইকনমি রেট ছিল দুর্দান্ত। চার ওভার বল করে ছয় রান দিয়ে দু'উইকেট পেয়েছিলেন তিতাস। সেই পারফরম্যান্সেই আইপিএল-এর খেলোয়াড়দের সঙ্গে মিশবে, তাঁদের মানসিকতা জানতে পারবে। আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেললে অভিজ্ঞতা বাড়ে। কত টাকা পেল সেটা বড় কথা নয়। খেলার সুযোগ পাবে এটাই বড় বিষয়।''

ইডেনের বাইশ গজ নিয়ে পাল্টা চাপের খেলায় সৌরাষ্ট্র শিবির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ মাঠের যুদ্ধের আগে স্নায়ুর যুদ্ধ শুরু। এককথায় ব্যাটল অব নার্ভস। রঞ্জির মেগা ফাইনালের আগে 'চাপের খেলা' শুরু দুই শিবিরে। মঙ্গলবার দুপুরে ইডেনে অনুশীলন করল সৌরাষ্ট্র। দলের মূল আকর্ষণ অবশ্যই জয়দেব উনাদকাট। চেতন সাকারিয়া, সারাংশ, অর্পিত বাসাভাড়া, চিরাগ জানীর মতো ক্রিকেটাররা আছেন দলে। তিন বছর আগে রাজকোটে বাংলাকে হারিয়েই রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সৌরাষ্ট্র। এ বার বদলার ম্যাচ বাংলার। সৌরাষ্ট্রও তৈরি বাংলার মাটি থেকে ভারত সেরা হতে। তাই কোনও অতিরিক্ত চাপ অনুভব করছে না। বরং পাল্টা চাপে রাখার খেলায় মত্ত। সকালেই বাংলার অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি বলেন, ''একতরফা ফাইনাল হবে। আর তাতে আমরাই জিতব।'' মাঠের দ্বৈরথের আগে সৌরাষ্ট্রকে কোনও আমলই দিচ্ছেন না বঙ্গ অধিনায়ক। যেই কথা শোনার পর তা হেসে উড়িয়ে দিলেন সৌরাষ্ট্রের কোচ নীরজ ওদেদরা। তিনি বলছেন, ''খেলা তো হবে মাঠে। এর জবাব আমরা মাঠেই দিতে চাই।'' পিচ দেখার পর কিউরেটরদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলতে দেখা গেল সৌরাষ্ট্রের আমি তো আশা করেছিলাম যে, উইকেটে আরও ঘাস থাকবে। উইকেটে লক্ষ্য করলাম। কতটা জল দিয়েছে তার উপর নির্ভর করবে।'' বাংলার পাশাপাশি সৌরাষ্ট্র দলেও বেশ কিছু তরুণ ক্রিকেটার আছেন। নিজের দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী দেখাল সৌরাষ্ট্রের

কোচকে। দুই শিবিরেই পেস অ্যাটাকের সম্ভার। উইকেটে ঘাস থাকা সত্ত্বেও আরও সবুজ আভার আশা করেছিল সৌরাষ্ট্র শিবির। কোচ নীরজের কথায়, ''উইকেট দেখার পর কিছুটা অবাকই হয়েছি। কোচকে। বাংলার ব্যাটিং বিভাগের গলদ নোটবুকে তুলে রেখেছে সৌরাষ্ট্র শিবির। একই সঙ্গে মুকেশ, আকাশদীপদের সামলানোর স্ট্র্যাটেজিও সাজিয়ে রেখেছেন অর্পিত, চিরাগরা।

মেয়েদের ক্রিকেটে পরবর্তী ঝুলন হতে প্রস্তুত রেনুকা, দেড় কোটি পেয়েও মাটিতেই রাখছেন পা

কেপটাউন, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ শৈল শহর এবং হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা থেকে তার বাড়ি খুব একটা দূরে নয়। রহরু গ্রামের মেয়ে এখন ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে নামি ফাস্ট বোলার। নাম রেনুকা সিং ঠাকুর। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা তাকে পরবর্তী ঝুলন গোস্বামী হিসেবে দেখছেন। যদিও রেনুকা নিজে মনে করেন ঝুলন গোস্বামী একজন কিংবদন্তি। তার কেরিয়ার সবে শুরু হয়েছে। কিন্তু ঝুলনের মতো ফাস্ট বোলিং করার সব গুণ রয়েছে এই হিমাচলের কন্যার মধ্যে। মেয়েদের ক্রিকেটে আইসিসির পক্ষ থেকে সেরা ইমার্জিং ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছিলেন কয়েকদিন আগে। রেনুকার সবচেয়ে বড় গুণ নতুন বলকে দারুণ সুইং করাতে পারা। উইকেট যে রকম হোক, নতুন বলে প্রথম কয়েকটা ওভার রেনুকা বিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলেন। মেয়েদের আইপিএলে (ডাবলু পি এল) রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু তাকে কিনেছে দেড় কোটি টাকা দিয়ে। সেই দলেই আছেন স্মৃতি মান্ধানা। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা রেনুকার কাছে জীবনের শুরুতে এই টাকাটা অনেকটাই। নিলামে যখন টিভিতে চোখ রেখেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে, তখন রেনুকাকে আরসিবি কিনে নিতেই তাকে অভিবাদন জানান স্মৃতি। কিন্তু এই মুহূর্তে রেনুকার একমাত্র লক্ষ্য ভারতের জার্সিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ধারাবাহিক পারফর্ম করা। গত বছর টি-টোয়েন্টি এবং একদিনের ম্যাচ মিলিয়ে ২৯ ম্যাচে ৪০ উইকেট নিয়েছিলেন। এবার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিন্তু রেনুকা নিজের সেরা খেলা দেখাতে পারেননি। ঝুলন গোস্বামী নিজে জানিয়েছেন রেনুকার মধ্যে প্রতিভা আছে। নিজেকে ফিট রাখতে পারলে এবং ধারাবাহিকতা দেখাতে পারলে ভারতের জার্সিতে এই মেয়ে অনেক সাফল্য পাবে ভবিষ্যতে। কিংবদন্তি ঝুলন দির এমন প্রশংসা রেনুকার কাছে অনেকটা। হিমাচলের মেয়ে জানিয়েছেন ঝুলন যখন তার এমন প্রশংসা করেন তখন দেশের হয়ে আরও ভাল করার দায়িত্ব বেড়ে যায়। মেয়েদের আইপিএল জীবন বদলে দেবে জানা কথা। কিন্তু রেনুকার কাছে টিম ইন্ডিয়ার নীল জার্সির মূল্য সবচেয়ে বেশি। টাকা দিয়ে সব কিছু বিচার করা যায় না।

পেনাল্টি সেভ, তারপরই মৃত্যু হল বেলজিয়ামের গোলকিপারের!

ব্রাসেলস, ১৪ ফেব্রুয়ারিঃ বেলজিয়াম সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ঘটনায় ফুটবলজগতে আবারও শোকের ছায়া। ফুটবল মাঠেই মৃত্যু! এমন ঘটনাই সামনে এসেছে। পেনাল্টি বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল বেলজিয়ামের এক গোলরক্ষকের! মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বেলজিয়ামের একটি দ্বিতীয় ডিভিশনের খেলায় (পেশাদার ফুটবল নয়)। উইঙ্কেল স্পোর্টসের 'বি' দলের খেলা চলছিল, তথাকথিক আর একটি ছোট দল ওয়েস্ট্রজেবেকের বিরুদ্ধে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে একটি পেনাল্টি পায় ওয়েস্ট্রজেবেক দলটি। উইঙ্কেল স্পোর্টসের হয়ে গোল সামলানোর দায়িত্বে আর্নে এসপিল। বেলজিয়ান সংবাদমাধ্যমের খবর, পেনাল্টিটি প্রতিহত করেই মাঠে লুটিয়ে পড়েন আর্নে। মুহূর্তের মধ্যে আপকালীন ব্যবস্থা সামলানো

চিকিৎসক দল মাঠে এসে আর্নের শুশ্রূষা শুরু করেন। মাঠের চিকিৎসায় সাড়া মেলেনি। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই মৃত ঘোষণা করা হয় মাত্র ২৫ বছরের তরুণ গোলকিপারকে। খেলার মাঠে প্রায়ই এরকম মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী থেকেছে ক্রীড়াবিশ্ব। ক্রিকেট থেকে ফুটবল, হকি, রাগবি প্রায় সব খেলাতেই এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা দেখা যায়। কেউ না কেউ প্রাণ হারিয়েছেন বা প্রাণ সংশয় হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ফিলিপ হিউজের কথা। মাত্র ২৫ বছর বয়সে জীবনের ময়দান ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এই ব্যাটার। জন্মদিনের মাত্র ৩ দিন আগে ক্রিকেট মাঠের ঘটনাতেই জীবন গিয়েছিল তাঁর। কাঁদিয়ে গিয়েছিলেন ক্রিকেট বিশ্বকে। গতবছর জিএস লিওপলির আলেকজান্ড্রো লম্পিসের মৃত্যুটাও খুব মর্মান্তিক। আর্মিয়নীডার বিরুদ্ধে খেলছিলেন এই গ্রীক ফুটবলার। সূত্রের খবর, খেলা চলাকালীন মাঠের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। চিকিৎসার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকায় মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে না ফেরার দেশে চলে যেতে হয় ২১ বছর বয়সী এই তরুণকে। আর্নের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত তার ক্লাব উইঙ্কেল স্পোর্টস। ক্লাবের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'আর্নের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত এবং আমরা তার বন্ধু ও পরিবারের প্রত্যেককে সমবেদনা জানাই। এটি আমাদের জন্য খুব বড় একটি ক্ষতি। আর্নের প্রাণ বাঁচানোই আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল, ফুটবল পরে। এসপিলের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হওয়ার কথা।'

পিএসজি কি নেইমারের সঙ্গে মেসিকেও বিক্রি করে দিতে চায়

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পিএসজিতে নেইমারকে ঘিরে এমন খবর নতুন কিছু নয়। গত বছর মার্চেই স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'মার্কা' জানিয়েছিল, মরসুম শেষেই নেইমারকে বেচে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে পিএসজি। খবরটি তখনো নতুন কিছু ছিল না। তার আগেও ব্রাজিলিয়ান তারকাকে ঘিরে এমন খবর বের হয়েছে। কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে নাকি সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না নেইমারের। অগত্যা তাঁকে বেচে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে পিএসজি-এমন গুঞ্জন ইউরোপের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বেশ কয়েকবার খবর হয়েছে। এবারও তেমনই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। ফরাসি সংবাদমাধ্যম 'ফুট মেরকাতো'র সংবাদকর্মী সান্তি আওনা জানিয়েছেন, শুধু নেইমার নয়, মেসিকেও নাকি ছেড়ে দিতে পারে পিএসজি। ভ্রুকুটি জাগাই স্বাভাবিক। মেসির সঙ্গে নতুন চুক্তি নিয়ে কথা চলছে পিএসজির-এ খবর পুরোনো। আর্জেন্টাইন তারকা বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই এই নতুন চুক্তি নিয়ে কথা চলছে। কিন্তু সান্তি আওনার টুইটে রয়েছে অন্য কিছুর ইঙ্গিত, 'মেসির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে পিএসজি সম্ভাব্য সবকিছুই করছে। দুই পক্ষই চুক্তির কাছাকাছি, তবে মেসির মনে সন্দেহ জেঁকে বসেছে।' কি সেই সন্দেহ-প্রতিবেদনে সেসব খুলে বলা হয়নি। তবে মেসির নতুন চুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'এমনিতে মনে হচ্ছে, মেসির চুক্তি নবীকরণের সম্ভাবনাই বেশি। তবে বিষয়টি যদি বাতিল না-ও হয়ে যায়, মেসির মনের মধ্যে অন্য ভাবনা আসাটা অস্বাভাবিক নয়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মেসির নতুন করে শুরুর ভাবনা আসতেই পারে। পিএসজি

যদিও মেসির সঙ্গে এ বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে, তবে মনে হচ্ছে, দুই পক্ষই এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে ক্লাবের ভাগ্য জানার অপেক্ষায় আছে। (চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বাদ পড়লে) বার্সেলোনার সাবেক দুই খেলোয়াড়ের হিসাবটাও একই রকম হতে পারে। তখন নতুন যুগ শুরুর ঘোষণা দিতে পারেন পিএসজি সভাপতি।' বার্সেলোনা থেকে ২০১৭ সালে নেইমারকে দলবদলের ফি-তে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে দলে টেনেছিল পিএসজি। একই ক্লাব ছেড়ে ২০২১ সালে প্যারিসে নেইমারের সতীর্থ হন মেসি। পেট্রো ডলারসমৃদ্ধ ক্লাবটি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে মেসি-নেইমার ও কিলিয়ান এমবাপের মতো তারকাদের দিয়ে আক্রমণ সাজিয়েছে। ঘরোয়া পর্যায়ে সাফল্য পেলেও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে পারেনি পিএসজি। 'ফুট মেরকাতো'র প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, পিএসজির কাতারি মালিকপক্ষ প্রতি মরসুমেই একই সমস্যায় পড়া (চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে না পারা) নিয়ে বিরক্ত। গত জুনেই এ নিয়ে বাঁকা কথা বলে রেখেছেন পিএসজির সভাপতি নাসের আল-খেলাইফি, 'আমাদের সম্ভবত এমন দামি তারকার দরকার নেই। ঝলক দেখানোর যুগ শেষ হয়েছে।' নেইমারের সঙ্গে পিএসজির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ পর্যন্ত। ২০১৯ সালে নেইমার প্যারিস ছাড়তে চাওয়ার পরও তাঁকে ক্ষমা করে দিয়ে চুক্তি নবীকরণ করেছে ক্লাবটি। কিন্তু কাতার বিশ্বকাপের পর থেকে পিএসজির হয়ে সেভাবে ভালো খেলতে পারছেন না নেইমার। 'ফুট মেরকাতো'র প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, 'দোহায় (পিএসজির) কর্মকর্তারা মিলে ১০ নম্বর জার্সি (নেইমার) পরা খেলোয়াড়ের ভবিষ্যৎ ঠিক করেছেন। মরসুম শেষে তাঁকে ছেড়ে দেবেন। সাম্প্রতিক সময়ে এই ইচ্ছা আরও জোরদার হয়েছে, কারণ তাঁর বাজে পারফরম্যান্স এবং সতীর্থদের সঙ্গে আচরণ, মোনাকোর বিপক্ষে ম্যাচেও যা দেখা গেছে। এখন দেখার বিষয়, নেইমার নিজের ইচ্ছা পাল্টান কি না।' পিএসজির ক্রীড়া উপদেষ্টা লুইস কাম্পোস গত মরসুম শেষেই জানিয়েছিলেন, কিছু খেলোয়াড়কে ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্লাব। শনিবার রাতে মোনাকোর কাছে পিএসজির ৩-১ গোলে হারের পর লুইস কাম্পোসের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয় নেইমারের। পিএসজির দুই খেলোয়াড় ভিতিনহা ও উগো একিতেকেরও সমালোচনা করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501